জাগোবাংলা

মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

e-paper :www.epaper.jagobangla.in /DigitalJagoBangla /jagobangladigital /jago_bangla www.jagobangla.in

রাম-বাম ভাই ভাই

হাবড়ার উপনে সিপিএমের পার্টি অফিসে ব্যানার লাগিয়ে বিজেপির ক্যাম্প। ফের স্পষ্ট হল রাম-বাম আঁতাতের ঘটনা। বেজায় অস্বস্তিতে পড়ে সিপিএম আবার প্রতিবাদ সভাও করে

শীতল হাওয়ার প্রবেশ

অবাধ পশ্চিমের শীতল হাওয়ার প্রবেশ। আগামী সাতদিন শুষ্ক আবহাওয়া। বৃষ্টির কোনও সম্ভাবনা নেই। সপ্তাহান্তে তাপমাত্রা আরও ১ থেকে ৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস কমতে পারে। শীতের আমেজ বাড়বে

বাংলা বিরোধিতায় বিদ্যুতের বরাদ্দ ৬০০ কোটি থেকে কমে ৫০ কোটি

কেন্দ্রের ফতোয়ায় বিপর্যস্ত ওয়াকফ ডিজিটাইজেশন

বর্ষ - ২১, সংখ্যা ১৯১ ● ৬ ডিসেম্বর, ২০২৫ ● ১৯ অগ্রহায়ণ ১৪৩২ ● শনিবার ● দাম - ৪ টাকা ● ২০ পাতা ● Vol. 21, Issue - 191 ● JAGO BANGLA ● SATURDAY ● 6 DECEMBER, 2025 ● 20 Pages ● Rs-4 ● RNI NO. WBBEN/2004/14087 ● KOLKATA

কেন্দ্রের অবহেলায় আইনি জটিলতা ● এখনও আটকে ৪ আত্মীয়

৬ মাস! সন্তান-সহ দেশে ফিরলেন সোনালি বিবি

মালদহের মহদিপুর সীমান্ত দিয়ে দেশে ফিরলেন সোনালি খাতুন। শুক্রবার সন্ধ্যায়।

প্রতিবেদন : শুক্রবার সন্ধ্যায় মালদহের মহদিপুর আন্তর্জাতিক বাণিজ্য কেন্দ্র দিয়ে দেশে ফিরলেন সোনালি বিবি। ঘড়ির কাঁটা তখন ৭টায়। সোনালির সঙ্গে তাঁর ৮ বছরের ছেলে। কিন্তু বাকি ৪ জন কোথায়? মালদহের জেলা পরিষদের সভাধিপতি লিপিকা বর্মন ঘোষ ঘটনাস্থলেই ক্ষোভে ফেটে পড়লেন। তাঁর প্রশ্ন, ভারতীয় হাই কমিশনারকে জিজ্ঞাসা করলাম বাকি ৪ জন কবে ফিরবেন? উত্তর দেয়নি। ফের ঘোটালা করতে চাইছে কেন্দ্র।

২৬ জুন বাংলা বলায় গ্রেফতার করা হয়েছিল সোনালি-সহ ৬ জনকে। তারপর দীর্ঘ টানাপোড়েন। টানা ১৬২ দিন জেল-আদালত এবং দুই দেশের প্রশাসনের মধ্যে দীর্ঘ দর কষাকষি। ৩ ডিসেম্বর বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টে জামিনের সম্ভাবনা থাকলেও বাস্তবে হয়নি। ফের শুক্রবার মামলা ওঠে। সন্তান-সহ জামিন হয় সোনালি বিবির। এবং সঙ্গে সঙ্গেই তাঁকে মালদহ সীমান্তে নিয়ে আসা হয়। ৯ মাসের অন্তঃসত্ত্বা সোনালিকে বিএসএফ ক্যাম্প থেকে মালদহ মেডিক্যাল কলেজে নিয়ে যাওয়া হয় শারীরিক পরীক্ষার জন্য। সোনালির মুক্তিতে স্বাভবতই খুশি তৃণমূল সাংসদ সামিরুল ইসলাম বলেন, ৬ মাসের সংগ্রামের শেষে সাফল্য। সুপ্রিম নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও কেন্দ্র দু'দিন ধরে পদক্ষেপ করেনি। তাই শুক্রবার আদালতে যেতে হয়েছে। বাংলাদেশের চাঁপাই নবাবগঞ্জের বড় সোনা মসজিদ এলাকায় (এরপর ১০ পাতায়)

বাঙালিকে বাংলাদেশি! প্রতিবাদী শতাব্দীর কণ্ঠরোধ

প্রতিবেদন : ফের লোকসভায় বিজেপির অসভ্যতা! তৃণমূল সাংসদ শতাব্দী রায়ের বক্তব্যে বাধা! শুক্রবার লোকসভার জিরো আওয়ারে শতাব্দীকে বক্তব্য রাখতে বাধা দেন স্পিকারের দায়িত্বে থাকা সাংসদ কৃষ্ণপ্রসাদ তেন্নেতি। পাল্টা প্রতিবাদে সটান ট্রেজারি বেঞ্চের সামনে উপস্থিত হন তৃণমূল সাংসদ। তাঁর বদলে বিজেপি সাংসদ যুগল কিশোরও যাতে বক্তব্য রাখতে না পারেন, তা নিশ্চিত করতে কিশোরের আসনের সামনে দাঁড়িয়ে নিজের দাবি জানাতে থাকেন শতাব্দী। তৃণমূল সাংসদ মহুয়া মৈত্র, শিরোমণি অকালি দলের সাংসদ হরসিমরত কওর বাদল-সহ গোটা বিরোধী শিবির শতাব্দীকে সমর্থন করে। বেগতিক দেখে শতাব্দীকে শান্ত করতে ট্রেজারি বেঞ্চ থেকে এগিয়ে আসেন বিজেপি সাংসদ অনুরাগ ঠাকুর-সহ বিজেপির মহিলা সাংসদরা। শেষপর্যন্ত শতাব্দীর দাবিকেই মান্যতা দিতে বাধ্য হন প্যানেল চেয়ারপার্সন কে পি তেন্নেতি। মাত্র এক মিনিটের জন্য বক্তব্য রাখতে দেওয়া হয় তৃণমূল সাংসদকে! সঙ্গে সঙ্গে নিজের আসনে ফিরে শতাব্দী তোপ দাগেন, আমরা বাংলা ভাষার অপমান সইব না! বাংলায় কথা বললেই যদি বাংলাদেশি হয়, বাংলাদেশে পুশব্যাক হয়, (এরপর ১০ পাতায়)

কোচবিহারে যাবেন মুখ্যমন্ত্রী

প্রতিবেদন : **আবারও উত্তরবঙ্গে যাচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী। ৮ ডিসেম্বর সোমবার কোচবিহারে প্রশাসনিক বৈঠক করবেন তিনি। পরদিন মঙ্গলবার কোচবিহারের রাসলীলা ময়দানে করবেন জনসভা। নবান্নের তরফে কোচবিহার জেলা প্রশাসনকে নির্দেশ পাঠানো হয়েছে এই মর্মে। প্রশাসনিক বৈঠকের প্রস্তুতি সেরে** (এরপর ১০ পাতায়)

আজ বাংলা জুড়ে সংহতি দিবস

আগের সন্ধ্যায় মঞ্চে ফের সেই সেনাবাহিনী

গান্ধীমূর্তির গায়ে সমাবেশ। ফের হাজির সেনাবাহিনী। শুক্রবার সন্ধ্যায়।

প্রতিবেদন : তৃণমূলের সংহতি দিবসের মঞ্চে এবার হাজির সেনাবাহিনী। শুক্রবার বিকেলে বেশ কয়েকজন সেনা আধিকারিক মঞ্চ ও এলাকা ঘুরে দেখেন। দফায় দফায় এই কাজ চলে। উল্লেখ্য, এর আগে মেয়ো রোডে দলের ধরনা মঞ্চ খুলে দিয়েছিল সেনাবাহিনী।

এবারও ৬ ডিসেম্বর সংহতি দিবস পালন করবে তৃণমূল। আজ, শনিবার কলকাতার মেয়ো রোডে গান্ধীমূর্তির পাদদেশে দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে সংহতি দিবসকে সামনে রেখে জনসভার আয়োজন করা হয়েছে। তৃণমূলের ছাত্র-যুবদের তত্ত্বাবধানে পুরোটা হচ্ছে। তদারকি করছেন টিএমসিপি রাজ্য সভাপতি তৃণাঙ্কুর ভট্টাচার্য, উত্তরের যুব সভাপতি শান্তি কুণ্ডু, দক্ষিণের সার্থক বন্দ্যোপাধ্যায়, কাউন্সিলর সন্দীপ বক্সি, বৈশ্বানর চট্টোপাধ্যায়, সানা আহমেদ-সহ অন্যরা। এদিন দফায় দফায় সেনাবাহিনীর (এরপর ১০ পাতায়)

দিনের কবিতা

'জাগোবাংলা'য় শুরু হয়েছে নতুন সিরিজ— 'দিনের কবিতা'। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতাবিতান থেকে একেকদিন এক-একটি কবিতা নির্বাচন করে ছাপা হবে দিনের কবিতা। সমকালীন দিনে যার জন্ম, চিরদিনের জন্য যার যাত্রা, তা-ই আমাদের দিনের কবিতা।

প্রতিহিংসা

উলঙ্গ প্রতিহিংসা!
দাম্ভিক অসৌজন্যতা
ভীরু-কাপুরুষ লবঙ্গলতিকা
সীমাহীন কুৎসিত ক্ষমতা
দীর্ণ কুটিরের জীর্ণ ব্যস্ততা
সবাই দেখছে
তুমি তা দেখছ না।
নগ্ন ভাষার সংকীর্ণ মানসিকতা
উৎশৃঙ্খলতার উৎস ভীরুতা
উচ্চাশার উদ্দেশ্যে লজ্জিত উচ্চাশা
জ্বলছে জাহ্নবী ভগ্ন আশা
অষ্টডিম্বর দৈন্যপ্রহরে দীর্ণ দশা
বিবেকহীন বাক্যালাপে লুঠেরা তামাশা,
জাগছে দমকা হাওয়ার তুফান
উড়ছে সামনের অহংকারী নিশান
ভাবছে—ভাঙছে উন্মত্ততার তাণ্ডব
ফসকে গেল, পিছলে পড়ল স্বভাব
উল্লঙ্ঘনেই উল্লঙ্ঘিত প্রত্যাশা
সুপ্রভাতের শুরুতেই কাপুরুষ কুয়াশা।

ইন্ডিগো বিপর্যয় ভুলিয়া তুলে নিল কর্তৃপক্ষ

প্রতিবেদন : দেশজুড়ে বিপর্যস্ত ইন্ডিগো এয়ারলাইন্সের পরিষেবা। বৃহস্পতিবার ও শুক্রবার মিলিয়ে বাতিল করা হয়েছে হাজারের বেশি ফ্লাইট। টিকিটের দাম লক্ষ টাকাও ছাড়িয়েছে। বিশৃঙ্খলার জন্য ক্ষমাপ্রার্থী বিমান সংস্থা জানিয়েছে, ফ্লাইট ডিউটি টাইম লিমিটেশন নিয়মের দ্বিতীয় পর্যায় বাস্তবায়নে 'ভুল বিচার ও পরিকল্পনার ত্রুটির' কারণেই দেশজুড়ে পরিষেবায় এই বিপর্যয়। বাতিল হওয়া ফ্লাইটের জন্য স্বয়ংক্রিয়ভাবে পুরো টাকা ফেরত দেওয়া হবে। এই বিপর্যয়কে কেন্দ্রের 'মনোপলি মডেলের ফসল' বলে উল্লেখ বিরোধীদের। ইন্ডিগোর দাবি, ১৫ ডিসেম্বরের মধ্যে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হবে। ডিজিসিএ চাপে পড়ে পাইলটদের ডিউটি সংক্রান্ত নয়া বিধি শিথিল করেছে।

নানা রকম

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

6 December, 2025 • Saturday • Page 2 || Website - www.jagobangla.in

তারিখ অভিধান

১৯৭১ বাংলাদেশকে স্বীকৃতি

INDIA & BHUTAN RECOGNIZE BANGLADESH DE JURE

প্রথমে ভুটান ও তারপর ভারত এদিন সদ্য স্বাধীন হওয়া বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদান করে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী বিশ্বব্যবস্থায় বাংলাদেশই প্রথম দেশ যেটি কিনা উপনিবেশ থেকে স্বাধীন হওয়া কোনও দেশ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে স্বাধীনতা অর্জন করে। এজন্য বাংলাদেশের সরকারকে স্বাধীন দেশ হিসেবে নিজেকে বিশ্ব দরবারে প্রতিষ্ঠিত করার পথটি সুগম ছিল না। কিন্তু দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দুটি দেশের স্বীকৃতি দানের মধ্য দিয়ে এই কণ্টকিত পথটি একটু হলেও মসৃণ হয়েছিল।

১৮২৩ ম্যাক্সমুলার

(১৮২৩-১৯০০) এদিন তৎকালীন প্রুশিয়ার আনহাল্ট রাজ্যের রাজধানী দেসাউতে জন্মগ্রহণ করেন। বিখ্যাত ভারতবিশারদ, দার্শনিক, ধর্মতত্ত্ববিদ, সমাজতত্ত্ববিদ, অধ্যাপক, সংস্কৃত ভাষায় সুপ্রসিদ্ধ জার্মান পণ্ডিত ও অনুবাদক। ছোটবেলা থেকেই সংস্কৃত ভাষার নিষ্ঠাবান সেবক ছিলেন। ১৮৬৮ থেকে আমৃত্যু অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব বিভাগে অধ্যাপনা করেছেন।

১৯১১ দীনেশচন্দ্র গুপ্ত

(১৯১১-১৯৩১) এদিন জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৩০ সালের ৮ ডিসেম্বর রাইটার্স ভবন আক্রমণ করেন তিনি, বিনয় বসু ও বাদল গুপ্ত। কারাবিভাগের অত্যাচারী ইন্সপেক্টর জেনারেল সিম্পসন-কে হত্যা করেন তাঁরা। পুলিশের সঙ্গে খণ্ডযুদ্ধের পর বিনয় ও বাদল আত্মহত্যা করলেও, কোনওক্রমে বেঁচে যান দীনেশ। তাঁকে সারিয়ে তুলে বিচারের পর মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়।

১৯৫৬ বি আর আম্বেদকর

(১৮৯১-১৯৫৬) এদিন প্রয়াত হন। মুম্বইয়ের শিবাজি পার্ক এবং নিকটবর্তী দাদরের চৈত্য ভূমির স্মারক মঞ্চ যেখানে, সেখানে ভারতীয় সংবিধানের মূল স্থপতি ড. আম্বেদকরকে সমাধিস্থ করা হয়েছিল। প্রতিবছর এই দিনে এখানে দলিত সম্প্রদায়ের মানুষ হাজারে হাজারে সমবেত হন।

১৯৯২ বাবরি মসজিদ গুঁড়িয়ে দেয় করসেবক ও রামভক্তরা।

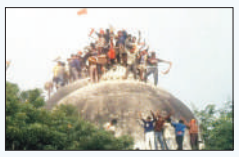

উত্তরপ্রদেশ প্রশাসন ও পুলিশ মসজিদ রক্ষায় কোনও তৎপরতা দেখায়নি বলে অভিযোগ ওঠে। সেদিনই উত্তরপ্রদেশে রাষ্ট্রপতি শাসন জারি করে নরসিংহ রাও সরকার। ১৫২৭ সালে অওধ দখল করেছিলেন বাবরের বিশ্বস্ত সেনাপতি মির বাকি। পরের বছর তাঁর মনিবের নামে সরযূ নদীর পাড়ে বানিয়েছিলেন তিন গম্বুজওয়ালা এক মসজিদ। সাড়ে চার শতক পরে সেই মসজিদই ভারতীয় রাজনীতির ইতিহাসে সবচেয়ে বড় বিতর্কের কেন্দ্র হয়ে উঠেছিল।

১৮৫৩ মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী

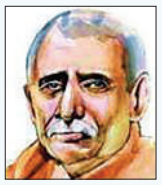

(১৮৫৩-১৯৩১) এদিন জন্মগ্রহণ করেন। আসল নাম ছিল হরপ্রসাদ ভট্টাচার্য। তিনি ছিলেন আত্মবিস্মৃত জাতির কথাকার। উপাধি হিসেবে এক 'বিদ্যাসাগর' চিরজীবী— ঈশ্বরচন্দ্রের সহশব্দ হয়ে, কিন্তু একদা বিদ্যাসাগরের বাড়ির ছাত্রাবাসে থেকেই কিছুদিন পড়াশোনা করা, উত্তরকালে মস্ত সংস্কৃতজ্ঞ, পুরাতত্ত্ববিদ ও ভারতবিদ্যাবেত্তা হরপ্রসাদের 'মহামহোপাধ্যায়' উপাধি তাঁকে মনে রাখার পথে বাঙালির বিশেষ কাজে লাগেনি বলেই মনে হয়। অথচ সেকালে ব্রিটিশ সরকার তাঁর পরামর্শেই ঠিক করত, কাকে 'মহামহোপাধ্যায়' উপাধি দেওয়া হবে।

২০২০ মনু মুখোপাধ্যায়

(১৯৩০-২০২০) এদিন পরলোকগমন করেন। প্রম্পটার থেকে অভিনেতা হয়ে ওঠা, সত্যজিৎ রায়ের 'জয় বাবা ফেলুনাথ'-এ মছলিবাবার চরিত্রে অভিনয়কারী মনুর আসল নাম ছিল সৌরেন্দ্রমোহন। সত্যজিৎ রায়ের পরিচালনায় প্রথম অভিনয় অবশ্য ১৯৭১ সালে, 'অশনি সঙ্কেত' ছবিতে। আর, বড় পর্দায় যাত্রা শুরু হয়েছিল ১৯৫৮ সালে মৃণাল সেনের পরিচালনায় 'নীল আকাশের নীচে' ছবিতে। এর পর 'উত্তরায়ণ', 'শেষ থেকে শুরু', 'নায়িকার ভূমিকায়', 'মর্জিনা আবদুল্লাহ', 'সোনার খাঁচা'-সহ বিভিন্ন ছবির অন্যতম অংশ হয়ে ওঠেন তিনি।

২০১০ সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়

(১৯২০-২০১০) এদিন প্রয়াত হন। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের নাতি, খ্যাতনামা ব্যারিস্টার, পাঞ্জাবের প্রাক্তন রাজ্যপাল ও ভারতের প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী। তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ভারতীয় রাষ্ট্রদূতের দায়িত্বও সামলেছেন। ১৯৭২ থেকে ১৯৭৭ সাল পর্যন্ত তিনি ছিলেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী।

কর্মসূচি

■ শুক্রবার অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের তিরোধান দিবস উপলক্ষে কোন্নগরে তাঁর বাগানবাড়িতে আয়োজিত চিত্র প্রদর্শনীতে উপস্থিত থেকে শিল্পগুরুর মূর্তিতে মাল্যদান করলেন হুগলি জেলা পরিষদের মেন্টর সুবীর মুখোপাধ্যায়।

■ তৃণমূল কংগ্রেস পরিবারের সহকর্মীদের প্রতি : আপনার এলাকায় কোনও কর্মসূচি থাকলে তা আগাম জানান। এবং কর্মসূচি পালনের পর ছবি-সহ প্রতিবেদন পাঠান।

ই মেল : jagabangla@gmail.com
editorial@jagobangla.in

শব্দবাংলা-১৫৭৬

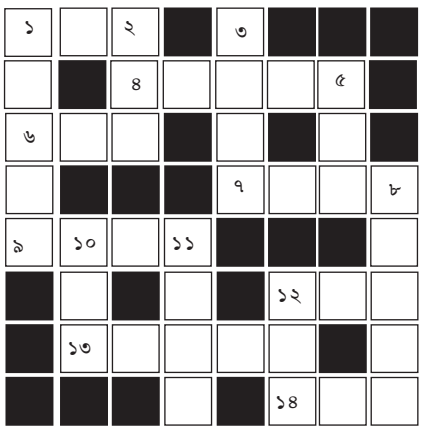

পাশাপাশি : ১. পরাধীন মিশরের মুসলমান শাসনকর্তার উপাধি ৪. মশাল ৬. ডিঙিয়ে যাওয়া, অতিক্রম ৭. নৃত্যরত শিব ৯. রাত্রি ১২. সমস্ত, সম্পূর্ণ ১৩. প্রবল পরাক্রম ১৪. বিন্দু বিন্দু করে পড়া, চোয়ানো।

উপর-নিচ : ১. যখন যেমন ইচ্ছা বা যা মনে হয় তো যে খাতায় লিখে রাখা হয় ২. মুখ ৩. উজ্জ্বলকরণ, উদ্দীপন ৫. কক্ষ ৮. জল খাওয়া ১০. প্রকার ১১. জলের ফোঁটা ১২. প্রত্যক্ষ।

■ শুভজ্যোতি রায়

সমাধান ১৫৭৫ : পাশাপাশি : ১. আওয়াজি ৩. উন্মুখ ৫. লক্ষ ৭. নচ্ছার ৮. মরুৎ ১০. বাতাসি ১২. রিকথ ১৪. কচ ১৭. পোয়াল ১৮. তলাপাত্র। **উপর-নিচ :** ১. আউল ২. জিরেন ৩. উপরম ৪. খন্দ ৬. ক্ষমতা ৯. রুচক ১১. সিরিয়াল ১৩. থকিত ১৫. চরিত্র ১৬. ডেঁপো।

৫ ডিসেম্বর কলকাতায় সোনা-রুপোর বাজার দর

পাকা সোনা (২৪ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	১২৮৯৫০
গহনা সোনা (২২ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	১২৯৬০০
হলমার্ক গহনা সোনা (২২ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	১২৩১৫০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি),	১৭৮৯৫০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি),	১৭৯০৫০

সূত্র : ওয়েস্ট বেঙ্গল বুলিয়ন মার্চেন্টস অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশন। দর টাকায় (জিএসটি),

মুদ্রার দর (টাকায়)

মুদ্রা	ক্রয়	বিক্রয়
ডলার	৯১.১৫	৮৯.২৫
ইউরো	১০৬.৩৫	১০৩.৯৫
পাউন্ড	১২১.৫০	১১৮.৮৫

নজরকাড়া ইনস্টা

■ আলিয়া ভাট

■ অনিরুদ্ধ রায় চৌধুরী, সঙ্গে শুভশ্রী

সম্পাদক : শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়
• সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষে ডেরেক ও'ব্রায়েন কর্তৃক তৃণমূল ভবন, ৩৬জি, তপসিয়া রোড, কলকাতা ৭০০ ১০০ থেকে প্রকাশিত ও প্রতিদিন প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেড, ২০ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭২ থেকে মুদ্রিত। সিটি অফিস : ২৩৪/৩এ, এজেসি বোস রোড, পঞ্চম তল, কলকাতা ৭০০ ০২০

Editor : SOBHANDEB CHATTOPADHYAY
Owned by ALL INDIA TRINAMOOL CONGRESS, Published by Derek O'Brien from Trinamool Bhavan, 36G Topsia Road, Kolkata 700 100 and Printed by the same from Pratidin Prakashani Pvt. Ltd., 20 Prafulla Sarkar Street, Kolkata 700 072
Regd. No. WBBEN/2004/14087
• Postal No. Kol RMS/352/2012-2014 DL. No. 15 dt 19/7/21
City Office : 234/3A, A. J. C Bose Road, 4Th Floor, Kolkata 700 020

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

আমার শহর

6 December 2025 • Saturday • Page 3 || Website - www.jagobangla.in

৩
৬ ডিসেম্বর ২০২৫
শনিবার

মুচিপাড়ায় এক ব্যক্তির রক্তাক্ত দেহ উদ্ধারের ঘটনায় মৃতের স্ত্রীকে গ্রেফতার করল পুলিশ। সম্পত্তি নিয়ে বিবাদের জেরেই এই খুন বলে পুলিশকে জানিয়েছেন মহিলা

গাজলডোবা পর্যটন : আকর্ষণীয় করতে মাস্টারপ্ল্যান তৈরি রাজ্যের

প্রতিবেদন : উত্তরবঙ্গের দ্রুত জনপ্রিয় হয়ে ওঠা পর্যটন কেন্দ্র গাজলডোবার দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়নের রূপরেখা ঠিক করতে ব্যাপক ভূমি-ব্যবহারের পরিকল্পনা নিল রাজ্য সরকার। গাজলডোবা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ ইতিমধ্যেই বিশেষজ্ঞ সংস্থার সাহায্য চেয়ে আবেদন করেছে। ২২টি মৌজায় বিস্তৃত প্রায় ৬০ বর্গকিলোমিটার এলাকার বর্তমান ভূমি-ব্যবহার চিহ্নিত করা, স্থানীয় পরিস্থিতির সমীক্ষা করা এবং ভবিষ্যতের জন্য একটি উন্নয়ন নিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনা তৈরি করাই তাদের লক্ষ্য।

পর্যটকদের কাছে গাজলডোবা আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে। তার নেপথ্যে রয়েছে তিস্তা নদীর মোহনা, বনাঞ্চল ও চায়ের বাগানঘেরা প্রাকৃতিক পরিবেশ। একইসঙ্গে অঞ্চলটি পরিবেশগত দিক থেকেও অত্যন্ত সংবেদনশীল। ফলে নির্মাণকাজ বৃদ্ধি পাওয়ার

আগেই একটি বিস্তৃত মাস্টারপ্ল্যান তৈরি করা প্রয়োজন। পরিকল্পনায় থাকবে ডিজিটাইজড ক্যাডাস্ট্রাল ম্যাপ, প্রতিটি প্লটের ভূমি-ব্যবহার সংক্রান্ত তথ্য, সামাজিক-অর্থনৈতিক সমীক্ষা এবং জলাভূমি, বন্যাপ্রবণ এলাকা থেকে শুরু করে হাতির চলাচলের পথ ইত্যাদি প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যের মূল্যায়ন। গাজলডোবা পাখিবিতান হিসেবে পরিচিত হওয়ায় পরিকল্পনা তৈরির সময়ে পরিযায়ী পাখির আবাসস্থলগুলিকেও গুরুত্ব দিতে বলা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট মৌজা তালিকায় গাজলডোবা মৌজার প্রায় ৯০ একর জমিকে শীতকালে পরিযায়ী পাখির জন্য সংরক্ষিত অঞ্চল হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

পাশাপাশি, সাওগাঁওয়ের মতো পার্শ্ববর্তী মৌজাগুলিতে বিস্তীর্ণ জমির চরিত্র ভিন্ন। সাওগাঁওয়ে প্রায় ২,৪৭৯ একর জমির মধ্যে একটি অংশ সেনাবাহিনীর কম্পোজিট এয়ারবেস হিসেবে চিহ্নিত— যা ভবিষ্যৎ উন্নয়ন পরিকল্পনায় বিশেষভাবে বিবেচ্য হবে বলে জানিয়েছে কর্তৃপক্ষ। স্থানীয় জনজীবন, নিরাপত্তা এবং পর্যটনের চাহিদার কথা মাথায় রেখেই এগোতে চাইছে তারা।

রাজ্যের প্রচারের পর থেকেই গাজলডোবা বিকল্প পর্যটন কেন্দ্র হিসেবে দ্রুত জনপ্রিয়তা পেয়েছে। রাস্তাঘাট উন্নয়ন, হোমস্টে বৃদ্ধির পাশাপাশি জলাধার সংলগ্ন প্রস্তাবিত বিনোদন জ়োন পর্যটকদের টেনে আনছে। তাই এখনই সীমাহীন নির্মাণকাজের বদলে সুপরিকল্পিত পরিকাঠামো এবং পরিবেশ-সম্মত উন্নয়ন নিশ্চিত করতেই এই উদ্যোগ। পরিকল্পনা চূড়ান্ত হওয়ার পর বিজ্ঞপ্তি জারি হলে গাজলডোবার ভবিষ্যৎ উন্নয়ন এবং অর্থনৈতিক কার্যকলাপ এই নতুন ভূমি-ব্যবহার ও ডেভেলপমেন্ট কন্ট্রোল প্ল্যানের আওতায় পরিচালিত হবে, যা আগামী বছরগুলিতে এই উদীয়মান পর্যটন কেন্দ্রের গতিপথ নির্ধারণ করবে।

ব্রাত্যর বিরুদ্ধে বানানো কুৎসা, জবাব উপাচার্যর

প্রতিবেদন : শিক্ষা দফতর, শিক্ষামন্ত্রী ও সর্বোপরি রাজ্য সরকারকে বদনাম করার জন্য এবার এআই-কে ব্যবহার করা হল কুৎসিত ভাবে। একটি অডিও ক্লিপ ভাইরাল হয়েছে, যাতে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য চিরঞ্জীব ভট্টাচার্য এবং সেখানকার ইরেজির অধ্যাপক মনোজিৎ মণ্ডলের কথোপকথন রয়েছে। সেখানেই শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুর নাম নিয়ে অনৈতিক কিছু বিষয় রয়েছে। যা সম্পূর্ণ মিথ্যা। শুধুমাত্র কুৎসা করার জন্য এআই দিয়ে উপাচার্যর গলা নকল করা হয়েছে। আর তাঁর মুখ দিয়েই আপত্তিজনক কথাবার্তা বলানো হয়েছে। যাতে শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুকে কালিমালিপ্ত করা যায়। সবথেকে বড় কথা, এই অডিও ক্লিপ ভাইরাল করেছেন অধ্যাপক মনোজিৎ মণ্ডল নিজেই। এই ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। উপচার্য চিরঞ্জীব ভট্টাচার্য স্পষ্ট জনিয়েছেন, এই ঘটনায় তিনি স্তম্ভিত। তাঁর বক্তব্য, এটি এআই টেকনোলজি ব্যবহার করে তাঁর গলা নকল করা হয়েছে। উপাচার্যের কথায়, আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স-এর সাহায্যে এই অডিও ক্লিপটি তৈরি হয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাবমূর্তি নষ্ট করার উদ্দেশ্যে। কেননা, ওই অডিও ক্লিপে যে কথোপকথন শোনা যাচ্ছে, আমি কোনওদিন সেই বিষয়ে বা তার অনুরূপ কোনও বিষয়েও কারও সঙ্গে ফোনে বা প্রকাশ্যে কোনও কথা বলিনি। আমার স্বর যন্ত্রবত যান্ত্রিক উপায়ে নকল করে সম্পূর্ণ অসৎ উদ্দেশ্যে এই কাজ করা হয়েছে— যাতে মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী এবং আমার একটি কাল্পনিক বিরোধ জনসমক্ষে হাজির করা যায়। এই কাজ রাজ্যের শিক্ষা দফতর এবং বিশ্ববিদ্যালয়— উভয়ের পক্ষেই সম্মানহানিকর এবং অত্যন্ত বিপজ্জনক। আমি ইতিমধ্যেই (৩ তারিখ যাদবপুর থানা ও সাইবার নিরাপত্তা দফতরে, ৪ তারিখ ইউটিউব চ্যানেলের বিরুদ্ধে ডিসি সাইবারে, ৫ ডিসেম্বর জয়েন্ট সিপি ক্রাইমের কাছে) ঘটনার বিরুদ্ধে সাইবার ক্রাইম বিভাগে অভিযোগ দায়ের করেছি। কারা এর পিছনে জড়িত আছে, কারা ঠিক কোন উপায়ে এবং স্বার্থে এই জঘন্য মিথ্যা প্রচার চালাচ্ছেন, তার পূর্ণাঙ্গ তদন্ত চেয়েছি এবং তার পরে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়ার আর্জি জানিয়েছি প্রশাসনের কাছে। ফেক বা মিথ্যা খবরের যে ভয়াবহ কুপ্রভাব আমাদের সমাজে এখন ছড়িয়ে পড়ছে এই ঘটনায় তা আবার সামনে এল।

উপাচার্যের বক্তব্য, দীর্ঘ সময় বাদে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে স্থায়ী উপাচার্য পেয়েছে। আমরা সবাই মিলে বিশ্ববিদ্যালয়ের নানা পড়ে-থাকা কাজ শেষ করার চেষ্টা করছি, বিশ্ববিদ্যালয়ের সব অংশের মানুষ মিলে অগ্রগতির নতুন রাস্তা গড়ার চেষ্টা চালাচ্ছি। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, আমি কাজে যোগ দেওয়ার এক মাসের মধ্যেই একটি স্বার্থান্বেষী অংশ এইভাবে বিশ্ববিদ্যালয় এবং রাজ্য সরকারকে বিপাকে ফেলার কাজে অত্যুৎসাহী হয়ে উঠেছে।

খসড়া তালিকায় মৃত ভোটার নিশ্চিত করতে মেলান সরকারি তথ্য

প্রতিবেদন : খসড়া ভোটার তালিকায় মৃত ভোটার নিশ্চিত করতে বিভিন্ন সরকারি ও আধা-সরকারি উৎস থেকে তথ্য মিলিয়ে দেখা বাধ্যতামূলক করল নির্বাচন কমিশন। সেই অনুযায়ী গ্রাম পঞ্চায়েত ও পুরসভায় নথিভুক্ত মৃত্যুর তথ্য প্রথমেই যাচাই করতে হবে। পাশাপাশি এলআইসি, ব্যাঙ্ক ও কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কে রেকর্ড থাকা মৃত গ্রাহকদের তথ্যও খতিয়ে দেখতে বলা হয়েছে। শুক্রবার ১২টি রাজ্য ও

ইআরওদের নির্দেশ

কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠকে এই মর্মে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কমিশন জানিয়েছে, সরকারি প্রকল্পের ডাটাবেস— যেমন সমব্যথী, বার্ধক্যভাতা, কৃষকবন্ধু-সহ নানা স্কিমে মৃত্যু সংক্রান্ত তথ্যও মিলিয়ে দেখা হবে। খাদ্য দফতরে রেশন কার্ড বাতিল সংক্রান্ত তথ্য, শ্মশান-কবরস্থানের রেকর্ড, পারিবারিক পেনশনের নথি প্রভৃতি থেকে তথ্যসংগ্রহ করতে হবে সংশ্লিষ্ট ইআরওদের। এই সব তথ্য একত্রিত করে মৃতদের তালিকা তৈরি করতে হবে। কমিশন ও রাজ্য প্রশাসন দু'পক্ষেরই লক্ষ্য—ভোটার তালিকাকে যথাসম্ভব নির্ভুল, স্বচ্ছ ও আধুনিক ডাটাবেসে রূপান্তরিত করা।

তালিকা প্রকাশ

প্রতিবেদন : আদালতের নির্দেশে গ্রুপ সি ও ডি-এর অযোগ্যদের তালিকা প্রকাশ করল এসএসসি। ৩৫১২ জন অযোগ্যদের তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে। এসএসসির অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে সংশ্লিষ্ট চাকরিপ্রার্থীর রোল নম্বর, কোন পদের জন্য তাঁরা আবেদন করেছিলেন, তাঁদের অভিভাবকের নাম ও জন্মতারিখ উল্লেখ করে পূর্ণাঙ্গ তালিকা প্রকাশ করা হয় এদিন।

■ গান্ধীমূর্তির নিচে তৃণমূলের সংহতি দিবসের সভার প্রস্তুতিতে সন্দীপ বক্সি, বৈশ্বানর চট্টোপাধ্যায়, তৃণাঙ্কুর ভট্টাচার্য, সার্থক বন্দ্যোপাধ্যায়-সহ দলীয় নেতৃত্ব।

ইচ্ছাকৃতভাবে কারিগরি জটিলতা উম্মিদ পোর্টালে

ওয়াকফ সম্পত্তি : সংখ্যালঘুদের বঞ্চিত করার পরিকল্পনা কেন্দ্রের

প্রতিবেদন : ইচ্ছাকৃতভাবেই কারিগরি জটিলতা তৈরি করে সংখ্যালঘুদের বঞ্চিত করার কৌশল রচনা করেছে কেন্দ্র। 'উম্মিদ' পোর্টালে সমস্ত ওয়াকফ সম্পত্তির রেকর্ড আপলোড করতে অতিরিক্ত সময় ব্যয় করতে হচ্ছে। বিলম্বের কারণ দর্শিয়ে বারবার আবেদন করা সত্ত্বেও কোনও সাড়া মেলেনি কেন্দ্রের। শুধু বাংলা নয়, ডাবল ইঞ্জিন উত্তরপ্রদেশ-সহ কর্নাটক এবং তামিলনাড়ুর মতো রাজ্যও রয়েছে পিছিয়ে। ১০ থেকে ৩৫ শতাংশ সম্পত্তি পোর্টালে নিবন্ধিত হয়েছে মাত্র। তারপরও কেন্দ্র নীরব।

রাজ্য ওয়াকফ বোর্ড জানিয়েছে, মোট ৮০ হাজার ৪৮০টি ওয়াকফ সম্পত্তির মধ্যে ডিজিটালি নিবন্ধিত হয়েছে মাত্র ১২ শতাংশ। মুতাওয়াল্লিদের বহুজনই কারিগরি দিক থেকে অভিজ্ঞ নন, ইংরেজি ভাষাজ্ঞানও কম। সেই কারণেই ডিজিটাইজেশন প্রক্রিয়া এগোচ্ছে ধীর গতিতে। পাশাপাশি জমি পরিমাপের ইউনিট নিয়েও রয়েছে বিভ্রান্তি। বাংলায় এক বিঘার মাপ আর বিহার বা উত্তরপ্রদেশে পরিমাপ সম্পূর্ণ আলাদা। ফলে জমির সুনির্দিষ্ট হিসেব ডিজিটাইজ করতে প্রশাসনকে অতিরিক্ত সময় ব্যয় করতে হচ্ছে। রাজ্যের তরফে এ ব্যাপারে একাধিকবার কেন্দ্রের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলেও মোদি সরকারের হেলদোল নেই। এর ফলে প্রশ্নের মুখে সংখ্যালঘুদের ধর্মীয় সম্পত্তির নিরাপত্তা।

প্রসঙ্গত, সারা দেশে ছড়িয়ে থাকা প্রায় ৮.৮ লক্ষ ওয়াকফ সম্পত্তির সম্পূর্ণ ডিজিটাল রেকর্ড তৈরির লক্ষ্যে কেন্দ্র ৬ জুন চালু করেছিল 'উম্মিদ' পোর্টাল। কিন্তু প্রক্রিয়া শুরু হওয়ার পরেও কারিগরি জটিলতায় বহু রাজ্যে গতি বাড়েনি। পশ্চিমবঙ্গে পরে পোর্টালে আপলোডের কাজ শুরু হয়েছে। তারপর কারিগরি সমস্যা লেগেই রয়েছে।

ফের নতিস্বীকার, সার-সীমা বাড়ানোর ইঙ্গিত কমিশনের

প্রতিবেদন : তৃণমূল কংগ্রেসের দাবি মান্যতা পেয়েছে। এসআইআর-এর সময়সীমা বাড়াতে বাধ্য হয়েছে কমিশন। তৃণমূল জানিয়েছিল দু'বছরের কাজ দু'মাসে করা যায় না। এখন তা হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছে কমিশন। এখন এসআইআর প্রক্রিয়ার সময়সীমা আরও বাড়াতে হতে পারে বলে মনে করছে নির্বাচন কমিশনই। শুক্রবার ১২টি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকদের নিয়ে পর্যালোচনা বৈঠকে এই ইঙ্গিত দিয়েছেন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার।

কমিশন জানিয়েছে, যদি কোথাও এসআইআর-এর কাজ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে শেষ করা সম্ভব না হয়, তাহলে সময়সীমা বাড়ানো যাবে। সেক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট রাজ্যের সিইও দফতরকে আনুষ্ঠানিক সুপারিশ পাঠাতে হবে। সেই সুপারিশ খতিয়ে দেখে কমিশন চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবে। যদিও রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক মনোজ কুমার আগরওয়াল ভোটমুখী বাংলায় এসআইআরের সময়সীমা আর বাড়ানোর পক্ষপাতী নন। কমিশনকে সে-কথা স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন তিনি।

এদিকে রাজ্যে এসআইআর প্রক্রিয়া চলাকালীন যেসব বিএলও-র মৃত্যু হয়েছে, তাঁদের পরিবারের ক্ষতিপূরণ দেওয়ার বিষয়টি সক্রিয়ভাবে বিবেচনা করছে নির্বাচন কমিশন। মৃত বিএলওদের ময়নাতদন্তের রিপোর্ট পাওয়ার পর ঘটনাগুলি পৃথকভাবে পর্যালোচনা করে ক্ষতিপূরণের প্রক্রিয়া শুরু হতে পারে। রাজ্যের বিএলওদের বকেয়া পারশ্রমিকেরও আংশিক নিষ্পত্তি হতে চলেছে আগামী সপ্তাহে।

সম্পাদকীয়

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল
6 December, 2025 • Saturday • Page 4 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

সোনালি ফিরলেন

অবশেষে দেশে ফিরলেন সোনালি বিবি ও তাঁর সন্তান। দীর্ঘ ১৬২ দিন কখনও বাংলাদেশের জেলে, কখনও পুলিশি পাহারায় দিন কেটেছে সোনালি ও তাঁর সন্তানের। বাংলায় কথা বলার অপরাধে পরিযায়ী শ্রমিক সোনালিকে অসমের সীমান্ত দিয়ে বাংলাদেশে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল। কোন কারণে তাঁকে বিদেশি বলা হয়েছিল? বিএসএফ বা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের কাছে তার কোনও নির্দিষ্ট জবাব নেই। একবারের জন্যেও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ করার প্রয়োজন বোধ করেনি তারা। বাংলা ও বাঙালির প্রতি প্রবল প্রতিহিংসার কারণ থেকেই এই পদক্ষেপ করা হয়েছে। বিজেপি রাজ্যগুলিতে বাংলার বাসিন্দাদের হেনস্থা করা হচ্ছে, মারধর করা হচ্ছে, এমনকী খুন করা হচ্ছে। মোদি-শাহর বিজেপির এটাই স্ট্র্যাটেজি। বাংলাকে রাজনীতিতে হারাতে না পেরে তার কোমর ভেঙে দেওয়ার চেষ্টা। কখনও রবীন্দ্রনাথ, কখনও বঙ্কিমচন্দ্র আবার কখনও বিদ্যাসাগরকে অপমান করে চলেছে এই সব পরিযায়ী রাজনীতিকরা। বাংলাদেশ সরকার বলছে, সোনালি বিবি বাংলাদেশি নন। অমিত শাহর স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক বলছে, সোনালি বিবি ভারতবাসী নন। দেশের ভোটার তালিকা থেকে শুরু করে সমস্ত তথ্য-প্রমাণ বলছে সোনালির বাবা-মা শুধু ভারতীয় নন, ২০০২ সালে ভোটার তালিকায় তাঁদের নামও জ্বলজ্বল করছে। তাহলে? সুপ্রিম কোর্ট সোনালি ও তাঁর সন্তানকে দ্রুত ফিরিয়ে আনতে দু'বার নির্দেশ দিয়েছে। তারপরেও উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। সামিরুল ইসলাম ফের সুপ্রিম কোর্টে না গেলে সোনালির দেশে ফেরা হত না। বাংলা ও বাঙালি কেন্দ্রের এই অসভ্য, সাম্প্রদায়িক, সংকীর্ণ রাজনীতি ৬ মাস ধরে দেখেছেন। চার মাস পরে ভোটে জবাব দেবেন।

e-mail থেকে চিঠি

আকাশে উড়ান-সংকট, দায়ী মোদি সরকার

মিডিয়ার একাংশ প্রকাশ করতে অনিচ্ছুক। কিন্তু সত্যিটা এটাই যে সাম্প্রতিক কালে ইন্ডিগোর কারণে বিমান পরিষেবার ক্ষেত্রে যে বিপর্যয় সৃষ্টি হল, তার মূলেও মোদি সরকার। গতবছর কেন্দ্রের অসামরিক বিমান পরিবহণ নিয়ন্ত্রক সংস্থা ডিজিসিএ পাইলট এবং বিমানকর্মীদের কাজের নির্দিষ্ট সময় সময় বেঁধে দিয়েছিল। প্রকাশ করা হয় নতুন শ্রম বিধি 'ফ্লাইট ডিউটি টাইম লিমিটেশনস'। সেইসময় ইন্ডিগো ও অন্যান্য বেসরকারি বিমান সংস্থাগুলির আপত্তিতেই তা চালু করা যায়নি। এই নভেম্বর মাসে ওই নিয়ম লাগু হতেই ধাক্কা খায় উড়ান পরিষেবা। বিমান সংস্থাগুলির পাল্টা চাপে শেষ পর্যন্ত পিছু হটে মোদি সরকার। বাতিল করা হয়েছে বিমানকর্মীদের বিশ্রাম সংক্রান্ত আগের বিধি। 'ফ্লাইট ডিউটি টাইম লিমিটেশনস' বিধিতে আগে বলা হয়েছিল, পাইলটরা ছুটি নিলেও প্রতি সপ্তাহে তাঁদের ৪৮ ঘণ্টার বিশ্রাম দেওয়া বাধ্যতামূলক। ইন্ডিগোর ফ্লাইট ক্রু ঘাটতিতে সারা দেশে বিমান বিপর্যয়ে ডিজিসিএ নতুন নিয়ম ফিরিয়ে নেওয়ায় আবার পাইলটদের ওই ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা হচ্ছে। এই বিপর্যয়ের জন্য ইন্ডিগো কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, বিষয়টি খতিয়ে দেখে দ্রুত সমস্যা সমাধান করার চেষ্টা করা হচ্ছে। এখনও পর্যন্ত কলকাতা বিমানবন্দরে ইন্ডিগোর ৯২টি, বেঙ্গালুরু বিমানবন্দরে ১০২টি, মুম্বইয়ে ১০৪টি ফ্লাইট বাতিল করা হয়েছে। থুথু ফেলে থুথু চাটতে হচ্ছে মোদি সরকারকে। তবু এদের লজ্জা নেই?

— রূপা মজুমদার
ঝামাপুকুর লেন, কলকাতা

■ চিঠি এবং উত্তর-সম্পাদকীয় আপনিও পাঠাতে পারেন :
jagabangla@gmail.com / editorial@jagobangla.in

সেবাশ্রয় এক স্বপ্নের নাম

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সেই মানবসেবার আদর্শ ও অনুপ্রেরণাকে পাথেয় করেই চলতি বছরে বাংলার ডায়মন্ড হারবারে তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক এবং সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় শুরু করেছিলেন সেবাশ্রয় প্রকল্প। লিখছেন অধ্যাপক

শ্যামলকুমার দরিপা

আজ থেকে অনেক বছর বাদে যখন একবিংশ শতকের বাংলার রাজনৈতিক এবং সমাজনৈতিক ইতিহাস লেখা হবে, তখন মানুষ একটা কথা নির্দ্বিধায় স্বীকার করে নেবে। সেইটি হল, তৃণমূল কংগ্রেস এবং মাননবদরদি, জনমুখী সরকার— এই কথাগুলো সমার্থক। ২০১১ সালে তৃণমূল কংগ্রেস বাংলায় ক্ষমতায় আসার পর থেকে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুপ্রেরণা এবং উদ্যোগে অজস্র জনমুখী পরিষেবায় উপকৃত হয়েছেন সমগ্র বাংলার মানুষ। কন্যাশ্রী, যুবশ্রী, রূপশ্রী, স্বামী বিবেকানন্দ যুব স্কলারশিপ, লক্ষ্মীর ভাণ্ডার প্রভৃতি অনেকগুলি ওয়েলফেলার স্কিমের আওতায় সমগ্র বাংলার মানুষকে এনে তাদের মুখে অন্ন তুলে দিয়েছে মা-মাটি-মানুষের সরকার। মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রীর এই সমস্ত জনমুখী যোজনার স্বীকৃতি শুধু দেশের নানা প্রান্তেই নয়, মিলেছে বিদেশেও। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সেই মানবসেবার আদর্শ ও অনুপ্রেরণাকে পাথেয় করেই চলতি বছরে বাংলার ডায়মন্ড হারবারে তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক এবং মাননীয় সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় শুরু করেছিলেন সেবাশ্রয় প্রকল্প। অভিষেকের দূরদর্শী নেতৃত্ব ও উদ্যোগে এই বছরের ২ জানুয়ারি থেকে ডায়মন্ড হারবারে যাত্রা শুরু হয়েছিল 'সেবাশ্রয়'-এর। একটানা আড়াই মাস ধরে এক-একটি বিধানসভা কেন্দ্র ধরে বাংলার আপামর জনসাধারণকে পরিষেবা পৌঁছে দেওয়া হয়েছিল। চোখ, কান, হার্ট, রক্তচাপ, ডায়াবেটিস থেকে শুরু করে ক্যানসার— বিভিন্ন ধরনের অসুস্থতায় বিনামূল্যে চিকিৎসা পরিষেবা পেয়েছিলেন মানুষ। এলাকাবাসীরা তো বটেই, রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকেও বহু মানুষ এই শিবিরগুলিতে এসে সুষ্ঠু পরিষেবা পেয়েছিলেন। 'সেবাশ্রয় ১'-এর অভূতপূর্ব সাফল্য ও সাড়াতে উদ্বুদ্ধ হয়ে সেনাপতি অভিষেক ৭ নভেম্বর তাঁর জন্মদিনে ঘোষণা করেন 'সেবাশ্রয় ২'- এর বিস্তারিত সূচি। ১ ডিসেম্বর ২০২৫ থেকে ৩০ জানুয়ারি ২০২৬ অবধি চলবে 'সেবাশ্রয় ২'।

প্রথমবারের সেবাশ্রয়ে বাংলার অন্ততপক্ষে চোদ্দ লক্ষ মানুষ স্বাস্থ্য পরিষেবা পেয়ে উপকৃত হয়েছেন। কিন্তু একবারের সাফল্যকে মূলধন করে ফলাও করে প্রচার করা কোনওদিনই তৃণমূল কংগ্রেসের স্বভাব বা লক্ষ্য ছিল না। তাই দ্বিতীয়বারের জন্য বৃহত্তর পরিকল্পনা নিয়ে আরও বড় পরিসরে জনগণের কাছে সেবাশ্র য় প্রকল্পের পরিষেবা পৌঁছে দিতে তৎপর হয়েছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। সেবাশ্রয়ের সাফল্য এবং ব্যাপ্তি কতদূর পর্যন্ত প্রসারিত তার একটা অনন্য নজির হল এই ক'দিন আগেই ডিসেম্বরে পাণ্ডবেশ্বরের বৈদ্যনাথপুরে ডিভিসি মোড় সংলগ্ন একটি স্থানে আয়োজিত 'বিধায়ক সেবা' কর্মসূচি।

বাংলার ইতিহাসে সবচেয়ে জনদরদি মুখ্যমন্ত্রী মাননীয়া মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্বপ্নের প্রকল্প 'সেবাশ্রয়'-এর অনুকরণে 'বিধায়ক সেবা' কর্মসূচি পালিত হয়, এবং সেই কর্মসূচিতে দুর্গাপুরের বেসরকারি মিশন হাসপাতাল ও একটি চক্ষু হাসপাতালের চিকিৎসকেরা উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া প্রায় ১০০০ জন অসুস্থ মানুষ 'বিধায়ক সেবা' কেন্দ্রে চিকিৎসা পরিষেবা পেতে আসেন। শিবিরে আসা অনেকেই এক্স-রে, ইসিজি, রক্ত পরীক্ষা করান। বিভিন্ন রোগের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকেরা রোগীদের চিকিৎসা করেন।

সাম্প্রতিক অতীতে আমরা দেখেছি, ভোটবাক্সের রাজনীতি করা যে বিরোধী দল মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূল সরকারের সমস্ত জনমুখী প্রকল্পের সমালোচনা করেছে, তারা এবং দেশের বিভিন্ন রাজ্যের অন্যান্য রাজনৈতিক দল— প্রত্যেকেই আদতে তৃণমূল কংগ্রেসের জনমুখী প্রকল্পগুলির অনুকরণে তাদের শাসিত রাজ্যে নানান পরিষেবা চালু করেছেন। অর্থাৎ, মমতা-অভিষেকের বাংলা আজও গোটা দেশকে পথ দেখাচ্ছে, দিশা দেখাচ্ছে। শুধু ভারতবর্ষে নয়, মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ওয়েলফেয়ার স্কিমগুলির জনপ্রিয়তা আজ সারা পৃথিবীতে সমাদৃত এবং সুবিদিত, একথা আমাদের অজানা নয়। অক্সফোর্ড, এডিনবরা থেকে লন্ডন স্কুল অফ ইকোনমিক্স— পৃথিবীর সমস্ত প্রথিতযশা বিদ্যোৎসাহী প্রতিষ্ঠানই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জনমুখী প্রকল্পসমূহের ভূয়সী প্রশংসা করেছে। একইভাবে এ-ও বলার অপেক্ষা রাখে না যে, বাংলার আগামী প্রজন্ম যার দক্ষ হাতে নিরাপদ, সে-ই সেনাপতি, বাংলার জননেতা মাননীয় অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সেবাশ্রয় প্রকল্পের অনুকরণেও গোটা দেশে এবং অতঃপর বিদেশেও নানা জনমুখী প্রকল্প অচিরেই চালু হবে।

এই প্রকল্পের সূত্র ধরে কয়েকটা কথা না বললেই নয়। মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রীর পদাঙ্ক অনুসরণ করে মাননীয় অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় যে অন্তহীন সদিচ্ছা এবং অসীম দক্ষতার সঙ্গে প্রকল্পটির পরিচালনা করেছেন এবং করবেন, তা নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়। জননেতা হিসেবে অভিষেক ইতিমধ্যেই পরীক্ষিত। কিন্তু তার চেয়ে ঢের বেশি যে কথাটি ভাববার, তা হল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ছাড়া ভারতবর্ষের আর কোনও জননেতা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো বাংলা তথা দেশের সাধারণ মানুষের মতো কল্যাণসাধনের জন্য তৎপর হননি। এত বিশাল স্তরে এত অগণিত মানুষের সমস্যার ধরন বোঝা এবং সেই সমস্যার সমাধানে আন্তরিকভাবে তৎপর হয়ে একটি পরিণামদর্শী প্রকল্প আরম্ভ করা এবং শেষ অবধি প্রয়োজনীয় রাজনৈতিক এবং সাংগঠনিক দক্ষতার সঙ্গে এই বিরাট কর্মযজ্ঞকে একাধিকবার সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করার মধ্য দিয়ে অভিষেক যে বিরাট নজির স্থাপন করলেন, তা মানুষ মনে রাখবে। সেবাশ্রয়ের পরবর্তী এবং আগামী সমস্ত সংস্করণেকে ঘিরে তাই বাংলার মানুষের মনে থাকবে অনাবিল প্রসন্নতা, অব্যাহত থাকবে জনমুখী তৃণমূল সরকারের জয়যাত্রা!

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

খাল থেকে উদ্ধার হল নিখোঁজ যুবকের দেহ। নাম সঞ্জিত পোড়েল (৩০)। ঘটনায় চাঞ্চল্য নরেন্দ্রপুর থানার দাশপাড়ায়। তদন্তে নেমেছে পুলিশ

এবার বারুইপুরে এসআইআর মৃত্যু, ডেবরায় অসুস্থ বিএলও

প্রতিবেদন : এসআইআর আবহে রাজ্যে মৃত্যু অব্যাহত। এবার বারুইপুরে এনুমারেশন ফর্ম জেরক্স করতে গিয়ে দীর্ঘক্ষণ লাইনে দাঁড়িয়ে মৃত্যু হল এক বৃদ্ধের। প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে, হৃদরোগে আক্রান্ত হয়েই মৃত্যু হয়েছে তাঁর। তবে ময়নাতদন্তের রিপোর্ট এলে মৃত্যুর কারণ স্পষ্ট হবে। অন্যদিকে, পশ্চিম মেদিনীপুরের ডেবরায় অতিরিক্ত কাজের চাপে ফের অসুস্থ এক বিএলও। হাসপাতালে চিকিৎসাধীন বিএলওকে দেখতে যান ডেবরার তৃণমূল বিধায়ক।

এসআইআরের ফর্ম পূরণের পর তা জেরক্স করে রেখে দিতে চেয়েছিলেন দক্ষিণ ২৪ পরগনার বারুইপুর থানার মল্লিকপুরের বাসিন্দা প্রদীপকুমার দাস (৬১)। সেইমতো শুক্রবার সকালে উত্তর কাজীপাড়া এলাকার একটি জেরক্সের দোকানে গিয়ে লাইনে দাঁড়ান তিনি। কিন্তু কিছুক্ষণ দাঁড়ানোর পরই প্রদীপবাবু হঠাৎ মাথা ঘুরে পড়ে মাটিতে পড়ে যান। খবর পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে ঘটনাস্থলে ছুটে যায় বারুইপুর থানার পুলিশ। স্থানীয়দের সাহায্যে বৃদ্ধকে দ্রুত বারুইপুর মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। হার্ট অ্যাটাকে মৃত্যু বলে অনুমান। দেহ পাঠানো হয়েছে ময়নাতদন্তে। অন্যদিকে, ডেবরায় এসআইআরের পাহাড়প্রমাণ কাজের চাপে শুক্রবার গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েছেন ডেবরা ৫/১ গ্রাম পঞ্চায়েতের ৯৫ নং কুলগেড়িয়া বুথের বিএলও অরূপকুমার মাইতি। পরিবার সূত্রে খবর, এসআইআরের কাজের চাপেই কয়েকদিন ধরেই মানসিক চাপ বাড়ছিল। শুক্রবার সারাদিন কাজের পর বিকেলে হঠাৎই অসুস্থ হয়ে পড়েন তিনি। তড়িঘড়ি তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয় ডেবরা সুপার স্পেশ্যালিটি হাসপাতালে। খবর পেয়ে হাসপাতালে যান ডেবরার বিধায়ক ড. হুমায়ুন কবীর। কথা বলেন অসুস্থ বিএলও-র সঙ্গেও।

মুখ্যমন্ত্রীর উদ্যোগে নতুন রূপে বিদ্যাসাগর সদন

■ বিদ্যাসাগর সংস্কৃতি সদনে চলছে শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি।

সংবাদদাতা, হুগলি : স্বাস্থ্য হোক কিংবা শিক্ষা অথবা বিনোদন, সবেতেই দরাজ হস্তে উন্নয়ন করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এবারও তেমনই এক উপহার পেতে চলেছে হুগলি জেলার চণ্ডীতলার মানুষ। চণ্ডীতলায় উদ্বোধন হতে চলেছে বিদ্যাসাগর সংস্কৃতি সদন। শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত ৫০০ আসন বিশিষ্ট অডিটোরিয়ামটি মুখ্যমন্ত্রীর উদ্যোগে আর হুগলি জেলা পরিষদের মেন্টর সুবীর মুখোপাধ্যায়ের তত্বাবধানে নতুন করে সেজে উঠছে। এই বিষয়ে হুগলি জেলা পরিষদের মেন্টর সুবীর মুখোপাধ্যায় বলেন, মুখ্যমন্ত্রী প্রায় দুই কোটি টাকা ব্যয়ে এই অডিটোরিয়াম উপহার দিচ্ছেন। নতুন করে সাজিয়ে তোলা হচ্ছে এই অডিটোরিয়ামকে। এখানে ৫০০ মানুষ একসাথে বসে অনুষ্ঠান উপভোগ করতে পারবে। আমাদের রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সব সময় রাজ্যের মানুষের জন্য কাজ করে চলেছেন। আর এবার তিনি চণ্ডীতলা বিধানসভা এলাকার মানুষের জন্য বিশেষভাবে ভেবে এই উদ্যোগ নিয়েছেন। এতে মানুষের অনেক সুবিধা হবে আগামী দিনগুলোতে।

ক্যাভিয়েট দাখিল পর্ষদের

প্রতিবেদন : কলকাতা হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চের রায়ে বহাল থাকছে ৩২ হাজার প্রাথমিক শিক্ষকের নিয়োগ। হাইকোর্টের এই রায়ের পরে রাজ্যে অশান্তি তৈরির লক্ষ্যে সচেষ্ট হয়েছে বিজেপি এবং বামেরা। তারা আবার চাকরিপ্রার্থীদের একাংশের নামে সুপ্রিম কোর্টে মামলা করে কলকাতা হাইকোর্টের রায়কে চ্যালেঞ্জ জানানোর ষড়যন্ত্র করেছে। চক্রান্তের আভাস পেয়ে শুক্রবারই সুপ্রিম কোর্টে ক্যাভিয়েট দাখিল করল প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ। প্রাথমিকে শিক্ষক নিয়োগে হাইকোর্টের রায়কে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে সুপ্রিম কোর্টে কোনও মামলা দায়ের করা হলে পর্ষদের বক্তব্য না শুনে কোনও রায় দিতে পারবে না শীর্ষ আদালত।

বিজেপি আশ্রিত দুষ্কৃতীদের মারে গুরুতর জখম তৃণমূল উপপ্রধান হাসপাতালে

সংবাদদাতা, হাওড়া : রাজনৈতিক ময়দানে লড়াই করতে না পেরে ব্যক্তিগত ভাবে আক্রমণ করছে বিজেপি। উদয়নারায়ণপুরের কানপুর পঞ্চায়েতের তৃণমূলের উপপ্রধান সুশোভন শেঠকে অমানুষের মতো মারধর করল বিজেপি আশ্রিত দুষ্কৃতীরা। শুক্রবার সন্ধ্যার এই ঘটনাকে ঘিরে এলাকায় তীব্র উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। গুরুতর জখম অবস্থায় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন সুশোভন। তাঁর বাইকটিও ভাঙচুর করে আগুন লাগিয়ে দেয় হামলাকারীরা। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, কানপুর পঞ্চায়েতের উপপ্রধান সুশোভন পঞ্চায়েতের কাজ শেষ করে বাইকে চেপে নিজের দোকানে যাচ্ছিলেন। সেইসময় কানপুরের মানিকুড়ার বিশ্বাসপাড়ায় বিজেপির একটি

পরিবর্তন যাত্রার নামে কর্মসূচি চলছিল। তার পাশ দিয়ে সুশোভন যাওয়ার সময় বিজেপির লোকেরা হঠাৎই তাঁর বাইক আটকায়। এরপর আচমকাই তাঁর ওপর বেপরোয়া হামলা চালায়। সুশোভন প্রতিবাদ করতে গেলে তাঁকে মাটিতে ফেলে ব্যাপক মারধর করা হয় বলে অভিযোগ। তাঁর বাইকটিও ভাঙচুর করে পুড়িয়ে দেওয়া হয়। এই ঘটনা চাঞ্চুষ করে আশপাশের লোকজন ছুটে এসে সুশোভনক গুরুতর জখম অবস্থায় উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করেন। খবর পেয়ে বিশাল পুলিশ-বাহিনী এলাকায় পৌঁছয়। চলে আসেন স্থানীয় তৃণমূলের নেতা-কর্মীরা। উত্তপ্ত হয়ে ওঠে এলাকা। উদয়নারায়ণপুর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ও তৃণমূলের নেতা কল্যাণ গায়েন বলেন, বিজেপির কর্মসূচি থেকে পরিকল্পিতভাবে আমাদের দলের নেতা সুশোভনের ওপর হামলা চালানো হয়েছে। আমাদের কর্মীরা এরপরেও সংযত থেকেছে। নইলে আরও বড় গোলমাল হতে পারত। আমরা হামলাকারী বিজেপির লোকজনদের গ্রেফতার করে কঠোর শাস্তির দাবি জানাচ্ছি। এলাকার শান্তিশৃঙ্খলা বিঘ্ন করতেই বিজেপির এই হামলা। এর তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি আমরা। এলাকায় উত্তেজনা থাকায় পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।

শহরবাসীর সহযোগিতা চেয়ে বিশেষ আর্জি মহানাগরিকের

প্রতিবেদন : দিনের পর দিন রাস্তার ধারে বেওয়ারিশ গাড়ি। পড়ে থেকে থেকে ধুলো-ময়লার আঁতুড়ঘর হয়ে উঠেছে পরিত্যক্ত গাড়িগুলি। শহরের ছোটবড় রাস্তায় হামেশাই এই ছবি দেখা যায়। সেই গাড়িগুলিকে সরিয়ে রাস্তাঘাট ফাঁকা করতে বিশেষ পদক্ষেপ নিয়েছে কলকাতা পুরসভা। একইসঙ্গে শহরের

পরিচ্ছন্নতার স্বার্থে সকালে ২ ঘণ্টার জন্য রাস্তার ধারের পার্কিং তুলে নেওয়ার জন্যও ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। ইতিমধ্যেই লালবাজারকে সাহায্যের অনুরোধ জানিয়ে চিঠি পাঠানো হয়েছে পুরসভার তরফে। পুলিশ কমিশনার মনোজ ভার্মার সঙ্গে কথা বলেছেন মেয়র ফিরহাদ হাকিমও। শুক্রবার টক টু মেয়র শেষে এ-প্রসঙ্গে মহানাগরিক জানিয়েছেন, কমিশনারের সঙ্গে আমার কথা হয়েছে। প্রতিটি থানাকে নির্দেশ দেওয়া হবে। সকালবেলা রাস্তা পরিষ্কারে গিয়ে পুরকর্মীরা দীর্ঘদিন ধরে পার্ক করা পরিত্যক্ত গাড়ি দেখলেই সংশ্লিষ্ট থানাকে জানাবেন। থানা ব্যবস্থা নেবে। কারণ এটা জনস্বাস্থ্যের বিষয়। পরিত্যক্ত গাড়ির চাকার সামনে প্লাস্টিকের কাপ, মাটির ভাঁড় পড়ে থেকে জল জমে। সেখানে ডেঙ্গির মশা জন্মাতে পারে। তাই সকালবেলা মাত্র দু'ঘণ্টার জন্য রাস্তায় পার্ক করা গাড়ি সরিয়ে নিতে বলা হচ্ছে যাতে পুরকর্মীরা ভালভাবে রাস্তা পরিষ্কার করতে পারেন। শহরবাসীর কাছে এইটুকু সহযোগিতা আমি চাইছি, মানুষের সেবার জন্য। এখানে আমাদের কোনও ব্যক্তিগত স্বার্থ নেই।

■ বিজেপি ও নির্বাচন কমিশনের চক্রান্তের বিরুদ্ধে তৃণমূলের প্রতিবাদ মিছিল। জয়নগর ২ ব্লকের মোল্লারচক মোড় থেকে নিমপীঠ ব্লক অফিস পর্যন্ত বিধায়ক বিশ্বনাথ দাসের নেতৃত্বে হয় এই মিছিল।

হাতের মুঠোয় ডিম নিয়ে ওয়ার্ল্ড রেকর্ড বঙ্গ তনয়ের

সংবাদদাতা, বারাসাত: দুই হাতের মুঠোয় ডিম রেখে কুনুই না ভেঙে পাঞ্চ করতে হবে পাঞ্চিং প্যাডে। এক মিনিট সময়ের মধ্যে যে যত বেশি পাঞ্চ করতে পারবে সে হবে বিজয়ী। এই অসাধ্যকে সাধন করে গিনেস বুকস অফ ওয়ার্ল্ড রেকর্ডে নাম তুললেন বাংলার ছেলে। বাংলার সাফল্যের মুকুটে যুক্ত হল নতুন আরও একটি পালক। আর এই ক্ষেত্রে জয় এল পাকিস্তানকে হারিয়ে।

২৪ বছরের দিব্যজ্যোতি সরকার বারাসতের নবপল্লি লক্ষ্মীনারায়ণ পল্লির বাসিন্দা। পেশায় বিটেক ইলেট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার। চলতি বছরের ২৬ নভেম্বর এই পাঞ্চিং প্রতিযোগিতাটি হয় বারাসতে। সেখানেই সংস্থার পরীক্ষকদের সামনে পাকিস্তানের রেকর্ড ভেঙে নতুন রেকর্ড গড়ে

■ নজির গড়ার পর বারাসতের দিব্যজ্যোতি সরকার।

দিব্যজ্যোতি। 'মোস্ট ফুল এক্সটেনশন পাঞ্চেস ইন ওয়ান মাইনিউট হোয়াইল হোলডিং টু এগ' বিভাগের ফুল এক্সটেনশন পাঞ্চেসে ৩০২টি পাঞ্চের রেকর্ড ভেঙে ৩৩১টি পাঞ্চ করেন দিব্যজ্যোতি। নিজের অপ্রতিরোধ্য প্রতিভার মধ্যে দিয়ে নাম তুলে নেয় গিনেস বুকস অফ ওয়ার্ল্ড রেকর্ডে। দিব্যজ্যোতি জানায়, এই প্রতিযোগিতায় তাকে উৎসাহিত করেছে দাদা শুভ্রজ্যোতি সরকার। আগামী দিনে নিজের ৩৩১-এর রেকর্ডও তিনি ভাঙতে চান। ছেলের এই সাফল্যে খুশি তাঁর বাবা অধ্যাপক স্বপনচন্দ্র সরকার ও মা প্রাক্তন শিক্ষিকা গোপা সরকার।

যতদিন যাচ্ছে বাড়ছে যাত্রী-সংখ্যা। এই আগ্রহ দেখেই এসি লোকালের সংখ্যা বাড়াচ্ছে রেল। শিয়ালদহ-রানাঘাট রুটে ১৫০ শতাংশের বেশি টিকিট বিক্রি হয়েছে

সন্ধেবেলাতেও মিলবে সুফল বাংলা পরিষেবা

ডিমের দাম নিয়ন্ত্রণে বাজারে চলবে টাস্কফোর্সের নজরদারি

প্রতিবেদন : ডিমের দাম হঠাৎ ঊর্ধ্বমুখী হওয়ায় কড়া নজরদারির পথে হাঁটল রাজ্য। পরিস্থিতি মোকাবিলায় জরুরি বৈঠক ডেকে নজরদারি বাড়ানোর নির্দেশ দিল নবান্ন। শুক্রবার নবান্নে মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ, কৃষি বিপণন মন্ত্রী বেচারাম মান্না-সহ কৃষি, কৃষি বিপণন ও প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন দফতরের শীর্ষকর্তারা গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে বসেন। সেই বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয়, বাজারদর নিয়ন্ত্রণে প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন দফতর এবং বিশেষ টাস্ক ফোর্স যৌথভাবে নজরদারি চালাবে। কোনও অসাধু ব্যবসায়ী যাতে কৃত্রিম অভাব তৈরি করতে না-পারে, তার জন্য পুলিশ ও টাস্ক ফোর্সকে কঠোরভাবে তৎপর থাকতে হবে।

এই নজরদারির পাশাপাশি 'সুফল বাংলা'র বিপণন কৌশলেও বড় পরিবর্তন আনা হচ্ছে। অফিস-ফেরত মানুষের সুবিধার জন্য এখন থেকে ৩৫টি সুফল বাংলা কেন্দ্র সন্ধ্যাতেও খোলা থাকবে। এর মধ্যে ১৪টি কলকাতায় এবং বাকি ২১টি বিধাননগর, রাজারহাট ও উত্তর ২৪ পরগনার জনবহুল এলাকায় অবস্থিত। ন্যায্য দামে ডিম-সহ নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য বিক্রির উদ্দেশ্যে এই সময়সূচি বাড়ানোর সিদ্ধান্ত সাধারণ মানুষকে স্বস্তি দেবে বলেই মনে করা হচ্ছে। বর্তমানে রাজ্যে সাড়ে সাতশোর বেশি সুফল বাংলা কেন্দ্র রয়েছে। জোগান-ব্যবস্থা আরও মজবুত করতে চলতি মাসের শেষে আরও ৫০টি ভ্রাম্যমাণ গাড়ি নামানো হবে বলেও বৈঠকে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

রাজ্যের পোল্ট্রি ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক মদন মাইতি জানান, ব্যাপক উৎপাদন বৃদ্ধির জেরে ডিমের দাম

আট টাকার ঘরে আটকে রাখা সম্ভব হয়েছে। নইলে পরিস্থিতি আরও কঠিন হতে পারত। তাঁর দাবি, গত বছর যেখানে গড় দাম ছিল ৫ টাকা ৬৫ পয়সা, সেখানে ২০২৫ সালে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৫ টাকা ৭৪ পয়সায়। এই পরিসংখ্যানের ভিত্তিতেই বাজার বিশ্লেষণ শুরু করেছে প্রশাসন। প্রাথমিক পর্যালোচনা বলছে, পোল্ট্রি শিল্পে গভীর সংকট তৈরি হয়েছে, আর তার মূল কারণ হাঁস-মুরগির খাদ্যের আকাশছোঁয়া দাম। রাজ্যে ভুট্টা চাষ বাড়লেও তার সুফল পোল্ট্রি শিল্প পুরোপুরি পাচ্ছে না, উৎপাদিত ভুট্টার বড় অংশ ইথানল তৈরির কারখানায় চলে যাচ্ছে। জ্বালানির বিকল্প হিসেবে ইথানলের চাহিদা বাড়ায় হাঁস-মুরগির খাদ্যের সরবরাহ শৃঙ্খলে টান পড়ছে। স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলি খাদ্য তৈরিতে উদ্যোগী হলেও কাঁচামালের ঘাটতি এবং মূল্যবৃদ্ধি— সামগ্রিক উৎপাদন খরচ বাড়িয়ে দিচ্ছে বহুগুণ। ফলে তার সরাসরি প্রভাব পড়ছে ডিমের খুচরো দরে, যা সাধারণ ভোক্তাদের উপর অতিরিক্ত আর্থিক চাপ তৈরি করছে।

শীতল হাওয়ার অবাধ প্রবেশ

প্রতিবেদন : ঘূর্ণাবর্ত কেটে যেতেই অবাধ পশ্চিমের শীতল হাওয়ার প্রবেশ। হাওয়া অফিস জানাচ্ছে, আগামী সাতদিন শুষ্ক আবহাওয়া। বৃষ্টির কোনও সম্ভাবনা নেই। সপ্তাহান্তে তাপমাত্রা আরও ১ থেকে ৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস কমতে পারে। শীতের আমেজ বাড়বে। সকালে শিশির এবং কুয়াশা পরে পরিষ্কার আকাশের সম্ভাবনা। সকালের দিকে হালকা থেকে মাঝারি কুয়াশায় দৃশ্যমানতা কমতে পারে। উপকূলের দিকে কুয়াশার সম্ভাবনা বেশি থাকবে। উত্তরবঙ্গেও থাকবে শুষ্ক আবহাওয়া। দার্জিলিংয়ে ৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসের ঘরে থাকবে তাপমাত্রা। মালদায় ১৬ ডিগ্রির ঘরে পারদ। আগামী ৪/৫ দিন তাপমাত্রা একই রকম থাকবে।

কড়া পদক্ষেপ নিচ্ছে পর্ষদ

প্রতিবেদন : বোর্ডের নিয়ম না মেনে সময়ের আগে পরীক্ষা নিলে ব্যবস্থা নেবে বলে আগেই জানিয়েছিল মধ্যশিক্ষা পর্ষদ। এবার পয়লা ডিসেম্বরের আগে যে-সমস্ত স্কুল পরীক্ষা নিয়েছে জেলা স্কুল পরিদর্শকের কাছে তাদের তালিকা চাইল পর্ষদ কর্তৃপক্ষ। মধ্যশিক্ষা পর্ষদের অধীনে ৫২২টি স্কুলের মধ্যে ৩০০ স্কুল উত্তর দিয়েছে। দেখা গিয়েছে বেশ কিছু স্কুল পর্ষদের নিয়ম ভেঙে সময়ের আগে পরীক্ষা নিয়েছে। সে সমস্ত স্কুলকে শোকজ নোটিশ দেওয়া হয়েছে। জানা গেছে, আগামী ১০ ডিসেম্বরের মধ্যে জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শকেরা সমস্ত তথ্য পর্ষদের কাছে পাঠিয়ে দেবেন। পর্ষদের দেওয়া রুটিনে, ষষ্ঠ থেকে নবম শ্রেণির সামেটিভ পরীক্ষা ১ থেকে ১০ ডিসেম্বরের মধ্যেই শেষ করার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু দেখা গেছে, কিছু স্কুল ২৫ নভেম্বর থেকে পরীক্ষা নিয়েছিল। যে সমস্ত স্কুল নিয়ম ভেঙেছে প্রধান শিক্ষকদের ডাকতে পারে শৃঙ্খলারক্ষা কমিটি। জবাবদিহিতে সন্তুষ্ট না হলে প্রধান শিক্ষক সাসপেন্ড হতে পারেন।

আনন্দপুরের গুলশন কলোনিতে অগ্নিকাণ্ড

আগুন নেভানোর কাজে তৎপর দমকল কর্মীরা। শুক্রবার।

প্রতিবেদন : শীতের শহরে সাতসকালেই আগুন। শুক্রবার ইএম বাইপাস লাগোয়া আনন্দপুরের গুলশন কলোনিতে এক বহুতলে বিধ্বংসী আগুন। বহুতলে থাকা একটি রঙের গুদাম থেকে আগুন ছড়ায়। খবর পেয়ে দুই দফায় ঘটনাস্থলে পৌঁছয় দমকলের ১০টি ইঞ্জিন। দমকলকর্মীদের সঙ্গে স্থানীয়রাও যুদ্ধকালীন তৎপরতায় আগুন নেভানোর কাজে হাত লাগান। প্রায় ঘণ্টাদুয়েক পর আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। কিন্তু ঘনবসতিপূর্ণ এলাকা হওয়ায় অগ্নিকাণ্ডে প্রবল আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। শুক্রবার সকাল ১০টা নাগাদ আচমকা গুলশন কলোনির একটি বহুতলের নিচতলার গোডাউনে আগুনের শিখা দেখা যায়। মুহূর্তের মধ্যে আগুন ছড়িয়ে পোড়ে গোটা গুদামে। কালো ধোঁয়ায় ঢেকে যায় এলাকা। গুদামে রাসায়নিক দাহ্য পদার্থ মজুত থাকায় আগুন আরও ভয়াবহ রূপ ধারণ করে। খবর পেয়ে প্রথমে দমকলের ২টি ইঞ্জিন ও পরে আরও ৮টি ইঞ্জিন আসে ঘটনাস্থলে। কিন্তু ঘিঞ্জি এলাকায় শুরুতে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে বেগ পেতে হয় দমকলকর্মীদের। ঘটনায় হতাহতের কোনও খবর নেই। তবে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ বিপুল। প্রাথমিকভাবে দমকল কর্মীদের অনুমান, শর্ট সার্কিট থেকেই আগুন ছড়িয়েছে।

গাছেদের সেবা শুশ্রূষা ও স্বাস্থ্য রক্ষায় শহরে নজরুল মঞ্চে চালু হল ট্রি অ্যাম্বুল্যান্স। এই পরিষেবার উদ্বোধনে শুক্রবার উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক দেবাশিস কুমার-সহ সংস্থার প্রতিনিধিরা।

শুক্রবার বসিরহাট উত্তর বিধানসভার হরিপুর বঙ্গবাসী ক্লাব আয়োজিত ফুটবল ম্যাচে উপস্থিত ছিলেন বসিরহাট উত্তরের তৃণমূল চেয়ারম্যান এটিএম আব্দুল্লা ওরফে রনি-সহ অন্যেরা।

বনগাঁ সাংগঠনিক জেলা আইএনটিটিইউসি সভাপতি নারায়ণ ঘোষের ব্যবস্থাপনায় স্থানীয় শতাধিক ই-রিকশাকে নম্বর প্লেট দেওয়া হল।

পাড়া সমাধান-এর সূচনায় চন্দ্রিমা

সংবাদদাতা, দমদম : আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান প্রকল্পের বাস্তবায়নে উত্তর দমদম পুরসভার ৩৪টি ওয়ার্ডের ২১৮টি বুথের ১০২২টি কর্মসূচির উদ্বোধন করলেন অর্থ প্রতিমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য। শুক্রবার পুরসভার ২৫ নং ওয়ার্ডের বাসন্তী নয়া নগর প্রাথমিক বিদ্যালয় সংলগ্ন এলাকায় মঙ্গলদীপ জ্বালিয়ে এবং নারকেল ফাটিয়ে উত্তর দমদম পুরসভায় আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান প্রকল্পের উদ্বোধন করেন মন্ত্রী। এদিন প্রকল্পের বাস্তবায়নে ২৪টি ওয়ার্ক অর্ডার ঠিকাদারদের হাতে তুলে দেন মন্ত্রী। প্রকল্পের বরাদ্দ

ঠিকাদারদের হাতে শংসাপত্র তুলে দিচ্ছেন মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য।

২১ কোটি ৮০ লক্ষ টাকা। মন্ত্রী ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় পুরপ্রধান বিধান বিশ্বাস, উপপ্রধান লোপামুদ্রা দত্ত চৌধুরী, ডঃ তপনকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, কাউন্সিলর, সিআইসি, সহকারী ইঞ্জিনিয়াররা।

বিধায়ক ও পুর প্রশাসক ডাঃ রাণা চট্টোপাধ্যায়ের উপস্থিতিতে বালিতে অগ্নিদগ্ধ অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের কচিকাঁচাদের পুরসভার নিজস্ব ঘরে আনা হল।

সেবাশ্রয় শিবিরে দ্রুত চিকিৎসায় প্রাণ বাঁচল জখম বাইক আরোহীর

সংবাদদাতা, মহেশতলা : অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সেবাশ্রয় ফের প্রমাণ করল এই প্রকল্পের উপযোগিতা। শুক্রবার দুপুরে মহেশতলার সম্প্রীতি ফ্লাইওভারের নিচে পথ-দুর্ঘটনায় জখম হন বাইক আরোহী অভিজিৎ বর। স্থানীয় বাসিন্দারা তাঁকে দ্রুত সেবাশ্রয় শিবিরে নিয়ে যান। চিকিৎসকেরা দ্রুত চিকিৎসা শুরু করেন। চিকিৎসকেরা জানান, অভিজিতের মাথা, হাত ও পায়ে গুরুতর আঘাত লাগায় প্রচুর রক্তক্ষরণ হচ্ছিল। শিবিরের চিকিৎসকদের তৎপরতার তিনি প্রয়োজনীয় চিকিৎসা পান। তাঁর মাথায় সেলাই করা হয়। প্রাথমিক চিকিৎসার পর তাঁকে শিবিরের অ্যাম্বুল্যান্সে বাটানগর মডেল ক্যাম্পে পাঠানো হয়, যেখানে এখন তিনি চিকিৎসাধীন।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

উত্তর দিনাজপুর জেলার ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন অফ বেঙ্গল কর্তৃক প্রাপ্ত বোলিং মেশিন উদ্বোধন হল শুক্রবার

আমার বাংলা

6 December, 2025 • Saturday • Page 7 || Website - www.jagobangla.in

৭
৬ ডিসেম্বর ২০২৫
শনিবার

পুলকারে আগুন

■ চলন্ত পুলকারে হঠাৎ আগুন! শুক্রবার দুপুরে আলিপুরদুয়ারের পাটকাপাড়া-নিমতি রাজ্য সড়কের কালীবাড়ি এলাকায় ওই ঘটনাটি ঘটে। স্কুল থেকে পড়ুয়াদের বাড়ি নিয়ে আসবার সময় ওই অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। খবর পেয়ে আলিপুরদুয়ার ও হ্যামিলটনগঞ্জ থেকে দমকলের একটি করে মোট দুটি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে পৌঁছে দেড় ঘন্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। দুর্ঘটনায় একমাত্র পুলকারটি ছাড়া কারও কোনও ক্ষতি হয়নি।

দুর্ঘটনায় মৃত্যু

■ গভীর রাতে ফুলবাড়ি ব্যাটেলিয়ান মোড় এলাকায় মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনায় প্রাণ গেল শিলিগুড়ি পুরনিগমের ২৪ নম্বর ওয়ার্ডের ভারতনগর এলাকার এক যুবকের। মৃতের নাম সায়ন মিত্র (২৫)। একটি বেসরকারি ব্যাঙ্কে কর্মরত ছিলেন যুবক। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, রাত সাড়ে দশটা নাগাদ শিলিগুড়ি–জলপাইগুড়ি জাতীয় সড়কের ফুলবাড়ি ব্যাটেলিয়ান মোড়ে দুর্ঘটনাটি ঘটে। নিউ জলপাইগুড়ি থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠায়।

বিশ্ব প্রতিবন্ধী দিবস

■ বিশ্ব প্রতিবন্ধী দিবসকে কেন্দ্র করে শুক্রবার এক অন্যরকম আনন্দের ছবি দেখা গেল হবিবপুরের আইহো বক্সীনগর পিপি প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে। মালদহ সমগ্র শিক্ষা মিশনের উদ্যোগে এবং আইহো ও হবিবপুর চক্রের ব্যবস্থাপনায় দিনভর নানা কর্মসূচিতে মুখর হয়ে ওঠে বিদ্যালয় চত্বর। ছিলেন মালদহ সমগ্র শিক্ষা মিশনের আইইডি কো-অর্ডিনেটর পঙ্কজ কুমার দাস, আইহো চক্রের অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক সম্পদ কুমার পাল এবং হবিবপুর চক্রের অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক প্রাণতোষ সাহা-সহ অন্যান্য অতিথিরা। শিশুদের জন্য নাচ, গান, আবৃত্তি ও অঙ্কন প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। শিশুদের অংশগ্রহণে পুরো বিদ্যালয় প্রাঙ্গণ যেন হয়ে ওঠে উৎসবমুখর। প্রতিটি পরিবেশনায় ফুটে ওঠে তাদের নিষ্ঠা, মনোযোগ এবং আনন্দের ঝলক। শেষে প্রতিযোগিতায় অংশ নেওয়া শিশুদের হাতে তুলে দেওয়া হয় পুরস্কার ও বিভিন্ন উপহার সামগ্রী।

আসছেন মুখ্যমন্ত্রী, উচ্ছ্বসিত কোচবিহারবাসী

সংবাদদাতা, কোচবিহার : কোচবিহারে আসছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ৮ ডিসেম্বর সোমবার প্রশাসনিক বৈঠক করবেন তিনি। পরদিন মঙ্গলবার কোচবিহারের রাসমেলা ময়দানে জনসভা করবেন। মুখ্যমন্ত্রী আসছেন খবর পেয়েই উচ্ছ্বসিত জেলার বাসিন্দারা। উন্নয়নের টানে রেকর্ড সংখ্যক মানুষ জনসভায় হাসির থাকবেন মিলেছে এমনই ইঙ্গিত। তার আগে শুক্রবার কোচবিহার রাসমেলা ময়দানে সভাস্থল পরিদর্শন করলেন মুখ্যমন্ত্রীর বিশেষ নিরাপত্তারক্ষীরা, কোচবিহারের পুলিশ সুপার সন্দীপ কাররা, দমকল বিভাগের ও প্রশাসনের বিভিন্ন স্তরের কর্মী আধিকারিকরা। তাদের সঙ্গে ছিলেন তৃণমূল কংগ্রেসের জেলা সভাপতি অভিজিত দে ভৌমিক। ইতিমধ্যেই মুখ্যমন্ত্রীর সভাস্থলে যেখানে দলের কর্মীরা বসবেন সেখানে তৈরি করা হয়েছে বিরাট ছাউনি। যাতে ভর দুপুরে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই সভায় আলোচনা শুনতে কর্মীদের কোনো অসুবিধা না হয় তাই পর্যাপ্ত পরিকাঠামো তৈরি করা হচ্ছে। তৃণমূল কংগ্রেস সূত্রে খবর ৮ ডিসেম্বর মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কোচবিহারে পৌঁছবেন।

■ প্রস্তুতি খতিয়ে দেখতে মুখ্যমন্ত্রীর দায়িত্বে থাকা নিরাপত্তারক্ষীরা। সভাস্থল পরিদর্শনে জেলা তৃণমূল সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক।

৯ ডিসেম্বর পর দিন সকাল সাড়ে এগারোটা নাগাদ রাসমেলা মাঠে হবে তৃণমূল কংগ্রেসের ঐতিহাসিক বিরাট জনসভা। কোচবিহার জেলা জুড়ে ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গেছে তৃণমূল কংগ্রেসের সাংগঠনিক প্রস্তুতি। কোচবিহার জেলার তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে পুলিশ প্রশাসনের কাছে আবেদন জানানো।হয়েছে যানজট এড়াতে সভার দিন সকালে দু'ঘণ্টার জন্য তোর্সা সেতুতে যান নিয়ন্ত্রণ করা হয়। তৃণমূল কংগ্রেসের জেলা সভাপতি অভিজিত দে ভৌমিক বলেন, সভার দিন সকাল থেকেই দলে দলে কর্মীরা ভিড় করতে শুরু করবেন রাসমেলা মাঠে। সকাল ন'টা থেকে দশটার মধ্যেই গোটা রাসমেলা মাঠ কানায় কানায় ভরে উঠবে। সকাল থেকেই বিভিন্ন মহকুমায় নির্দিষ্ট জায়গায় দলের কর্মীরা দলে দলে জমায়েত হবেন এরপর একসঙ্গে রওনা হবেন রাসমেলা মাঠের উদ্দেশ্যে।

রাজ্যের উদ্যোগে খয়েরবাড়ির বাসিন্দারা পাচ্ছেন পাকা সেতু

সংবাদদাতা, জলপাইগুড়ি: বাম আমলে কোনও উন্নয়ন হয়নি। বারে বারে আবেদন জানিয়েও গ্রামবাসীদের কথা ভাবেনি তৎকালীন সরকার। রাজ্যে তৃণমূল কংগ্রেস আসার পরই ভোল বদলেছে গ্রামের। উন্নয়নে ছোঁয়া লেগেছে জলপাইগুড়ির ধূপগুড়ি খয়েরবাড়ির। ৪০ বছরের দাবি মেনে এই এলাকাতেই হল পাকা সেতুর শিলান্যাস। বেহাল অবস্থায় থাকা কাঠের সেতুর কারণে চারটি গ্রামের প্রায় দশ হাজারের বেশি মানুষ দীর্ঘদিন ধরে দৈনন্দিন যাতায়াতে চরম সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছিল। জলপাইগুড়ি জেলা পরিষদের উদ্যোগে এবং ৭০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে পঁচিশ মিটার দৈর্ঘ্যের সেতু নির্মাণের কাজ শুরু হচ্ছে। সম্প্রতি শিলান্যাস অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ধূপগুড়ি মহকুমা শাসক শ্রদ্ধা সুব্বা, ধূপগুড়ি বিধানসভার বিধায়ক নির্মল চন্দ্র রায়, জেলা পরিষদের পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ নুরজাহান বেগম, জেলা পরিষদের সহ-সভাধিপতি সীমা চৌধুরী, ধূপগুড়ি পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি অর্চনা সূত্রধর এবং বারঘরিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান ফণীন্দ্রনাথ রায়। মান্তাপাড়ার ১৫/১৬৪ নম্বর বুথ এলাকায় মানুষ উচ্ছ্বাসের সঙ্গে অনুষ্ঠানটি উপভোগ করেন। স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য সুরেন্দ্রনাথ রায় জানান, দীর্ঘদিন ধরে আমাদের দাবি ছিল একটি স্থায়ী সেতু। কাঠের বদলে পাকা সেতু হলে সুবিধা আরও বেশি মানুষের পৌঁছাবে।

■ মিটছে সমস্যা। সেতু পাওয়ার খবরে খুশি গ্রামবাসীরা।

মিলেছে অনুমোদন, আগের মতোই তৈরি হবে হলং বাংলো

সংবাদদাতা, আলিপুরদুয়ার : বিধ্বংশী অগ্নিকাণ্ডে ১৮ জুন, ২০২৪ রাতে ভস্মীভূত হয়ে গিয়েছিল জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যানের গর্ব,ঐতিহ্যবাহী হলং বন বাংলো। সেই দুর্ঘটনার প্রায় দেড় বছর পর হলং বন বাংলোর পুনর্নির্মাণের অনুমোদন দিল রাজ্য সরকার। রাজ্যের অনুমোদনের ফলে উত্তরবঙ্গের অন্যতম বিখ্যাত বন্যপ্রাণী পর্যটন কেন্দ্র জলদাপাড়ায় পর্যটনের ঢল নামার পথ ফের প্রশস্ত হল। বন বিভাগের কর্মকর্তারা নিশ্চিত করেছেন, বন বাংলোটি আগের মতোই হুবহু তৈরি হবে, যা সেটির ঐতিহ্যকে আগের মতোই পর্যটকদের সামনে তুলে ধরবে। পর্যটকদের মন থেকে ১৮ জুনের কালো রাতের ধংসের সেই চিত্রটি ফিকে করে দেবে। নির্মাণ কাজে এবার কংক্রিট ও কাঠের সংমিশ্রণ থাকবে। আগে কাঠের ছিল। আগুনের ঝুঁকি কমাতে নতুন ভবনে কাঠ এবং কংক্রিটের মিশ্রণ ব্যবহার করা হবে। বনমন্ত্রী বীরবহা হাঁসদা জানান, এটা খুব খুশির খবর। ওই বনবাংলো শুধু পর্যটকদের নয়, আমাদেরও আবেগের জয়গা। ওটা আমাদের বন বিভাগের সকলের বাড়ি ছিল। এই বাংলোর পুনর্নির্মাণের জন্য মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আবেদন জানিয়েছিলাম, আবেদন মঞ্জুর হওয়ায় মুখ্যমন্ত্রীকে অসংখ্য ধন্যবাদ।

মিড-ডে মিলকে আকর্ষণীয় করতে নবান্ন-উৎসব স্কুলে

সংবাদদাতা, মালদহ : কচিকাঁচা শিশুদের উচ্ছ্বাস আর উৎসবের আমেজে জমে উঠল মালদহের মহেশপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের নবান্ন উৎসব। শিক্ষার্থীদের হাসিমুখে ভরা এই দিনটি যেন হয়ে উঠেছিল আঞ্চলিক ঐতিহ্যের প্রাণবন্ত পুনর্জাগরণ। বিদ্যালয়ের আঙিনায় সকাল থেকেই শুরু হয়েছিল সাজ সাজ রব। ছোট ছোট হাতের স্পর্শে উৎসব পেয়েছিল অন্য মাত্রা। নবান্নের খাবারের তালিকা ছিল যথেষ্ট আকর্ষণীয়-শিশুদের সামনে কলাপাতে পরিবেশন করা হয় চিড়ে, দুই রকম দই, বোঁদে ও রসগোল্লা। খাবার পেয়ে শিক্ষার্থীদের চোখে-মুখে ফুটে উঠেছিল খুশির ঝিলিক। বিদ্যালয়ের ১৮৬ জন ছাত্রছাত্রী এবং ৭ জন শিক্ষক একসঙ্গে অংশগ্রহণ করায় অনুষ্ঠান আরও প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মালদহ জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক (প্রাথমিক) মলয় মন্ডল, এ আই প্রাইমারি নয়নকুমার দাস, ইংরেজবাজার অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক রিতা চৌধুরী। গত বছর বিদ্যালয়ে সিসি ক্যামেরা বসানোর উদ্যোগ নজর কাড়ে, এবারের নবান্ন উৎসবও তারই ধারাবাহিকতায় সবার প্রশংসা কুড়িয়েছে। মালদহ জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক মলয় মণ্ডল জানান, এই ধরনের কাজ সত্যিই প্রশংসনীয়। ছোট ছোট উৎসব বাচ্চাদের বিদ্যালয়ের প্রতি আগ্রহ বাড়ায়। মূল্যায়নের আগে এমন একটি আনন্দঘন পরিবেশ ছাত্রছাত্রীদের উৎসাহ বৃদ্ধি করে বলেও তিনি মত প্রকাশ করেন। বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী আবির ঘোষ, অন্বেষা হালদার ও দীপ মন্ডল জানায়, সোমবার পরীক্ষা শুরু। তার আগে এই নবান্ন উৎসব আমাদের খুব আনন্দ দিয়েছে। শিক্ষকদের সহযোগিতায় এত খাবার পেয়ে আমরা দারুণ খুশি।

■ শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সঙ্গে পড়ুয়ারা, আয়োজনে খুশি।

জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক মলয় মণ্ডল আরও বলেন, ছোটখাটো অনুষ্ঠানের মাধ্যমেই বিদ্যালয় ছাত্রছাত্রীদের কাছে আনন্দ আশ্রম হয়ে ওঠে। উপস্থিতির হার বাড়ে পড়াশোনার প্রতি আগ্রহও তৈরি হয়।

৮
৬ ডিসেম্বর ২০২৫
শনিবার

আমার বাংলা

6 December, 2025 • Saturday • Page 8 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

কাজের চাপে ফের অসুস্থ বিএলও শুনেই দেখতে গেলেন বিধায়ক

সংবাদদাতা, ডেবরা : কাজের চাপে ফের অসুস্থ এক বিএলও, ডেবরায়। খবর পেয়েই তাঁকে হাসপাতালে দেখতে গেলেন বিধায়ক হুমায়ুন কবির। শুক্রবার বিকেলে কাজ করতে করতে হঠাৎ করেই অসুস্থ হয়ে পড়েন পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার ডেবরা ব্লকের ডেবরা ৫/১ গ্রাম পঞ্চায়েতের ৯৫ নং কুলগেড়িয়া বুথের বিএলও অরূপকুমার মাইতি। তিনি চকশ্যামপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক। সারাদিন বুথেই কাজের মধ্যে ছিলেন। হঠাৎ করেই আজ বিকেলে অসুস্থ হয়ে পড়েন। পরিবার সূত্রে জানা যাচ্ছে, এসআইআরের কাজের চাপেই মানসিক চাপ বাড়ছিল। আর তাতেই অসুস্থ হয়ে পড়েন। তড়িঘড়ি তাঁকে ডেবরা সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য নিয়ে আসা হয়। হার্টের সমস্যা ধরা হয়েছে। কারণ তাঁর ট্রপ ডি টেস্টে পজিটিভ রয়েছে। এই খবর পেতেই হাসপাতালে হাজির হন ডেবরা বিধানসভার বিধায়ক ডঃ হুমায়ুন কবির। তিনি অসুস্থ হওয়া বিএলও অরূপকুমার মাইতির সঙ্গে কথা বলেন। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে জানান চিকিৎসায় যেন কোনও সমস্যা না হয়। তবে এই বিষয়ে বিএলওর পরিবারের লোকজন সংবাদমাধ্যমে সরাসরি কিছু বলতে নারাজ।

হাসপাতালে দেখতে গেলেন হুমায়ুন কবির। ইনসেটে, বিএলও।

পাঁচ মাসেই কাজে নজির গড়লেন আলিফা, উদ্বোধন ঢালাই রাস্তার

সংবাদদাতা, নদিয়া : কালীগঞ্জের প্রাক্তন বিধায়ক নাসিরউদ্দিন আহমেদ প্রয়াত হওয়ার পর তাঁর মেয়ে আলিফা আহমেদকে কালীগঞ্জে টিকিট দিয়েছিলেন তৃণমূলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এমএনসিতে কর্মরত শিক্ষিত, মিশুকে, সদা-হাসিমুখ এই আলিফাকে টিকিট দিয়ে দল যে কোনও ভুল করেনি, পাঁচ মাসের মধ্যেই তার প্রমাণ রাখলেন আলিফা। আজ কালীগঞ্জ জুরানপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের ২৪৫ নম্বর বুথের ছুটিপুর গ্রামের দক্ষিণপাড়ায় ঢালাই রাস্তার উদ্বোধন করেন।। প্রকল্পটির ব্যয় প্রায় পাঁচ লক্ষ টাকার কাছাকাছি। এত কম সময়ে বিধায়ক তহবিল থেকে টাকা বরাদ্দ করে জেলা প্রশাসনকে দিয়ে কাজের ওয়ার্ক অর্ডার বার করে এবং তা কন্ট্রাক্টরকে দিয়ে সম্পূর্ণ করা— এটা একটা বিরাট চ্যালেঞ্জিং ব্যাপার ছিল, যা ঠিকভাবে সম্পন্ন করেছেন বিধায়ক আলিফা। আলিফা জানান, এটা তো সবে শুরু। আগামী দিনের কালীগঞ্জ বিধানসভার অন্তর্গত ১৩টি অঞ্চলে ১৩টি রাস্তা ও ১৩টি অঞ্চলে ১৩টি হাই মাস্ট লাইটের ব্যবস্থা তিনি করেছেন। তার আনুমানিক মূল্য এক কোটির অধিক। এখন অবধি বিধায়ক ফান্ড থেকে তিনি ৩১ লক্ষ টাকার কাজের অনুমোদন করিয়ে এনেছেন। মাত্র পাঁচ মাসের মধ্যেই বিধায়ক ফান্ড, জেলার উন্নয়ন ফান্ড ও অন্য জায়গা থেকে ব্লকের উন্নয়নে তিনি এক কোটি ৩১ লক্ষ টাকা নিয়ে এসেছেন। এটা একটি নজির। আলিফার বক্তব্য, মুখ্যমন্ত্রী যেভাবে পরিশ্রম করেন, তাঁকে দেখে উদ্বুদ্ধ হয়ে তিনিও জেলা প্রশাসনিক ভবন থেকে কলকাতা এবং বিধানসভায় দৌড়োদৌড়ি করে কাজ শেষ করেছেন।

ঢালাই রাস্তার উদ্বোধনে আলিফা আহমেদ।

কৃষ্ণনগর ১নং ব্লক (দক্ষিণ) তৃণমূল কংগ্রেস কমিটি আয়োজিত কৃষ্ণনগর দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্রে ভোটরক্ষা শিবিরে পরিবহণমন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তী বিএলও এবং দলীয় কর্মীদের সঙ্গে।

ভোটরক্ষা নিয়ে বৈঠকে অজিত

সংবাদদাতা, পিংলা : পিংলা বিধানসভায় ভোটরক্ষা কর্মসূচি নিয়ে বৈঠক করলেন বিধায়ক অজিত মাইতি। পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার পিংলা বিধানসভার দুটি ব্লকের নেতৃত্বকে সঙ্গে নিয়ে বৈঠক করলেন ঘাটাল সাংগঠনিক জেলার তৃণমূল সভাপতি তথা পিংলার বিধায়ক অজিত মাইতি। এদিন খড়্গপুর ২ নং ব্লকের মাদপুরে খড়্গপুর ২ নং ব্লকের অঞ্চল সভাপতি, প্রধান ও অন্য নেতাদের সঙ্গে আলোচনা হয় এবং তারপর পিংলায় পিংলা ব্লক তৃণমূল কার্যালয়ে নেতাদের সঙ্গে দলীয় রাজনীতি ও দলের নির্দেশ নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ মিটিং করলেন অজিত।

উন্নত স্বাস্থ্যসেবার আহ্বান চন্দ্রিমার

প্রতিবেদন : প্রযুক্তি ও পরিকাঠামোর ব্যবহারে রাজ্যের মানুষকে আরও কম খরচে উন্নত স্বাস্থ্য পরিষেবা দেওয়ার জন্য বেসরকারি হাসপাতালগুলিকে আহ্বান জানালেন মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য। শুক্রবার 'কনফেডারেশন অফ ইন্ডিয়া ইন্ডাস্ট্রি' আয়োজিত ১৯তম 'হেলথ কেয়ার ইস্ট'-এ যোগ দিয়ে মন্ত্রী বলেন, মজবুত সরকারি স্বাস্থ্য পরিষেবার পাশাপাশি নয়া প্রযুক্তি ও পরিকাঠামোর ব্যবহারে মানুষকে আরও উন্নত স্বাস্থ্যসেবা দেওয়ার লক্ষ্যে এগিয়ে আসুক বেসরকারি হাসপাতালগুলি। এদিনের সম্মেলনে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভ্রাম্যমান স্বাস্থ্য পরিষেবা চালুর কথা তুলে ধরেন রাজ্যের স্বাস্থ্যসচিব নারায়ণস্বরূপ নিগম। জানান নতুন ৫টি ক্যানসার হাসপাতাল তৈরির পরিকল্পনাও।

ভুয়ো পরিচয়ে ঘনিষ্ঠতা, ধৃত ১

সংবাদদাতা, বর্ধমান : ভুয়ো পরিচয় দিয়ে প্রথমে সমাজমাধ্যমে বন্ধুত্ব, পরে বিয়ের আশ্বাস দিয়ে শারীরিক সম্পর্ক গড়ে তোলার অভিযোগে পূর্ব বর্ধমানের একটি থানার এক সিভিক ভলান্টিয়ারকে বর্ধমানের মহিলা থানা শুক্রবার গ্রেফতার করেছে। এ দিন রাতে ওই সিভিককে বর্ধমান মহিলা থানায় আনা হয়েছে। শনিবার তাকে বর্ধমান আদালতে তোলা হবে। ধৃতের বাড়ি কেতুগ্রামে। জেলা পুলিশের দাবি, অভিযোগকারিণী পশ্চিম বর্ধমানের এক সরকারি হাসপাতালের কর্মী। শুক্রবারই তিনি বর্ধমান থানায় মেল করে অভিযোগ জানিয়েছেন, সমাজমাধ্যমে পরিচয় হওয়ার পরে তাঁদের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা বাড়ে। ধৃত নিজেকে রাজ্য পুলিশের 'স্পেশাল কনস্টেবল' বলে পরিচয় দিয়েছিল এবং বাড়ি কলকাতায় বলে জানিয়েছিল। বিয়ের আশ্বাস দিয়ে শারীরিক সম্পর্ক তৈরি করে। প্রতারণার পাশাপাশি হুমকিও দেওয়া হচ্ছিল।

পুরমন্ত্রীর নির্দেশ

প্রতিবেদন : নাগরিক স্বার্থে প্রয়োজনে ক্যাম্প করে জন্ম-মৃত্যু সার্টিফিকেট দিতে হবে রাজ্যের সব মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন ও পুরসভাকে। শুক্রবার জানিয়ে দিলেন পুরমন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম। ইতিমধ্যেই কলকাতা পুরসভা অনলাইন ও অফলাইনে সার্টিফিকেট প্রদান শুরু করেছে। এবার মন্ত্রীর একই নির্দেশ অন্যান্য পুরসভাগুলিকেও। তাঁর কথায়, শীঘ্রই এই মর্মে বিজ্ঞপ্তি জারি করবে পুরমন্ত্রক।

পণের দাবিতে বধূহত্যা, তিনজনের যাবজ্জীবন

রাজ্য পুলিশের সাফল্য

সংবাদদাতা, কাঁথি : পণের টাকা না পেয়ে অন্তঃসত্ত্বা গৃহবধূকে পুড়িয়ে হত্যার ঘটনায় তিনজনকে সাব্যস্ত করে যাবজ্জীবন সাজা ঘোষণা করল কাঁথি মহকুমা আদালত। বৃহস্পতিবার কাঁথি মহকুমা ফাস্ট ট্রাক (সেকেন্ড কোর্ট) কোর্টের বিচারক নুরুজ্জমান আলি অভিযুক্ত শ্বাশুড়ি নুরজাহান বিবি, ননদ লায়লা বেওয়া ও খুড়শ্বাশুড়ি মোসেদা বিবিকে ভারতীয় দণ্ডবিধি ৪৯৮(এ), ৩০৪ (বি) ও ৩০২ নং ধারায় দোষী সাব্যস্ত করেন। যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ড, জরিমানা এবং অনাদায়ে জেল হেফাজতের নির্দেশ দেন। কাঁথির চালতি গ্রাম পঞ্চায়েত গ্রামের আব্দুল মজিদের সঙ্গে বিয়ে হয় এনতাজ আলির খানের মেয়ে রিনার। বিয়ের পর থেকে অতিরিক্ত পণের দাবিতে অত্যাচার চালাত শ্বশুরবাড়ি লোকেরা। ৫০ হাজার টাকা আনার জন্য চাপ দেয়। না দিতে পারায় ২০২০-র ৩১ জানুয়ারি শ্বশুরবাড়ি থেকে গৃহবধূকে তাড়িয়ে দেয়। গ্রাম্য সালিশি সভার মাধ্যমে গৃহবধূকে শ্বশুরবাড়িতে ফেরানো হয়। ২৭ এপ্রিল বধূর উপর কেরোসিন তেল ঢেলে আগুন লাগিয়ে দিলে হাসপাতালে মৃত্যু হয়। সেই সময় ১৯ বছর বয়সী গৃহবধূ নয় মাসের অন্তঃসত্ত্বা ছিল। বাবা এনতাজ আলির অভিযোগে চারজনকে গ্রেফতার করে পুলিশ। ছয় মাসের মধ্যে কন্যাশোকে মারা যান গৃহবধূর বাবা। প্রমাণের অভাবে ছাড়া পেয়ে যান ভাসুর।

বাংলার বাড়ি বাংলার আবাস

গৃহনির্মাণে রাজ্যে প্রথম নদিয়া

অর্ক দাস • নদিয়া

বাংলার বাড়ি যোজনায় গতবছর নদিয়া জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা ৪৬,৪৬৭টি আবেদনে রাজ্য সরকারের অনুমোদন পাওয়ার পর ৪৫,৬১৪টি বাড়ি সম্পূর্ণ হয়েছে, জেলায় যা শতাংশ হিসেবে ৯৮। এছাড়াও এবছর দ্বিতীয় পর্যায়ে রাজ্য সরকারের বাংলার বাড়ি বাংলার আবাস প্রকল্পে মোট আবেদনের ৯৯% অর্থাৎ ৮৪,৩৩২টি বাড়ি তৈরির অনুমোদন দেয় রাজ্য। আবেদন প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়ে, ব্লকস্তর ও জেলাস্তর থেকে এপ্রুভাল হওয়ার পর ব্যাঙ্ক ভেরিফিকেশনও কমপ্লিট করে ফেলেছে নদিয়া। কয়েক দিনের মধ্যেই প্রথম কিস্তির ৬০ হাজার টাকা উপভোক্তাদের ব্যাঙ্কে পাঠানো হবে। এটা জেলা প্রশাসনের অন্যতম সাফল্য বলেই মনে করছেন প্রশাসনিক কর্তারা। ৯৯% কাজ শেষ করে নদিয়া এখন বাংলার মধ্যে এক নম্বরে, দ্বিতীয় স্থানে পূর্ব মেদিনীপুর, সফলতার হার ৯৭%। তৃতীয় ঝাড়গ্রাম জেলা, ৯১ শতাংশ। শোনা যাচ্ছে বছর শেষে মুখ্যমন্ত্রী আসতে পারেন নদিয়ায়। এই সাফল্যে জেলার মুখ ওঁর কাছে উজ্জ্বল হবে, দাবি প্রশাসনের কর্তাদের। অতিরিক্ত জেলাশাসক জেলা পরিষদ অনুপকুমার দত্ত জানান, মুখ্যমন্ত্রী নেতৃত্ব, পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দফতর সচিব, মন্ত্রী প্রমুখের জন্যই আমাদের জেলা শীর্ষস্থানে। জেলাশাসক অনীশ দাশগুপ্ত প্রতিটি স্তরে যাচাই করেছেন। কেন্দ্র আবাস যোজনায় টাকা আটকে রাখা সত্ত্বেও যেভাবে মুখ্যমন্ত্রী গ্রামের প্রান্তিক মানুষগুলোর মাথায় এক টুকরো ছাদের ব্যবস্থা করেছেন তা প্রশংসার যোগ্য।

বাড়ির সামনে প্রাপক ও সরকারি আধিকারিকরা।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

শুক্রবার পশ্চিম মেদিনীপুরের আনন্দপুর থানার বাঁকাঝেটায় নিজেদের জমিতে লাঙল দেওয়ার সময় অসাবধানে ট্রাক্টর থেকে পড়ে রোটারের ফলায় গেঁথে মৃত্যু হল তেঘরি হাইস্কুলের একাদশ শ্রেণির ছাত্র সুপ্রীত মাঝির (১৮)। চালকের পাশেই ছিল সে

আমার বাংলা

6 December, 2025 • Saturday • Page 9 || Website - www.jagobangla.in

‘সার’-তদারকি : বাড়ি বাড়ি খোঁজ নেতাদের

সংবাদদাতা, পিংলা : মাঝে মাত্র আর কটা দিন। তাই এখনও পর্যন্ত যাঁরা এসআইআর ফর্মপূরণ করেননি বা অন্য সমস্যা রয়েছে, পিংলায় তাঁদের বাড়ি বাড়ি হাজির হচ্ছেন ব্লক তৃণমূল সভাপতি শেখ সবেরাতি ও নেতৃত্ব। ব্লক সভাপতি নিজেই পাড়ার পাড়ায় হাজির হচ্ছেন। পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি, শাখা সংগঠনের নেতৃত্ব এবং ব্লক নেতৃত্বও বাড়ি বাড়ি গিয়ে এই বিষয়ে খোঁজ নিচ্ছেন। বিশেষত আদিবাসী সম্প্রদায়ের যাঁরা তেমন লেখাপড়া জানেন না, যাঁরা দিনমজুর খাটেন, তাঁদের বাড়িগুলিকেই বিশেষ করে বেছে নেওয়া হচ্ছে। কদিন ধরে পিংলা ব্লকের কুশুমদা, ধনেশ্বরপুর, জামনা গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকাগুলিতে ঘুরছেন ব্লক নেতৃত্ব। পিংলা ব্লক তৃণমূল সভাপতি শেখ সবেরাতি জানান, মাত্র আর কটা দিন সময় আছে হাতে। যাঁরা এখনও এসআইআর ফর্ম জমা দেননি, পূরণ করেননি বা অন্য কোনও সমস্যা রয়েছে সেগুলি আমরা খতিয়ে দেখে সমাধান করছি।

অনলাইন প্রতারণায় উধাও ১০ লক্ষ

সংবাদদাতা, দুর্গাপুর : বড়সড় অনলাইন প্রতারণার শিকার হলেন কোকওভেন থানার নডিহা দক্ষিণায়ন এলাকার বাসিন্দা অবসরপ্রাপ্ত ব্যাঙ্ককর্মী দেবাশিস সরকার। তাঁর অভিযোগ, মোবাইলে আসা একটি লিঙ্কে ক্লিক করতেই হ্যাক হয়ে যায় তাঁর ফোন। এরপর তাঁর রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের অ্যাকাউন্ট থেকে দুই দফায় ৫ লক্ষ করে মোট ১০ লক্ষ টাকা উধাও হয়ে যায়। প্রতারণায় ব্যবহৃত একাধিক সন্দেহভাজন অ্যাকাউন্টের তথ্য তিনি নিজেই সংগ্রহ করে কোকওভেন থানায় জমা দিয়েছেন।

গ্রেফতার মত্ত গাড়ি চালক

সংবাদদাতা, আসানসোল : শুক্রবার আসানসোলের জুবিলি মোড়ে আসানসোল নর্থ ট্রাফিক গার্ডের উদ্যোগে মত্ত অবস্থায় গাড়ি চালানোর বিরুদ্ধে পুলিশি অভিযান চলল শুক্রবার। মত্ত এক গাড়িচালককে ধরে আসানসোল উত্তর থানার পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়। আসানসোল নর্থ ট্রাফিক গার্ডের ওসি রফিকুল ইসলাম জানান, আগামী দিনেও এমন অভিযান চলবে।

নয়া পোর্টাল রাজ্যের

প্রতিবেদন : ভোটের আগে রাজ্য জুড়ে উন্নয়নের যাবতীয় বাকি থেকে যাওয়া কাজ দ্রুত শেষ করতে চায় নবান্ন। বিশেষ করে আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান-এ নিধারিত ও পথশ্রী প্রকল্পে নিধারিত রাস্তা নির্মাণের কাজে গতি আনতে গতি আনতে এবার বিশেষ পদক্ষেপ নিল রাজ্য। আলাদা করে টেন্ডার করার জন্য খোলা হল নয়া পোর্টাল। অর্থ দফতরের তরফে বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে।

■ শুক্রবার জেলা সফরের অষ্টম দিনে পশ্চিম বর্ধমানের কুলটি ও বারাবনি বিধানসভায় দলীয় নির্দেশে এসআইআরের কাজ তদারকি এবং ভোটরক্ষা শিবির পরিদর্শন করেন রাজ্য তৃণমূলের সাধারণ সম্পাদক তথা মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস। সঙ্গে ছিলেন মন্ত্রী প্রদীপ মজুমদার, জেলা সভাপতি তথা বিধায়ক নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী ও জেলার শাখা সংগঠন প্রধানেরা। সন্ধ্যায় দশদিনের দুর্গাপুর উৎসবের উদ্বোধন করেন মন্ত্রী।

চাষিদের পাশে দাঁড়াতে এবার সরাসরি মাঠ থেকেই সবজি কিনে নিচ্ছে রাজ্য

সংবাদদাতা, পুরুলিয়া : কৃষকেরা ন্যায্য দাম পান না। অথচ বাজারে এখনও সবজির দামে আগুন। একমাত্র কারণ ফড়েরাই নিয়ন্ত্রণ করছে অধিকাংশ বাজার। এবার ফড়ে বা সবজিতে মধ্যস্বত্বভোগীদের রমরমা রুখতে নতুন উদ্যোগ নিল রাজ্যের কৃষি বিপণন দফতর। পুরুলিয়ার বলরামপুরে দফতরের অধীন নিয়ন্ত্রিত বাজার সমিতি সরাসরি কৃষকদের কাছ থেকে সবজি কেনা শুরু করেছে। প্রাথমিকভাবে কেনা হচ্ছে টম্যাটো, যার ক্রয়মূল্য ৪৩ টাকা কেজি। ফড়েরা চাষিদের এর জন্য দাম দেয় ২০ থেকে ২৫ টাকা। ফলে সরকারি উদ্যোগে স্বভাবতই খুশি চাষিরা। বলরামপুরের পর ঝালদা এবং অন্য এলাকাগুলিতেও এভাবেই ক্রয়কেন্দ্র খোলা হবে। এখান থেকে সবজি যাবে সিঙ্গুরের সবজি হাবে। সেখান থেকে যাবে কলকাতা-সহ অন্য শহরগুলিতে।

■ টম্যাটো কেনা চলছে নিয়ন্ত্রিত বাজার সমিতির কেন্দ্রে।

এ-প্রসঙ্গে বলরামপুরের চাষি গুণধর মাঝি, বামুনডিহা গ্রামের কৃষ্ণপদ মাহাত, মাগুড়িয়ার অবলা মাহাতরা বলেন, টম্যাটো শেষ অবধি এক টাকা কিলো দরে ফড়েদের বেচে দিতে হয়। বাঁধাকপি নেমে যায় আরও নিচে। সরকার কিনলে ন্যায্য দাম পাব আমরা। পুরুলিয়া জেলা পরিষদের কৃষি কর্মাধ্যক্ষ অজিত বাউরি বলেন, মুখ্যমন্ত্রী আগেই চাষিদের ন্যায্য দাম পাইয়ে দিতে কৃষি বিপণন দফতরের অধীনে সুফলা কেন্দ্র গড়ে তুলেছেন। গড়া হয়েছে নিয়ন্ত্রিত বাজার সমিতি। এবার এই সমিতির বাজারেই সরকারি ক্রয়কেন্দ্র থাকছে। সেখানে সমস্ত ধরনের সবজি ন্যায্যমূল্যে কৃষকদের কাছ থেকে কেনা হবে। জেলা সভাধিপতি নিবেদিতা মাহাত বলেন, টম্যাটো-সহ বেশ কিছু সবজি মরশুমে প্রচুর উৎপাদন হয় পুরুলিয়ায়। ফড়েরা এই বিপুল জোগানের সুযোগ নেয়। মুখ্যমন্ত্রী চান, কৃষকেরা যেন ন্যায্য দাম পান। বলরামপুর থেকে সেই কাজই শুরু করল প্রশাসন।

কাল থেকে অরণ্যসুন্দরী ঝাড়গ্রামে বসছে পঞ্চম বর্ষের লাল মাটির হাট

সংবাদদাতা, ঝাড়গ্রাম : ডিসেম্বরের শুরুতে শীতের আমেজ বাড়তেই পর্যটকদের ভিড়ে জমে উঠছে অরণ্যসুন্দরী ঝাড়গ্রাম। জেলার বহুপরিচিত দর্শনীয় স্থানগুলির পাশাপাশি এবার পর্যটকদের কাছে নতুন আকর্ষণ হয়ে উঠেছে লাল মাটির হাট। শান্তিনিকেতনের সোনাঝুরির আদলে তৈরি এই হাট পড়েছে পঞ্চমবর্ষে। আগামী ৭ ডিসেম্বর থেকে প্রতি রবিবার শহরের রবীন্দ্রপার্কে বসবে বিশেষ এই হাট। চলবে ২২ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত। জঙ্গলমহলের হস্তশিল্প ও স্থানীয় ব্যবসাকে এগিয়ে দিতেই আয়োজন হয়েছে লালমাটির হাটের। এখানে মিলবে এলাকার মহিলাদের হাতে তৈরি নানা সামগ্রী, জঙ্গলমহলের গয়না, ঘর সাজানোর উপকরণ, পঞ্চিপাহাট শাড়ি, পাশাপাশি থাকবে স্থানীয় স্বাদের বিশাল পসরা। শালপাতায় মোড়া পোড়া মাংসের পিঠে, ডুমু পিঠে-সহ নানা আদিবাসী খাবার পর্যটকদের আকর্ষণ করছে। ঝাড়গ্রামে

■ হাটের সূচনা উপলক্ষে পদযাত্রা।

এসে বেলপাহাড়ি, গোপীবল্লভপুর এবং চিলকিগড় ঘোরার পর বিকেল হলে অনেক পর্যটকই ভিড় জমাচ্ছেন লাল মাটির হাটে। কেনাকাটা থেকে খাওয়াদাওয়া সব মিলিয়ে রঙিন হয়ে উঠছে রবীন্দ্রপার্ক। হাটের সূচনা উপলক্ষে বুধবার রবীন্দ্রপার্ক থেকে ধামসা-মাদল ও ছৌনাচের তালে পদযাত্রা করেন হাটের সদস্যরা। ঝাড়গ্রামের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, গ্রামবাংলার শিল্প ও স্থানীয় মানুষের উদ্যোগে লাল মাটির হাট এখন উৎসবের আবহে নতুন আকর্ষণ।

জঙ্গলমহলের রুখা জমিতে গাঁদাচাষে কর্মসংস্থানের দিশা

দেবব্রত বাগ • ঝাড়গ্রাম

প্রতি বছর শীত নামলেই ঝাড়গ্রামের সিঁদুরগৌরা এলাকায় জমে ওঠে গাঁদা ফুলের চাষ। এই মরশুমের অপেক্ষায় থাকেন এলাকার বহু খেটে-খাওয়া মানুষ। কারণ, রুখা জমিতে বাইরের জেলা থেকে আসা ফুলচাষিদের উদ্যোগে যখন কয়েক একর জুড়ে গাঁদাফুলের বাগান গড়ে ওঠে, তখনই স্থানীয়দের জন্য খুলে যায় অস্থায়ী কর্মসংস্থানের বড় সুযোগ। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, সিঁদুরগৌরার মাটি ও আবহাওয়া গাঁদাফুল চাষের জন্য অত্যন্ত উপযোগী। এই কারণে প্রতি বছরই বাইরের জেলা থেকে চাষিরা এসে অস্থায়ীভাবে জমি নিয়ে ফুলচাষ করেন। তাঁরা জানান, এ

বছরের চাষেও ফলন ভাল হবে বলে আশা করছেন। ফুলচাষিরা জানান, এই জমিতে গাঁদার ফলন খুবই ভাল হয়। আমরা যেমন লাভবান হচ্ছি, তেমনই এখানকার বহু মানুষও রোজগারের সুযোগ পাচ্ছেন। ফুলবাগানে কাজ পাওয়া শ্রমিকদের মতে, গাঁদাচাষ তাদের জন্য আশীর্বাদ। ধান কাটার মরশুমে যেখানে কঠোর পরিশ্রমের তুলনায় আয় কম, সেখানে গাঁদার বাগানে তুলনামূলক কম শ্রমে ভাল মজুরি পাওয়া যায়। ফলে শীতের এই সময়টির দিকে তাঁরা সারা বছর তাকিয়ে থাকেন। শ্রমিকেরা জানান, আমরা চাই প্রতিবার চাষিরা এসে এখানে ফুলচাষ করুন। জীবিকার পথ খুলে যাওয়ায় খুশি চাষাবাদে যুক্ত এলাকার মানুষ।

১০
৬ ডিসেম্বর ২০২৫
শনিবার

আমার বাংলা

6 December, 2025 • Saturday • Page 10 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

প্রাথমিক নিয়োগে রাজ্যের ত্রুটি ছিল না কোর্ট ব্যর্থ করেছে বিজেপির চক্রান্ত : ব্রাত্য

সংবাদদাতা, রায়গঞ্জ : প্রাথমিক নিয়োগে রাজ্যের কোনও ত্রুটি ছিল না। বিজেপির মরিয়া চেষ্টা ব্যর্থ করে কোর্টের রায় তাই প্রমাণ করেছে। এভাবে বিজেপির সমস্ত ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হবে। শুক্রবার রায়গঞ্জ সুরেন্দ্রনাথ মহাবিদ্যালয়ে সাহিত্য উৎসব ও লিটল ম্যাগাজিন মেলায় এসে বিজেপিকে একহাত নিলেন শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু। তিনি আরও বলেন, বিজেপি মরিয়া হয়ে উঠেছে, তারা কী করতে চায়, কী বলতে চায় তার কোনও ফল হবে না। এরপরই উত্তরের সাহিত্য সম্ভবনা নিয়ে মন্ত্রী বলেন, উত্তরবঙ্গে সাহিত্যের সম্ভাবনা রয়েছে। সেই লক্ষ্যেই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় উত্তরের বিভিন্ন জেলায় উত্তরের হাওয়া অনুষ্ঠানের সূচনা করেন। এবছর রায়গঞ্জ শহরকে বেছে নেওয়া হয়েছে এই অনুষ্ঠানের জন্য। সাহিত্য উৎসব ও লিটল ম্যাগাজিন মেলা রাজ্য সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি দফতরের অধীনে এবং পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমির আয়োজনে এই বিশেষ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই অনুষ্ঠান চলবে ৭ ডিসেম্বর পর্যন্ত।

সাহিত্য ও লিটল ম্যাগাজিন মেলার উদ্বোধনে মন্ত্রী ব্রাত্য বসু। উপস্থিত আছেন গোলাম রব্বানি, বিধায়ক কৃষ্ণ কল্যাণী-সহ নেতৃত্ব ও কবি-সাহিত্যিকরা।

এদিন এই অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু। উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মন্ত্রী গোলাম রব্বানি, মন্ত্রী বিপ্লব মিত্র, জেলা পরিষদের সভাধিপতি পম্পা পাল, বিধায়ক কৃষ্ণ কল্যাণী, করণদিঘির বিধায়ক গৌতম পাল, রায়গঞ্জের পুর প্রশাসক সন্দীপ বিশ্বাস, ইসলামপুর পুরসভার চেয়ারম্যান কানাইলাল আগরওয়াল, রায়গঞ্জ সুরেন্দ্রনাথ মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ড. চন্দন রায় প্রমুখ। উত্তরের বিভিন্ন জেলার পত্রপত্রিকার মেলাও অনুষ্ঠিত হয়েছে এখানে। এদিন তিনি বলেন, উত্তরবঙ্গের মাটিতেই বড় বড় সাহিত্যিক নাট্যকর্মী এবং অভিনেতা জন্ম নিয়েছেন। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর অনুপ্রেরণায় উত্তরের হাওয়া উৎসব উত্তরবঙ্গের সব জেলায় অনুষ্ঠিত হয়।

বিজেপির গুন্ডামি অস্ত্র নিয়ে হামলা

সংবাদদাতা, কোচবিহার : বাংলার মানুষের গ্রহণযোগ্যতা হারিয়ে কোণঠাসা বিজেপি ষড়যন্ত্র আর গুন্ডামি করছে। শুক্রবার মাথাভাঙা ১ ব্লকের বৈরাগীরহাট গ্রাম পঞ্চায়েতে তৃণমূল কংগ্রেসের মিছিলে হামলার অভিযোগ উঠল বিজেপির বিরুদ্ধে। গুরুতর জখম অবস্থায় তিন তৃণমূল কর্মী মাথাভাঙা মহকুমা হাসপতালে চিকিৎসাধীন। মিছিলে থাকা বাকি কর্মীদের অভিযোগ, মুখ্যমন্ত্রীর আসন্ন সভাকে সফল করতে তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে মিছিলের আয়োজন করা হয়েছিল। হঠাৎ এই মিছিলে এসে হামলা চালায় বিজেপি আশ্রিত সশস্ত্র দুষ্কৃতীরা। বেশ কয়েকজন আহত হয়েছেন। মাথাভাঙা মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আছেন তিনজন। তৃণমূল কংগ্রেসের দাবি, বিজেপির পায়ের তলায় মাটি নেই বলেই এভাবে হামলা চালিয়েছে রাতের অন্ধকারে।

খুন তৃণমূল কর্মী

প্রতিবেদন : বীরভূমে ফের দুষ্কৃতীদের হাতে খুন তৃণমূল কর্মী। নানুর বিধানসভা এলাকার পাতিসারা গ্রামের বাসিন্দা তৃণমূল কর্মী দোদন বাগদীকে কুপিয়ে খুন! বিজেপি দুষ্কৃতীদের হাতে আক্রান্ত হয়েছেন আরও তিন তৃণমূল কর্মী। আহতদের দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। খুনের জেরে এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। পুলিশ মৃত তৃণমূল কর্মীর দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠিয়েছে। হামলাকারী বিজেপি দুষ্কৃতীদের তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

সংহতি দিবস

(প্রথম পাতার পর)

তরফে মঞ্চ ও তার আশপাশ অঞ্চল পরিদর্শন করা হয়। তৃণমূল নেতৃত্বের সঙ্গে তাঁরা বৈঠকও করেন। টিএমসিপি সভাপতি জানান, সেনাবাহিনীর তরফে কিছু বিষয় জিজ্ঞাসা করা হয়েছে। ওঁরা কিছু বিষয় বলেছেন, আমরা সেগুলো শুনেছি। ৪, ৫ এবং ৬ ডিসেম্বর অনুমতি নেওয়া আছে এই সভার কাজের জন্য। ১৯৯২-এর ৬ ডিসেম্বর বাবরি মসজিদ ধ্বংসের পর গোটা দেশ উত্তাল হয়ে উঠেছিল। তৃণমূল কংগ্রেস দীর্ঘ বছর ধরেই এই দিনটি সংহতি দিবস হিসেবে পালন করে আসছে। সম্প্রীতির বাংলায় বিজেপি যেভাবে সাম্প্রদায়িকতার বিষ ছড়ানোর চেষ্টা করে চলেছে তার বিরুদ্ধে লড়াই করছে তৃণমূল।

শতাব্দীর কণ্ঠরোধ

(প্রথম পাতার পর)

তাহলে হিন্দি এবং উর্দুতে কথা বলা বিজেপি সাংসদদের পাকিস্তানে পাঠানো হচ্ছে না কেন? মোদিজির তারিফ করলে ১০ মিনিট বক্তব্য রাখতে দেওয়া হয়। আর বাংলার বঞ্চনা, বাংলার অপমান নিয়ে বলতে গেলে মাত্র ১ মিনিট? এইভাবে গায়ের জোরে সংসদ চলতে পারে না! প্রসঙ্গত, এদিনের অধিবেশনেও সংসদের ভিতরে ও বাইরে বাংলাকে বঞ্চনার ইস্যুতে সোচ্চার হয়ে সংসদ-চত্বরে ধরনা দেন তৃণমূল সাংসদেরা। ছিলেন ডেরেক ও'ব্রায়েন, কাকলি ঘোষদস্তিদার, শতাব্দী রায়, দোলা সেন, মিতালি বাগ, বাপি হালদার, কীর্তি আজাদ-সহ অন্য সাংসদরা।

যাবেন মুখ্যমন্ত্রী

(প্রথম পাতার পর)

রাখতে বলা হয়েছে রাজ্য সচিবালয়ের পক্ষ থেকে। গত ৩ ও ৪ ডিসেম্বর দলনেত্রী যথাক্রমে মালদহ ও মুর্শিদাবাদে জনসভা করেন। এর আগে জনসভা করেন উত্তর ২৪ পরগনার বনগাঁতে। বনগাঁর সভা থেকে শুরু করে ডিসেম্বরের প্রথম থেকেই জেলায় জেলায় জনসভা করছেন নেত্রী। তার মধ্যে এবার কোচবিহারে মুখ্যমন্ত্রী প্রশাসনিক বৈঠক করবেন সোমবার। মঙ্গলবার জনসভা করবেন রাসলীলা ময়দানে। তার প্রস্তুতি চলছে জোরকদমে।

মহাকাল মন্দিরের জায়গা পরিদর্শন

সংবাদদাতা, শিলিগুড়ি: শিলিগুড়ির মাটিগাড়া এলাকায় গড়ে উঠতে চলেছে রাজ্যের অন্যতম বৃহৎ মহাকাল মন্দির। সেই মন্দির নির্মাণের স্থানটি পরিদর্শন করলেন শিলিগুড়ি পুরনিগমের মেয়র গৌতম দেব। ছিলেন ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার-সহ সংশ্লিষ্ট দফতরের আধিকারিকরা। মোট ৫৪ বিঘা জমির উপর তৈরি হবে এই মহাকাল মন্দির। পরিদর্শন শেষে মেয়র গৌতম দেব বলেন, মহাকাল মন্দির নির্মাণের জন্য মন্ত্রিসভার অনুমোদন ইতিমধ্যেই মিলেছে। নির্মাণকাজও শুরু হবে তাড়াতাড়ি। এই প্রকল্প বাস্তবায়নে পুরনিগম সম্পূর্ণ সহযোগিতা করবে। প্রসঙ্গত, সম্প্রতি উত্তরবঙ্গে এসে নতুন মহাকাল মন্দির তৈরির ঘোষণা করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই ঘোষণামতো মাটিগাড়ায় মহাকাল মন্দির তৈরির জন্য আনুষ্ঠানিক ভাবে জমি বরাদ্দ করেছে রাজ্য সরকার। প্রসঙ্গত, সোমবার নবান্নে মন্ত্রিসভার বৈঠকের পর সাংবাদিক বৈঠকে এই সিদ্ধান্তের কথা জানান মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য। তিনি বলেন, এই প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে উত্তরবঙ্গে ধর্মীয় পর্যটনের নতুন দিগন্ত খুলে যাবে।

পরিদর্শনে মেয়র গৌতম দেব, রঞ্জন সরকার প্রমুখ।

দুটি লরির সংঘর্ষে গুরুতর আহত দুই

সংবাদদাতা, জলপাইগুড়ি: দুটি লরির সংঘর্ষে গুরুতর জখম দুই চালক। শুক্রবার ধূপগুড়ি স্টেশন মোড় এলাকার ঘটনা। এদিন ফালাকাটা থেকে সার বোঝাই একটি লরি হলদিবাড়ির দিকে যাচ্ছিল। সেই সময় বিপরীত দিক থেকে অসমের উদ্দেশে জলপাইগুড়ি থেকে ফিরছিল একটি এলপি ট্রাক। ওভারব্রিজের কাছে এসে অসমগামী ট্রাকটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সার বোঝাই লরিটিকে সজোরে ধাক্কা মারে। বিকট শব্দে কেঁপে ওঠে আশপাশের এলাকা। শব্দ শুনে ছুটে আসেন স্থানীয়রা। দুর্ঘটনার জেরে স্টিয়ারিংয়ের মধ্যে আটকে পড়েন দুই চালক ফালাকাটার বাসিন্দা সমীর সরকার (৪৮) এবং অসমের বাসিন্দা রঞ্জন সাউ (৪০)। প্রায় আধঘণ্টা ধরে গাড়ির ভিতরে আটকে থাকেন। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় দমকল এবং ধূপগুড়ি থানার পুলিশ। স্থানীয়দের সহায়তায় দু'জনকে গাড়ির ভেতর থেকে উদ্ধার করে ধূপগুড়ি মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়।

দেশে ফিরলেন সোনালি বিবি

(প্রথম পাতার পর)

ছিলেন সোনালি ও তাঁর সন্তান। বারবার কেন্দ্রের কাছে আবেদন ছিল তাঁর সন্তান যেন ভারতেই জন্মায়।

দিল্লিতে পরিযায়ী শ্রমিক হিসেবে কাজ করছিলেন সোনালি ও তাঁর পরিবার। বাংলায় কথা বলায় তাঁকে বাংলাদেশি তকমা দিয়ে কোনওরকম তথ্য-প্রমাণ ছাড়াই বিএসএফ অসম সীমান্ত দিয়ে বাংলাদেশে পাঠিয়ে দেয়। তীব্র ক্ষোভে ফেটে পড়ে রাজনৈতিক মহল। মামলা গড়ায় কলকাতা হাইকোর্ট ও সুপ্রিম কোর্টে। সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি জয়মাল্য বাগচী শুনানিতে জানতে চান, সোনালির বাবা-মা ভারতীয় নাগরিক। তাহলে তাঁকে বাংলাদেশি বলা হচ্ছে কোন তথ্যের ভিত্তিতে? নাগরিকত্ব যাচাইয়ের পদ্ধতিই বা কীভাবে করা হল? সোনালি একজন অন্তঃসত্ত্বা মহিলা এবং সঙ্গে রয়েছে তাঁর অপ্রাপ্তবয়স্ক সন্তান। তাঁদের স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা বিষয়টি উপেক্ষা করে কীভাবে বাংলাদেশে পাঠানো হল? অন্যদিকে বাংলাদেশের আদালতও শুনানিতে স্পষ্ট জানিয়ে দেয়, সোনালি বাংলাদেশের নাগরিক নন। তাঁর তথ্য-প্রমাণগুলি স্পষ্ট করছে তিনি ভারতীয় নাগরিক। ফিরিয়ে আনার ব্যাপারে তৃণমূল কংগ্রেস, বিশেষত সাংসদ সামিরুল ইসলাম দীর্ঘ লড়াই চালিয়েছেন। এই ঘটনা প্রমাণ করছে দেশের অভিভাষণ নীতি কতখানি ঠুনকো এবং পরিচয় যাচাই ব্যবস্থাও দুর্বল তথ্যের উপর দাঁড়িয়ে রয়েছে। আপাতত বাকি চারজনকে ফেরানোই লক্ষ্য সামিরুলদের।

মৃত্তিকা দিবসে বিশেষ উদ্যোগ কৃষি দফতরের

সংবাদদাতা, আলিপুরদুয়ার : ৫ ডিসেম্বর বিশ্ব মৃত্তিকা দিবস। এদিন একটু আলাদা রকমে পালিত হল কালচিনি ব্লক কৃষি দফতরে। এদিন স্থানীয় কৃষকদের সঙ্গে নিয়ে, তাঁদের দিয়ে কেক কাটিয়ে, উদযাপন করা হল এই বিশেষ দিনটি। তবে এই উদযাপনের মোড়কে ব্লকের কৃষকদের প্রতি নিজেদের দায়িত্ব কিন্তু ভুলে যাননি কৃষিকর্তারা। এদিন ব্লকের মেন্দাবাড়ি এলাকার ১০০ জন কৃষকের হাতে তাঁদের কৃষিজমির স্বাস্থ্যের দলিলও তুলে দেন কৃষিকর্তারা। এই ব্লকের কৃষকদের নিয়ে ইতিমধ্যেই বিভিন্ন চাষে নজির গড়েছে জেলা কৃষি দফতর। এর পাশাপাশি আরও নতুন কী কী চাষ এই ব্লকের মাটিতে হতে পারে, তা নিয়ে ব্লকের বিভিন্ন এলাকার, বহু কৃষকের জমির মাটি পরীক্ষা করার জন্য নিয়ে গিয়েছিল কৃষি দফতর। এদিন বিশ্ব মৃত্তিকা দিবসের অনুষ্ঠানে, ওই সমস্ত কৃষকের চাষের জমির স্বাস্থ্যের রিপোর্ট একটি দলিল আকারে তাঁদের হাতে তুলে দেওয়া হয়। কৃষিকর্তাদের বক্তব্যে জানা গেছে, ওই সব এলাকায় ধান, হলুদ, সুপারি সহ-আরও বহু ফসল চাষ করলে ভাল মানের ও ভাল পরিমাণে ফসল ঘরে তুলতে পারবেন এলাকার কৃষকরা। এদিনের অনুষ্ঠানে কৃষকদের জৈব চাষে উৎসাহিতও করা হয়। কৃষিকর্তারা জানিয়েছেন, কৃষকদের যে কোনও সহায়তায় পাশে রয়েছে রাজ্য কৃষি দফতর।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

ঋণগ্রহীতাদের স্বস্তি দিয়ে রেপো রেট আরও ২৫ বেসিস পয়েন্ট কমাল রিজার্ভ ব্যাঙ্ক। আরবিআই গভর্নর সঞ্জয় মালহোত্রা জানিয়েছেন, রেপো রেট ৫.৫০ শতাংশ থেকে কমিয়ে ৫.২৫ শতাংশ করা হয়েছে

দিল্লি দরবার

6 December 2025 • Saturday • Page 11 || Website - www.jagobangla.in

নিম্নমানের ওষুধ

অভিষেকের প্রশ্নের সদুত্তর নেই কেন্দ্রের

নয়াদিল্লি: নিম্নমানের ওষুধ নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করলেন লোকসভায় তৃণমূলের দলনেতা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি প্রশ্ন তুলেছেন, নিম্নমানের ওষুধ প্রস্তুতকারী সংস্থাগুলির বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা কি নিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার? এই ধরনের ওষুধ প্রস্তুতকারী সংস্থাগুলির বিরুদ্ধেই বা কী ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে? এখানেই শেষ নয়, তিনি জানতে চেয়েছিলেন, ওষুধের মান নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে কী কী পদক্ষেপ করেছে কেন্দ্র? কত ওষুধ উত্তীর্ণ হতে পারেনি পরীক্ষায়? তাঁর প্রশ্নে স্বাভাবিকভাবেই ঘোরতর অস্বস্তিতে পড়ে গিয়েছে মোদি সরকার। বেশকিছু পদক্ষেপের কথা তারা জানালেও নিম্নমানের ওষুধ থেকে দেশের মানুষকে সুরক্ষিত রাখতে কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে কি না, তার কোনও সুস্পষ্ট উত্তর মেলেনি।

এসআইআর বিভ্রাট?

বিগ-বি এবার ঝাঁসির ভোটার তালিকায়!

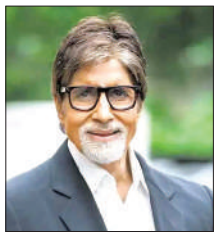

লখনউ: অবাক কাণ্ড! এসআইআর-বিভ্রাটের শিকার বিগ-বি অমিতাভ বচ্চনও। প্রতিবারই তাঁকে ভোট দিতে দেখা যায় মুম্বইয়ের জুহুতে। অথচ আশ্চর্যের বিষয়, বিশেষ নিবিড় সংশোধনের সময় নাকি দেখা গেছে, অমিতাভ বচ্চন উত্তরপ্রদেশের ঝাঁসির বাসিন্দা। শুধু তিনি নন, তাঁর বাবার নামও রয়েছে ঝাঁসির ভোটার তালিকায়। এসআইআর বলছে, ২০০৩ সালের ভোটার তালিকায় রয়েছে অমিতাভর নাম। সেই তালিকাতেই রয়েছে তাঁর বাবা হরিবংশ রাই বচ্চনের নাম। ঝাঁসির ওর্চা গেট এলাকার বাসিন্দা হিসেবে দেখানো হয়েছে তাঁদের। কিন্তু যে ৫৪ নম্বর বাড়ির কথা বলা হয়েছে তাঁদের ঠিকানা হিসেবে, দেখা যাচ্ছে ওই ঠিকানায় এখন কোনও বাড়িরই অস্তিত্ব নেই। সেখানে রয়েছে একটি মন্দির। আরও আশ্চর্যের বিষয়, ওই একই ঠিকানায় রয়েছে আরও এক পিতা-পুত্রের নাম। পুরো ঘটনাটা জানাজানি হওয়ার পরে ব্যাপক চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছে ওই এলাকায়। বাসিন্দারা জানিয়েছেন, এলাকায় কোনওদিনই আসেননি বিগ-বি।

মনরেগা নিয়ে মোদি সরকারের মিথ্যাচার ফাঁস ডেরেকের

তৃণমূলের তথ্য-পরিসংখ্যান আর যুক্তিতে সংসদে কোণঠাসা বিজেপি

সুদেষ্ণা ঘোষাল ● নয়াদিল্লি

মনরেগার টাকা আটকে রাখা হয়েছে কেন? কোন যুক্তিতে দীর্ঘ ৩ বছর ধরে বাংলার শ্রমিকদের আইনসঙ্গত কাজের অধিকার এবং বেতনের নিশ্চয়তা থেকে বঞ্চিত করছে কেন্দ্রের মোদি সরকার? বৃহস্পতিবার রাজ্যসভায় এই প্রশ্ন তুলে বিজেপিকে একেবারে কোণঠাসা করে দিলেন তৃণমূলের রাজ্যসভার দলনেতা ডেরেক ও'ব্রায়েন। রীতিমতো তথ্য এবং পরিসংখ্যান পেশ করে বাংলার শ্রমিকদের প্রতি কেন্দ্রের নির্লজ্জ বঞ্চনার ছবি তুলে ধরলেন তিনি। একই সঙ্গে তিনি টেনে খুলে দিলেন মোদি সরকারের মিথ্যাচারের মুখোশ। ডেরেক ও'ব্রায়েনের যুক্তি, ২০২২ সালে মনরেগা খাতে অর্থ দেওয়া বন্ধ করে দেওয়ার আগে পর্যন্ত এই প্রকল্পে বাংলা ছিল সেরা পারফর্মার। ঘরে-বাইরে কাজ হয়েছিল ১.৩৭ কোটি ক্ষেত্রে। বছরে ৭০ লক্ষ গৃহস্থলী থেকে কাজ পেতেন শ্রমিকরা। পুকুর খোঁড়া থেকে শুরু করে, রাস্তা মেরামতি, বাঁধ নির্মাণ থেকে শুরু করে বিভিন্নরকম কাজ করতেন তাঁরা। সততার সঙ্গে পরিশ্রমের বিনিময়ে তাঁরা বেতন পেতেন। কিন্তু গত ৩ বছর তাঁদের কাজ এবং পারিশ্রমিকের আইনগত অধিকার বঞ্চিত হয়ে তাঁরা শুধুই নীরবে অপেক্ষা করে চলেছেন। তৃণমূলের রাজ্যসভার দলনেতা ডেরেক ও'ব্রায়েন তথ্য এবং পরিসংখ্যান তুলে ধরে বলেছেন, শুক্রবার ৫ ডিসেম্বর পর্যন্ত ১০০ দিনের কাজের খাতে বাংলার ৫২,০০০ কোটি টাকা আটকে রেখেছে কেন্দ্র। ৩ বছর ধরে বাংলার ৫৯ লক্ষ শ্রমিককে তাঁদের ন্যায্য পাওনা থেকে বঞ্চিত করছে কেন্দ্রের মোদি সরকার।

ডেরেক এদিন সরাসরি ৩টি লিখিত প্রশ্ন তুলে গভীর অস্বস্তিতে ফেলে দিয়েছেন বিজেপিকে। সুপ্রিম কোর্ট কি ২০২৫-এর অক্টোবর বাংলায় মনরেগা প্রকল্প আবার চালু করতে নির্দেশ দিয়েছে? যদি তা হয়, সেই নির্দেশ অনুযায়ী তহবিলের টাকা দেওয়া, কাজের অনুমোদন এবং শ্রমিকদের বকেয়া টাকা মেটানোর জন্য কী ব্যবস্থা নিয়েছে কেন্দ্র? কেন্দ্র যে সময় বাংলাকে এই খাতে অর্থসরবরাহ বন্ধ রেখেছে, সেই সময় পশ্চিমবঙ্গ সরকার যে অর্থ খরচ করেছে , তা কি মিটিয়ে দেবে কেন্দ্র? চাঁচাছোলা ভাষায় তৃণমূল প্রশ্ন তুলেছে, ৩ বছরেরও বেশি সময় ধরে ১০০ দিনের কাজের তহবিলের টাকা আটকে রাখার পরে মোদি সরকার কি অস্বীকার করতে পারবে যে কাজের আইনসঙ্গত অধিকারকে গ্রাম বাংলার মানুষের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক অস্ত্রে পরিবর্তিত করেছে তারা? ডেরেক সুস্পষ্টভাবে মনে করিয়ে দিয়েছেন, এটা কিন্তু কোনও কোনও দলের রাজনৈতিক দাবি নয়। রাজ্যের ২.৫৭ কোটি শ্রমিক, যাঁরা কাজের আইনসঙ্গত অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন, তাঁদের ন্যায্য দাবি। ৫৯ লক্ষ শ্রমিক যথাযথভাবে কাজ করার সত্ত্বেও ৩ বছর ধরে মাসের শেষে তাঁদের প্রাপ্য বেতন বা পারিশ্রমিক দেওয়া হচ্ছে না। অথচ সুপ্রিম কোর্ট স্পষ্ট নির্দেশ দিয়েছে মনরেগা প্রকল্প আবার শুরু করতে হবে। আমরা জানতে চাই, মনরেগা প্রকল্পের কাজ আবার কবে পুরোপুরিভাবে চালু করবে কেন্দ্র? আইন যেভাবে নিশ্চয়তা দিয়েছে, তা মেনে বাংলার জন্য করে কবে থেকে আবার নিয়মিত অর্থবরাদ্দ করবে কেন্দ্র? কবে শ্রমিকরা তাঁদের আইনগত অধিকারের কাজ এবং বেতন পাবেন? মোদি সরকার কেন এ নিয়ে এখনও পর্যন্ত রাজ্য সরকারকে লিখিতভাবে কিছু জানাচ্ছে না?

এদিকে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন সংসদকে বিভ্রান্ত করেছেন, রাজ্যসভায় বাংলার বিরুদ্ধে অসত্য বিবরণ তুলে ধরে— এই অভিযোগ জানিয়ে রাজ্যসভার চেয়ারম্যান এবং উপরাষ্ট্রপতি সি পি রাধাকৃষ্ণনকে চিঠি লিখেছেন তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্যসভার ডেপুটি লিডার সাগরিকা ঘোষ। বৃহস্পতিবার রাজ্যসভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন দাবি করেছেন, বাংলা থেকে চলে গিয়েছে ৭০০০ সংস্থা। কিন্তু কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী এই তথ্য রাজ্যসভায় জানাননি যে, গত ১৪ বছরে বাংলায় ১ লক্ষের বেশি কোম্পানি নিবন্ধিত হয়েছে। এদিকে লোকসভার সাংসদ কীর্তি আজাদের মন্তব্য, বিজেপি আসলে বাংলার মানুষকে কতটা অপচ্ছন্দ করে তার প্রমাণ বাংলার ২ লক্ষ কোটি টাকা ইচ্ছে করে আটকে রাখা। এদিন ন্যাশনাল কনফারেন্সের ৩ সাংসদ দিল্লিতে দেখা করেন ডেরেকের সঙ্গে। জম্মু-কাশ্মীরের পূর্ণ মর্যাদার বিষয়ে আলোচনা করেন।

শুক্রবারও সংসদের ভিতরে ও বাইরে বাংলার বঞ্চনার প্রতিবাদে সোচ্চার হলেন তৃণমূল সাংসদরা। এদিন সংসদ পরিসরে ধরনাও দেন তাঁরা। তাঁদের হাতে ছিল বাংলার বকেয়া ৫২০০০ কোটি টাকা দেওয়ার দাবি সম্বলিত পোস্টার। ধরনায় উপস্থিত ছিলেন ডেরেক ও'ব্রায়েন, কাকলি ঘোষদস্তিদার, শতাব্দী রায়, দোলা সেন, মিতালি বাগ, বাপি হালদার, কীর্তি আজাদ সহ অন্য সাংসদরা। বাংলার পাওনা ৫২০০০ কোটি টাকা আটকানো হয়েছে কার স্বার্থে? মোদি-শাহ জবাব দাও, বিজেপি জবাব দাও— স্লোগান দেন তৃণমূল সাংসদরা।

সৌগত রায় (লোকসভা)
বাংলার মানুষকে বঞ্চনা করাটাই বিজেপির ধর্ম। বাংলার ন্যায্য পাওনা ২ লক্ষ কোটি টাকা আটকে রেখেছে কেন্দ্র। এই টাকা না পাওয়া পর্যন্ত লড়াই অব্যাহত থাকবে।

কাকলি ঘোষদস্তিদার (লোকসভা)
রাজনৈতিক প্রতিহিংসার কারণে মানুষের হকের ১০০ দিনের টাকা আটকে রেখেছে বিজেপি নেতৃত্বাধীন কেন্দ্র। এর বিরুদ্ধে লড়াই চলবে।

দোলা সেন (রাজ্যসভা)
যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর উপর, বাংলার মানুষের সাংবিধানিক অধিকারের উপর বিজেপি যেভাবে আঘাত হানছে, তা সহ্য করব না। ১০০ দিনের কাজ নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের রায়ও মানছে না কেন্দ্র।

সুস্মিতা দেব (রাজ্যসভা)
১০০ দিনের কাজের টাকা আটকে রেখে সাধারণ মানুষের অধিকার কেড়ে নেওয়া অনৈতিক, অমানবিক ও সংবিধানিক ।

সায়নী ঘোষ (লোকসভা)
বাংলাকে বঞ্চিত করাই বিজেপির টপ প্রায়োরিটি। বাঙালিকে ভাতে মারতে চাইছে ওরা। শিশুদের মিড-ডে মিলের টাকা থেকে শুরু করে গরিব মানুষের ১০০ দিনের কাজের টাকা, আবাসের টাকা জোর করে আটকে রাখছে বিজেপির কেন্দ্র।

মিতালি বাগ (লোকসভা)
একটা শিশুর জন্য বরাদ্দ মাত্র ১ টাকা ৯ পয়সা এবং গর্ভবতী মায়ের জন্য বরাদ্দ মাত্র ১ টাকা ৬৩ পয়সা। এই নামমাত্র বরাদ্দে কি অপুষ্টি দুর করা সম্ভব?

রচনা বন্দ্যোপাধ্যায় (লোকসভা)
শিয়ালদহ-আজমের এক্সপ্রেস ব্যান্ডেল জংশন স্টেশনে দাঁড় করানো হচ্ছে না কেন?

প্রতিমা মণ্ডল (লোকসভা)
জলজীবন মিশনের টাকা কেন আটকে রেখেছে কেন্দ্রীয় সরকার? বরাদ্দই বা কমানো হয়েছে কোন যুক্তিতে?

কালিপদ সোরেন (লোকসভা)
সাঁওতালি ভাষা ও সাহিত্যের সমৃদ্ধির জন্য জঙ্গলমহলে একটি কেন্দ্রীয় সাঁওতালি বিশ্ববিদ্যালয় চালু করা হোক।

প্রকাশচিক বরাইক (রাজ্যসভা)
কাজ করিয়ে নেওয়ার পরও বাংলার গরিব মানুষের ৫২ হাজার কোটি টাকা দিচ্ছে না বিজেপির কেন্দ্র। অন্যায়ভাবে আটকে রেখেছে মোদি সরকার।

মহঃ নদিমুল হক (রাজ্যসভা)
১০০ দিনের কাজের ৫২ হাজার কোটি টাকা আটকে রেখে বাংলা সঙ্গে সরাসরি বিশ্বাসঘাতকতা করেছে কেন্দ্র।

দেশ বিদেশ

6 December, 2025 • Saturday • Page 12 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

ওয়ার্নার ব্রাদার্সকে কিনে নিল নেটফ্লিক্স। জনপ্রিয় অনলাইন স্ট্রিমিং প্ল্যাটফর্মের অধীনে এল ওয়ার্নার ব্রাদার্স ডিসকভারির টিভি ও ফিল্ম স্টুডিয়ো। নেটফ্লিক্সের অধীনে এল এইচবিও ম্যাক্স, এইচবিও ও স্ট্রিমিং প্ল্যাটফর্মগুলি। ৭২০০ কোটি ডলারের চুক্তিতে এই হস্তান্তর

ইন্ডিগোতে বেনজির আকাশ-বিপর্যয়

দেশে ৯০০-র বেশি উড়ান বাতিল

সময়মতো পরিষেবা নামল ৮.৫ শতাংশে

নয়াদিল্লি: দেশ জুড়ে যাত্রীদের চরম ভোগান্তিতে ফেলে ইন্ডিগো এয়ারলাইন্সের পরিষেবায় বেনজির বিপর্যয় দেখা দিয়েছে। অসামরিক বিমান পরিবহণ মন্ত্রকের তথ্য অনুযায়ী, গত বৃহস্পতিবার ছটি প্রধান মেট্রো বিমানবন্দরে ইন্ডিগোর সময়মতো পরিষেবা (ওটিপি) ভয়াবহভাবে কমে মাত্র ৮.৫ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। এদিকে বিপর্যয়ের জেরে টিকিটের দাম লক্ষাধিক টাকা পর্যন্ত উঠেছে। এই ব্যাপক সংকটের জেরে দিল্লি বিমানবন্দর থেকে মধ্যরাত পর্যন্ত ইন্ডিগোর সমস্ত অভ্যন্তরীণ ফ্লাইট বাতিল করা হয়। বৃহস্পতিবার ও শুক্রবার মিলিয়ে ৯০০-এরও বেশি ফ্লাইট বাতিল হওয়ায় এবং বহু ফ্লাইটে বিলম্ব হওয়ায় কয়েকশো যাত্রী ভোগান্তির শিকার হয়েছেন। এই ব্যাপক বিশৃঙ্খলার জন্য ক্ষমা চেয়ে ইন্ডিগো এক প্রেস বিবৃতিতে জানিয়েছে, গত দুদিন ধরে তাদের নেটওয়ার্ক 'উল্লেখযোগ্যভাবে ব্যাহত' হয়েছে। এয়ারলাইনটি স্বীকার করেছে যে ফ্লাইট ডিউটি টাইম লিমিটেশন (এফডিটিএল) নিয়মের দ্বিতীয় পর্যায় বাস্তবায়নে 'ভুল বিচার ও পরিকল্পনার ত্রুটি'র কারণেই এই বিপর্যয় ঘটেছে। তারা ডিজিসিএ-কে জানিয়েছে, ৮ ডিসেম্বর থেকে তারা ফ্লাইট সংখ্যা কমিয়ে দেবে এবং আশা করছে ২০২৬ সালের ১০ ফেব্রুয়ারির মধ্যেই সম্পূর্ণ স্বাভাবিক পরিষেবা ফিরিয়ে আনা সম্ভব হবে।

গ্রাহকদের সুবিধার জন্য ইন্ডিগো ঘোষণা করেছে যে বাতিল হওয়া ফ্লাইটের জন্য স্বয়ংক্রিয়ভাবে পুরো টাকা ফেরত দেওয়া হবে। এছাড়াও, ৫ ডিসেম্বর থেকে ১৫ ডিসেম্বর, ২০২৫-এর মধ্যে বুকিং-এর সমস্ত বাতিল এবং সময়সূচি পরিবর্তনের অনুরোধের জন্য সম্পূর্ণ ছাড় দেওয়া হচ্ছে। গ্রাহকদের জন্য বিভিন্ন শহরে হাজার হাজার হোটেলের ঘর এবং স্থল পরিবহণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। পাশাপাশি, বিমানবন্দরে অপেক্ষারত যাত্রীদের জন্য খাদ্য ও জল খাবারের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। অসামরিক বিমান পরিবহণ মন্ত্রী কে রামমোহন নাইডু ইন্ডিগোর এই পরিস্থিতি পর্যালোচনা করেছেন এবং বিমান ভাড়া নিয়ন্ত্রণে রেখে অবিলম্বে অপারেশন স্বাভাবিক করার নির্দেশ দিয়েছেন। নতুন এফডিটিএল নিয়মের জন্য পর্যাপ্ত সময় সত্ত্বেও মসৃণ পরিবর্তন নিশ্চিত করতে ব্যর্থ হওয়ায় তিনি এই এয়ারলাইনের কড়া সমালোচনা করেন। এই পরিস্থিতির জেরে লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী শুক্রবার অভিযোগ করেন যে ইন্ডিগোর এই বিপর্যয় হল বিজেপি-নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রের মনোপলি মডেলের ফল। তিনি বলেন, ভারতের প্রতিটি ক্ষেত্রে ন্যায্য প্রতিযোগিতা প্রয়োজন, 'ম্যাচ-ফিক্সিং মনোপলি' নয়।

এদিকে, অসামরিক বিমান পরিবহণ মন্ত্রক এই সংকট মোকাবিলায় জরুরি এবং সক্রিয় পদক্ষেপ নিয়েছে। এয়ার সেফটির সঙ্গে কোনও আপস না করে, শুধুমাত্র যাত্রী, বিশেষ করে প্রবীণ নাগরিক, ছাত্র, রোগী এবং অন্যান্য অপরিহার্য কাজে ভ্রমণকারীদের স্বার্থে ডিজিসিএ-র এফডিটিএল নির্দেশগুলি অবিলম্বে স্থগিত রাখা হয়েছে। মন্ত্রকের নির্দেশ অনুসারে, পরিষেবা দ্রুত স্বাভাবিক করতে একাধিক অপারেশনাল ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে এবং আশা করা হচ্ছে শনিবারের মধ্যে ফ্লাইট শিডিউল স্বাভাবিক হতে শুরু করবে। সম্পূর্ণ পরিষেবা আগামী তিনদিনের মধ্যে পুনরুদ্ধার করা সম্ভব হবে বলে আশা করা হচ্ছে। মন্ত্রক নির্দেশ দিয়েছে যে বিমান সংস্থাগুলিকে উন্নত অনলাইন ব্যবস্থার মাধ্যমে নিয়মিত ও নির্ভুল আপডেট দিতে হবে, স্বয়ংক্রিয়ভাবে সম্পূর্ণ অর্থ ফেরত দিতে হবে এবং দীর্ঘ বিলম্বের কারণে আটকে পড়া যাত্রীদের জন্য হোটেলের ব্যবস্থা করতে হবে। এছাড়াও, প্রবীণ নাগরিক ও ভিন্নভাবে সক্ষমদের জন্য বিশেষ অগ্রাধিকার এবং লাউঞ্জ অ্যাক্সেস-সহ সমস্ত ক্ষতিগ্রস্ত যাত্রীদের জন্য জলখাবার ও প্রয়োজনীয় পরিষেবার ব্যবস্থা করতে বলা হয়েছে। পরিস্থিতি রিয়েল-টাইমে পর্যবেক্ষণের জন্য একটি ২৪×৭ কন্ট্রোল রুমও স্থাপন করা হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকার ইন্ডিগোর এই বিপর্যয়ের কারণ খতিয়ে দেখতে দায়বদ্ধতা নির্ধারণ এবং ভবিষ্যতে অনুরূপ ঘটনা প্রতিরোধে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য একটি উচ্চপর্যায়ের তদন্তের সিদ্ধান্ত নিয়েছে স্থানীয় স্তরেও এর প্রভাব পড়েছে। পুনে বিমানবন্দরে শুক্রবার পরিস্থিতি আরও খারাপ হয়, যেখানে ৪৬টি (২৩টি আগমন ও ২৩টি প্রস্থান) ইন্ডিগো ফ্লাইট বাতিল হওয়ায় শত শত যাত্রী আটকে পড়েন। দীর্ঘ লাইন, লাগেজ খুঁজে না পাওয়া, বারবার সময়সূচি পরিবর্তন এবং এয়ারলাইন কাউন্টারে বিভ্রান্তির ফলে যাত্রীরা চরম ভোগান্তির শিকার হন। কলকাতাতেও ইন্ডিগো বিপর্যয়ের জেরে ৯২টি উড়ান বাতিল করতে হয়েছে।

পুতিন-মোদি বৈঠকে পরমাণু ও সামরিক চুক্তিতে বিশেষ জোর

৬ সমঝোতাপত্র স্বাক্ষর

নয়াদিল্লি: বহু প্রতীক্ষিত দ্বিপাক্ষিক আলোচনা ও কৌশলগত অংশীদারিত্বকে নতুন গতি দিতে রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন ঝটিকা সফরে বৃহস্পতিবার ভারতে এসেছেন। শুক্রবার তাঁর মূল কর্মসূচি শুরু হয়। দিনের শুরুতেই প্রেসিডেন্ট পুতিন সরাসরি রাজঘাটে যান এবং জাতির জনক মহাত্মা গান্ধীর প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণ করেন, যা দুই দেশের ঐতিহাসিক বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের ইঙ্গিত বহন করে। এরপর তাঁর ঠাসা কর্মসূচি ছিল। রাষ্ট্রপতি ভবনে আনুষ্ঠানিক সংবর্ধনা শেষে প্রেসিডেন্ট পুতিন সরাসরি হায়দরাবাদ হাউসে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে শীর্ষ বৈঠকের জন্য উপস্থিত হন। এই বৈঠকে দুই নেতা ভারত-রুশ কৌশলগত অংশীদারিত্বের বিভিন্ন দিক, বিশেষ করে প্রতিরক্ষা, শক্তি, বাণিজ্য এবং বহুপাক্ষিক প্ল্যাটফর্মগুলিতে সহযোগিতা নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা করেন। প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে এস-৪০০ এয়ার ডিফেন্স সিস্টেমের সময়মতো সরবরাহ এবং ভবিষ্যতে যৌথভাবে সামরিক হার্ডওয়্যার উৎপাদনের বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় বলে জানা গেছে। পাশাপাশি, পারমাণবিক বিদ্যুৎ উৎপাদন এবং তেল ও গ্যাসের মতো ঐতিহ্যবাহী জ্বালানি সরবরাহ বজায় রাখার বিষয়ে জোর দেওয়া হয়। আঞ্চলিক নিরাপত্তা পরিস্থিতি, বিশেষ করে আফগানিস্তানের বর্তমান অবস্থা এবং ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলে চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় উভয় দেশ কীভাবে একে অপরের পাশে থাকতে পারে, তা নিয়েও বিশদ মতবিনিময় হয়েছে। দুপুর নাগাদ দুই নেতার উপস্থিতিতে বাণিজ্য, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি এবং সাংস্কৃতিক বিনিময়ের ওপর একাধিক সমঝোতাপত্র বা মৌ স্বাক্ষরিত হয়। দুই দেশের গুরুত্বপূর্ণ চুক্তিগুলির মধ্যে রয়েছে, ১. সামরিক ও প্রযুক্তিগত সহযোগিতা: ২০৩৪ সাল পর্যন্ত দীর্ঘমেয়াদি সামরিক-প্রযুক্তিগত সহযোগিতা বজায় রাখা এবং ভারতে যৌথভাবে প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম উৎপাদন বৃদ্ধি। ২. পারমাণবিক শক্তি : তৃতীয় পক্ষের দেশগুলিতে পারমাণবিক চুল্লি নির্মাণে যৌথ অংশীদারিত্ব এবং ভারতে কুরানকুলাম প্রকল্পের পরবর্তী ইউনিটগুলির দ্রুত বাস্তবায়ন। ৩. জ্বালানি সরবরাহ : সাইবেরিয়া থেকে ভারতে তেল ও গ্যাসের সরাসরি সরবরাহ নিশ্চিত করার জন্য একটি নতুন দীর্ঘমেয়াদি চুক্তি। ৪. বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও মহাকাশ : বৈজ্ঞানিক গবেষণা, প্রযুক্তি হস্তান্তর এবং মহাকাশ অনুসন্ধানে সহযোগিতা বাড়ানোর জন্য একটি চুক্তি। ৫. বাণিজ্য ও বিনিয়োগ : দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যে ভারতীয় রুপি এবং রাশিয়ান রুবল এর ব্যবহার সহজ করার জন্য একটি কাঠামো তৈরি করা। ৬. সাংস্কৃতিক ও পর্যটন : পর্যটন বৃদ্ধি এবং সাংস্কৃতিক বিনিময়ের ওপর বিশেষ জোর দেওয়া। দিনের শেষে যৌথ সংবাদ সম্মেলনে দুই নেতা সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন এবং চুক্তিগুলির বিবরণ তুলে ধরেন।

ফের বাংলার বিরুদ্ধে চক্রান্ত

বিল এনে আইএসআইতে স্বায়ত্তশাসন খর্বের চেষ্টা

নয়াদিল্লি: ফের বাংলার বিরুদ্ধে চক্রান্ত মোদি সরকারের। ভোটের ময়দানে গো-হারা হারার পরে বাংলার বিরুদ্ধে রাজনৈতিক প্রতিহিংসা চরিতার্থ করতে একের পর এক চক্রান্ত করতে দেখা যাচ্ছে এই সরকারকে। এই রাজ্যকে শুধু আর্থিক দিক থেকে বঞ্চনা করেই থেমে থাকছে না কেন্দ্রীয় সরকার। এবার গোটা দেশের গর্বের শিক্ষা ও গবেষণাকেন্দ্র ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিসক্যিাল ইনস্টিটিউট বা আইএসআই-র স্বায়ত্তশাসন খর্ব করার জন্য সংসদে বিল আনছে কেন্দ্রীয় সরকার। এই বিলের মাধ্যমে ১৯৫৯ সালের আইএসআই আইনকে পরিবর্তন করার চেষ্টা করবে কেন্দ্র। যাতে সরকারি খবরদারি বা ইচ্ছেমতো হস্তক্ষেপ করার পথ প্রশস্ত হয়। এই ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস। রাজ্যের শাসক দল এই বিলের বিরোধিতা করছে। তৃণমূলের দাবি, শুধু আইএসআই-র স্বায়ত্তশাসনের অধিকারকে খর্ব করাই নয়, মোদি সরকার চাইছে কলকাতা থেকে আইএসআই-র সদর দপ্তর স্থানান্তরিত করে বিজেপি শাসিত কোনও একটি রাজ্যে নিয়ে যেতে। এই চক্রান্ত রুখতে বদ্ধপরিকর তৃণমূল কংগ্রেসের সাংসদেরা।

উড়ান-বিভ্রাটে পিছল খালেদার লন্ডনযাত্রা, সংকট কাটেনি নেত্রীর

ঢাকা: শারীরিক পরিস্থিতি কার্যত অপরিবর্তিত। এখনও সংকটজনক বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী তথা বিএনপির চেয়ারপার্সন খালেদা জিয়া। শুক্রবার ভোরে তাঁর লন্ডনযাত্রার কথা থাকলেও যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে পিছল যাত্রা। উন্নত চিকিৎসার জন্য এদিনই এয়ার অ্যাম্বুলেন্সে তাঁকে লন্ডনে নিয়ে যাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু এখনও পর্যন্ত যা পরিস্থিতি, রবিবারের আগে খালেদা লন্ডনের উদ্দেশে রওনা হতে পারছেন না। তাঁকে লন্ডনে নিয়ে যাওয়ার জন্য এয়ার অ্যাম্বুল্যান্সের ব্যবস্থা করবে কাতার। বাংলাদেশের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক থাকায় এই দেশ প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীর জন্য এয়ার অ্যাম্বুল্যান্স পাঠানোর প্রস্তাব দেয়। কিন্তু শেষ মুহূর্তে এয়ার অ্যাম্বুল্যান্সে যান্ত্রিক ত্রুটি দেখা দেওয়ায় এখনও তা ঢাকায় পৌঁছতে পারেনি। বিএনপির তরফে শুক্রবার জানানো হয়েছে, যান্ত্রিক সমস্যার কারণে খালেদার এয়ার অ্যাম্বুল্যান্স ঢাকায় পৌঁছোতে পারে শনিবার। সব ঠিক থাকলে রবিবার সকালে প্রবীণ নেত্রীকে নিয়ে লন্ডনের উদ্দেশে রওনা হতে পারে। তবে খালেদার শারীরিক অবস্থা তখন কেমন থাকে, তাও বিচার্য। এদিকে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের স্ত্রী তথা চিকিৎসক জুবেইদা রহমান লন্ডন থেকে শুক্রবার ঢাকায় এসেছেন। তিনি খালেদাকে নিয়ে লন্ডন ফিরবেন।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

আসছে নাগেশ কুকনুর পরিচালিত ওয়েব সিরিজ ‘মিসেস দেশপান্ডে’। এই সিরিজ দিয়ে ফিরছেন মাধুরী দীক্ষিত। প্রকাশ্যে ট্রেলার। এখানে তাঁকে দেখা যাবে সিরিয়াল কিলারের চরিত্রে। দীর্ঘদিন পর মাধুরীর প্রত্যাবর্তন নিয়ে জোরচর্চা

ডাইনিং উইথ দ্য কাপুর'স

শুধু অভিনয়ে নয়, কাপুরদের ছিল জবরদস্ত খানাপিনার রেওয়াজও। রাজ কাপুরের শতবর্ষে বলিউডের প্রখ্যাত সেই কাপুর পরিবারের খানাপিনা আড্ডা-মজা এবং স্মৃতিচারণ নিয়ে শুরু হল তথ্যচিত্র ‘ডাইনিং দ্য উইথ কাপুর’স। যার সৃজনশীল ভাবনায় রয়েছেন স্বয়ং রাজকাপুরের নাতি আরমান জৈন। লিখলেন

শর্মিষ্ঠা ঘোষ চক্রবর্তী

১৯৫১ সালে রাজ কাপুর অভিনীত ছবি ‘আওয়ারা’ সোভিয়েত ইউনিয়নে মুক্তি পাওয়ার পর বিপুল জনপ্রিয়তা পেয়েছিল। ছবিটি বিদেশের সিনেমা হলে বহুদিন ধরে চলেছিল। দেশে এবং দেশের বাইরে রেকর্ড গড়ে এই ছবি। বক্স অফিসে লক্ষ্মীলাভও হয় রেকর্ড সংখ্যায়। কিংবদন্তী অভিনেতা, পরিচালক রাজ কাপুরের সেই ঐতিহ্য বহন করে চলেছেন তাঁর পরবর্তী প্রজন্মরাও। সেই কারণে বলিউড তথা গোটা পৃথিবী জুড়ে বিখ্যাত কাপুর পরিবার। বলিউডের প্রথম ফিল্মি পরিবারের উত্তরাধিকার পৃথ্বীরাজ কাপুরের হাত ধরে শুরু হয়েছিল এবং তার ছেলে রাজ কাপুর, শাম্মি কাপুর, শশী কাপুর এই উত্তরাধিকারকে এগিয়ে নিয়ে গেছেন। সেই কাপুর পরিবারের দাপট আজও বলিউডে একইরকম। শাম্মি কাপুর, শশী কাপুর, রণধীর কাপুর, ঋষি কাপুর, নীতু কাপুর থেকে এই প্রজন্মের করিশ্মা কাপুর, করিনা কাপুর, রণবীর কাপুর প্রত্যেকে প্রথম সারির অভিনেতা-অভিনেত্রী। রাজকাপুরের মতো বটগাছের ছত্রছায়ায় থাকলেও এঁরা প্রত্যেকেই নিজস্ব প্রতিভায় উজ্জ্বল। সেই পরিবারকে কেন্দ্র করেই সম্প্রতি নেটফ্লিক্সে শুরু হয়েছে একটি ডকুমেন্টরি বা তথ্যচিত্র যার নাম ‘ডাইনিং উইথ দ্য কাপুর’স’। রাজকাপুর শতবর্ষকে উপলক্ষ করে তৈরি হয়েছে তথ্যচিত্রটি।

অনেকেই হয়তো জানেন না রাজকাপুর শুধু ভাল অভিনেতা বা পরিচালকই ছিলেন না তিনি ছিলেন ভীষণ অতিথিপরায়ণ এবং ভোজনরসিকও। তিনি খেতে এবং খাওয়াতে ভালবাসতেন। তাঁর সবচেয়ে প্রিয় খাবার ছিল পায়া কারি বা খাসির পায়া। ‘আর কে ফিল্মস’ তৈরির পর কাপুরদের খানাপিনা, আতিথেয়তার ঐতিহ্য রাজ কাপুর খুব সাড়ম্বরে বজায় রেখেছিলেন। হোলি, গণেশপুজো, দিওয়ালি, ক্রিসমাস, নিউ ইয়ার, শুভমহরত, প্রিমিয়ার, বক্স অফিস সাফল্য এমন কি মেয়ের পুতুলের বিয়েতেও ভোজের আয়োজন করতেন তিনি! বাড়িতে অতিথি,বন্ধু সমাগম লেগেই থাকত। কাউকে না খাইয়ে ছাড়া হত না। জন্মদিন নিজের হোক বা পরিবারের অন্যদের তিনি ছোট হয়ে যেতেন সেই দিনটা। হাসতেন, মজা করতেন, নাচতেন, গাইতেন। সেই সবের সাক্ষী থাকতেন প্রিয় কন্যা রিমা কাপুর জৈন। কাপুর পরিবার বলে, অভিনয় নয়, তাদের প্রথম প্যাশন ভাল খাবার ও পানীয়। শাম্মি কাপুর ভালবাসতেন কাঠের আগুনে ঝলসানো মাংস। ঋষি কাপুর আর নীতু সিংয়ের বিয়ের খাওয়াদাওয়া চলেছিল প্রায় তিন সপ্তাহ ধরে। ঋষি ছিলেন একেবারে চর্ব, চোষ্য, লেহ্য, পেয় গোত্রের খাইয়ে মানুষ। সেই লেগাসি আজও একইরকম রয়েছে। এই তথ্যচিত্রে রাজকাপুরের সময় থেকে চলে আসা কাপুর পরিবারের সেই রান্না-খাওয়ার প্যাশনের গল্পই বলা হয়েছে গল্প-আড্ডার ছলে। কাপুরদের বংশপরম্পরায় ধরে রাখা ঐতিহ্যবাহী খানাপিনা, এই প্রজন্মের পছন্দের খাবারদাবার, একসঙ্গে বসে খাওয়া, খাবার ফাঁকে মজার ছলে একে অন্যের ত্রুটি নিয়ে ঠাট্টা তামাশা, হইহই, টুকরো সাক্ষাৎকার, কথোপকথন রাজ কাপুরের স্মৃতিতে ভরা এক নস্টালজিক জগৎ ‘ডাইনিং উইথ দ্য কাপুর’স। এই তথ্যচিত্রটির সৃজনশীল ভাবনায় রয়েছেন রাজকাপুরের নাতি আরমান জৈন। প্রযোজকও তিনিই।

আরমান বহুদিন ধরে একটি সফল ক্লাউড কিচেন চালান যার নাম ‘জংলি কিচেন’। আরমান দুর্দান্ত রাঁধেনও। কাপুর পরিবারের সন্তান হয়েও চলচ্চিত্র জগৎ থেকে দূরে থাকা আরমানের প্যাশন রান্নাই। তাঁর ‘জংলি কিচেন’ তৈরির অনুপ্রেরণা দিদা কৃষ্ণারাজ কাপুর। রাজকাপুরের স্ত্রী কৃষ্ণ কাপুর ছিলেন দুর্দান্ত রাঁধিয়ে। তাঁর রান্নার অনুরাগী ছিলেন গোটা কাপুর পরিবার। কৃষ্ণাজির হাতের ইয়াখনি পোলাও-এর কদর ছিল মারাত্মক। তাই সেদিনের খাওয়াদাওয়ার পুরো মেনুটাই ডিজাইন করা হয়েছিল কাপুরদের পুরাতনী ঐতিহ্যবাহী রান্নাঘর এবং কৃষ্ণারাজ কাপুরের মহামূল্যবান রেসিপি থেকেই। সেই খোলামেলা পারিবারিক আড্ডা, খাওয়াদাওয়ায় যাঁরা হাজির ছিলেন তাঁরা হলেন রণধীর কাপুর, রিমা জৈন, নীতু কাপুর, করিশ্মা কাপুর, রণবীর কাপুর, ঋদ্ধিমা কাপুর সাহনি, কুণাল কাপুর, জাহান কাপুর, আদর জৈন, নভ্যা নন্দা, অগ্যস্ত নন্দা এবং দেখা মিলল কাপুর পরিবারে বিখ্যাত জামাইদেরও, যার মধ্য অন্যতম হলেন সইফ আলি খান।

‘ডাইনিং উইথ দ্য কাপুর’স যার ব্রেন চাইল্ড সেই আরমান জৈন তাঁর তৈরি প্রথম তথ্যচিত্র সম্পর্ক বলেন, ‘এই তথ্যচিত্রটি তৈরি করা আমার জীবনের সবচেয়ে সুন্দর অভিজ্ঞতাগুলির মধ্যে একটি। শৈশব থেকে এই স্বপ্ন নিয়েই বড় হয়েছি। আমি দাদুকে দেখিনি কারণ আমার জন্মের দু-বছর আগেই উনি মারা যান। তাঁর একশো বছরে আমি এবং আমার মা

রিমা কাপুর দুজনেই ভাবছিলাম পারিবারিক ঐতিহ্যকে সামনে রেখে কীভাবে রাজ কাপুরের শতবর্ষ সেলিব্রেশন করা যায়। তখন আমরাই ঠিক করলাম একমাত্র একসঙ্গে খাওয়াদাওয়াই সেই উদ্দেশ্যকে সফল করবে। কারণ আমাদের পারিবারিক স্মৃতিতে খাওয়াদাওয়া, রান্নাবান্না, অতিথি আপ্যায়ন একটা বড় অংশ জুড়ে রয়েছে। আমার দাদু রাজ কাপুর খুব খেতে এবং খাওয়াতে ভালবাসতেন। বাড়িতে কেউ এলেই আড্ডা গল্প তো হতই সঙ্গে খাওয়াদাওয়া ছিল মাস্ট। না খেয়ে কেউ যেতে পারত না। ফলে দাদুকে স্মরণ করা এবং তার শতবর্ষের উদযাপনের এর চেয়ে ভাল বিষয় আর কী হতে পারে! চেয়েছিলাম সবাইকে এক ছাদের তলায় নিয়ে আসতে এবং সবার পছন্দের কিছু না কিছু মেনুতে রাখতে।’ এই প্রজন্মে আরমান ছাড়া ওই পরিবারে আর কেউ ভাল রাঁধেন কিনা সেই প্রসঙ্গে জানতে চাইলে তিনি মজা করেই বলেন, ‘আমাদের পরিবারে সবাই অতিথিপরায়ণ, খাবার বিষয়টা বোঝেন, খেতে ভালবাসেন কিন্তু রাঁধেন না!’ আরমানের হাত ধরেই রাজ কাপুরের সুন্দর স্মৃতি এবং কাপুর পরিবারের গুরুত্বপূর্ণ কিছুদিককে উন্মোচিত এবং নতুন করে জীবন্ত হয়ে উঠেছে এই তথ্যচিত্রে। পরিচালক স্মৃতি মুন্দ্রা।

১৪
৬ ডিসেম্বর ২০২৫
শনিবার

মাঠে ময়দানে

6 December, 2025 • Saturday • Page 14 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

২০২৫-এর গুগল সার্চে প্রথম সারিতে নেই বিরাট ও রোহিত। আছেন বৈভব

এগোল অস্ট্রেলিয়া, ক্যাচ ফেলার খেসারত রুটদের

ব্রিসবেন, ৫ ডিসেম্বর : ব্রিসবেনে দিন-রাতের টেস্টের দ্বিতীয় দিনে টানটান উত্তেজনার মধ্যে প্রথম ইনিংসে লিড নিয়েছে অস্ট্রেলিয়া। শুক্রবার খেলা যখন শেষ হল, তখন অস্ট্রেলিয়ার রান ৬ উইকেটে ৩৭৮। এর ফলে তারা ৪ উইকেট হাতে নিয়ে এগিয়ে গিয়েছে ৪৪ রানে। তবে অস্ট্রেলিয়াকে এগিয়ে যেতে সাহায্য করেছে ইংল্যান্ডের খারাপ ফিল্ডিংও। তারা এদিন অনেকগুলি ক্যাচ ফেলেছে।

ট্রাভিস হেড (৩৩) আর জ্যাক ওয়েদারাল্ড (৭২) মিলে প্রথম উইকেটে ৭৭ রান তুলেছিলেন। এরপর মার্নাস লাবুশেন ৬৫ ও স্টিভ স্মিথ ৬১ রান করে দলকে শক্ত জমির উপর দাঁড় করিয়ে দেন। এই সময় ৬৭ ও ৫০ রানের দুটো ছোট পার্টনারশিপ ইংল্যান্ডের যাবতীয় আক্রমণে রুখে দেয়। অতঃপর ক্যামেরন গ্রিন (৪৬) ও স্মিথ মিলে ৯৫ রান যোগ করে অস্ট্রেলিয়াকে প্রথম দফায় লিড নিতে সাহায্য করেন। দিনের শেষ দিকে দুবার ক্যাচ দিয়ে রক্ষা পেয়ে অ্যালেক্স ক্যারি (৪৬ নট আউট) ও মাইকেল নেসার (১৫ নট আউট) দলকে আরও এগিয়ে যেতে সাহায্য করেছেন। অস্ট্রেলিয়া এখন যত এগেবে ততই চাপে পড়বে ইংল্যান্ড।

ইংল্যান্ডের বোলারদের মধ্য গাব্বার পরিবেশ সবথেকে বেশি সুবিধা পেয়েছেন ব্রাইডন কার্স। তিনি

গাব্বায় হাফ সেঞ্চুরির পথে স্মিথ। শুক্রবার।

১১৩ রানে ৩টি উইকেট নিয়েছেন। এছাড়া ২টি উইকেট নিয়েছেন অধিনায়ক বেন স্টোকস। হেড এদিন স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে মারমুখী মেজাজে শুরু করেছিলেন। একবার জীবনও পেয়েছেন জেমি স্মিথের হাতে। ওয়েদারাল্ড সবে আন্তর্জাতিক কেরিয়ার শুরু করেছেন। তাঁকে এদিন যথেষ্ট সাবলীল লেগেছে। লাবুশেনের ব্যাটে একসময় রান ছিল না। এখন আবার রান পাচ্ছেন নিয়মিত।

অধিনায়ক স্মিথ পরিস্থিতি বুঝে ব্যাট করেছেন। কিন্তু গ্রিনকে যখন মনে হচ্ছিল বড় রানের দিকে যাচ্ছেন, তখনই কার্সকে উইকেট দিয়ে চলে গেলেন। চোট থেকে ফিরে এসে তিনি কিন্তু এখনও নিজের ফর্ম ফিরে পাননি।

ইংল্যান্ড এদিন ৩৩৪ রানে প্রথম ইনিংস শেষ করেছে। যার অর্থ তারা এদিন ৯ রান যোগ করতে পেরেছে। জোফ্রা আর্চারের লড়াকু ইনিংস শেষ পর্যন্ত শেষ হল ৩৮ রানে। তাঁকে ফিরিয়েছেন ডগেট। জোফ্রা পরে ওয়েদারাল্ডের উইকেট পেয়েছেন। জো রুট শেষ পর্যন্ত নট আউট থেকে যান ১৩৮ রানে। ২০৬ বলের ইনিংসে রুট ১৫টি চার ও ১টি ছক্কা মেরেছেন। ৭৬.২ ওভারে ইংল্যান্ডের ইনিংস শেষ হয়েছে।

ড্র ম্যান ইউয়ের, ক্ষুব্ধ কোচ আমোরিম

ম্যাঞ্চেস্টার, ৫ ডিসেম্বর : ওয়েস্ট হ্যামের বিরুদ্ধে জিততে পারলেই প্রিমিয়ার লিগের পয়েন্ট টেবলে পাঁচে উঠে আসতে পারত ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড। আগামী মরশুমের উয়েফা চ্যাম্পিয়ন্স লিগে জায়গা নিশ্চিত করার পথে এগিয়ে যেতে পারত দল। কিন্তু ঘরের মাঠে ৮২ মিনিট পর্যন্ত এগিয়ে থেকেও ৮৩ মিনিটে গোল হজম করে ম্যাচ ১-১ ড্র করে রুবেন আমোরিমের দল। এগিয়ে থেকেও জয় হাতছাড়া করে হতাশা ও ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন ম্যান ইউ কোচ। পয়েন্ট টেবলে ৮ নম্বরেই রেড ডেভিলস।

আমোরিমের নিশানায় ফুটবলাররা। ঘরের মাঠে পরপর দুই ম্যাচে জয়হীন। পর্তুগিজ কোচ বলেন, আমি হতাশ এবং ক্রুদ্ধ। কিছু বলার নেই। ৫৮ মিনিটে দিয়েগো দালোতের গোলে এগিয়ে যায় ম্যান ইউ। শেষ মুহূর্তে (৮৩ মিনিট) ওয়েস্ট হ্যামকে সমতায় ফেরান মাগাসা। মাথিয়াস কুনহা সহজ সুযোগ কাজে লাগালে জিতে ফিরতে পারত ম্যান ইউ।

পুরো পয়েন্ট না আসায় ক্ষুব্ধ আমোরিম বলেন, কুনহাই ম্যাচটা শেষ করে দিতে পারত। খুবই হতাশ লাগছে। যোগ করেন, আমরা ভাল জায়গায় থেকে পয়েন্ট নষ্ট করে ফিরলাম সেকেন্ড বল কাজে লাগাতে না পেরে। আপ ফ্রন্টে আমরা ঠিক সময়ে লোক বাড়াতে পারছি না। আমাদের ধারাবাহিকতাই নেই। অথচ ম্যাচে সব কিছুই আমাদের নিয়ন্ত্রণে ছিল। সবসময় বলি, আমাদের বেশি গোল করতে হবে। এক গোলের ব্যবধান সবসময় ধরে রাখা ঝুঁকির। আমাদের নিখুঁত হতে হবে।

ভক্তদের উদ্বেগ বাড়ালেন এলএম টেন

বিশ্বকাপ ঘরে বসেও দেখতে পারি : মেসি

মায়ামি, ৫ ডিসেম্বর : শুক্রবার রাতেই ছিল ২০২৬ বিশ্বকাপের ড্র। তার ঠিক কয়েক ঘণ্টা আগেই ভক্তদের উদ্বেগ বাড়িয়ে লিওনেল মেসি জানিয়ে দিলেন, আগামী বছর বিশ্বকাপে খেলার ব্যাপারে এখনও তিনি সিদ্ধান্ত নেননি।

শনিবারের এমএলএস কাপ ফাইনালের প্রস্তুতির ফাঁকেই এক সাক্ষাৎকারে আর্জেন্টাইন কিংবদন্তি বলেছেন, আশা করছি, বিশ্বকাপে থাকতে পারব। আগেও বলেছি, মনেপ্রাণে চাই বিশ্বকাপে খেলতে। বিশ্বকাপ সকলের জন্যই বিশেষ। আমাদের জন্য তো আরও বেশি। কারণ, আমরা বিশ্বকাপকে সম্পূর্ণ আলাদাভাবে অনুভব করি। তবে সবচেয়ে খারাপ যেটা হতে পারে, তা হল আমি হয়তো বাড়িতে বসেই বিশ্বকাপ দেখলাম। কিন্তু সেটাও আমার কাছে আলাদা অনুভূতি হবে।

২০২২ সালে কাতারে পাঁচবারের চেষ্টায় বিশ্বকাপ জিতেছিলেন মেসি। তাঁর নেতৃত্বে তৃতীয়বার বিশ্বসেরার শিরোপা জিতেছিল আর্জেন্টিনা। আগামী বছর আমেরিকা, মেক্সিকো ও কানাডা মেগা টুর্নামেন্টের আয়োজক। রেকর্ড ষষ্ঠবার বিশ্বকাপ খেলার সুযোগ আটবারের ব্যালন ডি'অর জয়ীর সামনে। আর্জেন্টিনার কাপ ধরে রাখার সম্ভাবনা নিয়ে মেসি বলেছেন, আমাদের দলে অসাধারণ কিছু খেলোয়াড় রয়েছে। কোচ লিওনেল স্কালোনি আসার পর থেকেই উত্তেজনা বেড়ে গিয়েছে। এই দলটাকে স্কালোনিই গড়ে তুলেছে। প্রথম দিন থেকেই নিজের ভাবনা স্পষ্ট করে দিয়েছিল। প্রত্যেক ফুটবলারকে বোঝার ক্ষমতা ওর অসাধারণ। দলের সকলেই ম্যাচ জেতানোর ক্ষমতা রাখে।

প্রাক্তন গুরু পেপ গুয়ার্দিওলাকে নিয়েও উচ্ছ্বসিত মেসি। তিনি বলেন, পেপ অনন্য। আরও অনেকেই দুর্দান্ত কোচ। কিন্তু পেপের মধ্যে একটা বিশেষ কিছু রয়েছে। আমার কাছে পেপই সেরা। স্কালোনিকে নিয়ে যা বলেছি, পেপও সেরকম।

সুপার স্টার্ক! গর্বিত আক্রম

ব্রিসবেন, ৫ ডিসেম্বর : ব্রিসবেনে হ্যারি ব্রুককে আউট করে বাঁ-হাতি বোলার হিসেবে টেস্টে সর্বাধিক উইকেট নেওয়ার কীর্তি গড়েন অস্ট্রেলিয়ার মিচেল স্টার্ক। তিনি ভেঙে দেন প্রাক্তন পাক পেসার ওয়াসিম আক্রমের নজির। স্টার্কের প্রশংসায় পঞ্চমুখ প্রাক্তন পাক তারকা। মিচেলকে 'সুপার স্টার্ক' আখ্যা দিয়ে সমাজমাধ্যমে আক্রম লিখেছেন, সুপার স্টার্ক! তোমাকে নিয়ে আমি গর্বিত। অবিশ্বাস্য পরিশ্রম, সাধনাই তোমাকে বাকিদের থেকে আলাদা করেছে। আমার উইকেটসংখ্যা ছাপিয়ে যাওয়া তোমার কাছে সময়ের ব্যাপার ছিল। এই রেকর্ড তোমার কাছে যাওয়ায় আমি খুশি। আরও ভাল করো। আরও উইকেট নাও। তোমার উজ্জ্বল ক্রিকেটজীবনে নতুন উচ্চতায় উঠতে থাকো।

লিয়নের তোপ

ব্রিসবেন, ৫ ডিসেম্বর : গাব্বা টেস্ট দু'দিন গড়িয়ে গেল। কিন্তু রুটের অসাধারণ সেঞ্চুরি বা মিচেল স্টার্কের বিধ্বংসী বোলিংয়ের পাশে দল থেকে বাদ পড়া নাথান লিয়নের বিস্ফোরণও নজর কেড়ে নিচ্ছে। লিয়ন গাব্বায় খেলছেন না। ক্ষোভে-বিরক্তিতে তিনি কোচ ও নির্বাচক প্রধানের পাশে বসা থেকেও বিরত থেকেছেন।

বছরের শুরুতে জামাইকায় দিন-রাতের ম্যাচেও খেলানো হয়নি লিয়নকে। তখনও তিনি রেগে গিয়েছিলেন। ঘরের মাঠে ২০১২-এর পর এই প্রথম কোনও টেস্টে ডাগ আউটে বসতে হল বিরল কেশের এই বর্ষীয়ান স্পিনারকে। গোলাপি টেস্টে ৪৩টি উইকেট থাকা সত্ত্বেও তাঁকে বাদ দেওয়া হয়েছে। ম্যাচের দিন মাঠে আসার পর লিয়ন জানতে পারেন যে তিনি বাদ পড়ছেন। লিয়ন পরে এটা নিয়ে বলেছেন, খুবই বাজে ব্যাপার। কিন্তু এতে আমার কিছু করার ছিল না। সতীর্থদের পাশে আছি। এই টেস্ট জেতার জন্য ওদের সর্বতোভাবে সাহায্য করব। এরপর তিনি কোচ ও প্রধান নির্বাচককে একহাত নিয়ে বলেন, আমি এখনও ওদের সঙ্গে বসিনি। কিন্তু সতীর্থদের পাশে অবশ্যই আছি। লিয়ন আরও বলেন, তিনি যে বাদ পড়বেন সেটা আগে জানতে পারেননি। পরে লিয়ন জানান তিনি সময় মতো কোচ ও প্রধান নির্বাচকের সঙ্গে বসবেন। আর নির্বাচক বেইলি বলেছেন, লিয়নের মাথা ঠাডা হয়ে গেলে তাঁরা তাঁর সঙ্গে কথা বলবেন। পরের টেস্ট অ্যাডিলেডে যে লিয়ন খেলবেন সেটাও বেইলিরা জানিয়ে দিয়েছেন।

এআই সংস্থায় রোনাল্ডো-যোগ

দোহা, ৫ ডিসেম্বর : ফুটবলের সঙ্গে হাত ধরে চলবে এবার কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা এআই (আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স)। তা শুরু হচ্ছে ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোকে সঙ্গে নিয়েই। ভারতীয় বংশোদ্ভূত প্রযুক্তিবিদ অরবিন্দ শ্রীনিবাসের এআই সংস্থা 'পারপ্লেক্সিটি'র নতুন বিনিয়োগকারী রোনাল্ডো।

পর্তুগিজ মহাতারকাকে দেখেই অরবিন্দ তাঁর এআই সংস্থাকে আরও উন্নত করতে চান। ঐতিহাসিক চুক্তির পর সমাজমাধ্যমে রোনাল্ডোর সঙ্গে ছবি শেয়ার করে প্রযুক্তিবিদ পোস্টে লিখেছেন, ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোকে বিনিয়োগকারী হিসেবে পাওয়া আমাদের সংস্থার জন্য অত্যন্ত গর্বের বিষয়। তিনি সর্বকালের সেরা ফুটবলার, কারণ তাঁর পরিশ্রম, প্রচেষ্টা এবং নতুন প্রযুক্তির প্রতি আগ্রহের মাধ্যমে নিজেকে ছাপিয়ে যাওয়ার চেষ্টা। রোনাল্ডোর আবেগ ও উদ্যম আমাকে অনুপ্রাণিত করেছে।

রোনাল্ডো বলেছেন, আমার কেরিয়ারে সাফল্য এসেছে নিজেকে আরও ভাল করার তাগিদ থেকে। আমি গতকাল যা ছিলাম, আজ তার থেকে ভাল হব, এই প্রচেষ্টাই থাকে আমার। রোনাল্ডো ভক্তদের জন্য চমক থাকছে পারপ্লেক্সিটিতে। সিআর সেভেনের সব রেকর্ড, ট্রফি, সাফল্যের খতিয়ান পাওয়া যাবে হাতের মুঠোয়। 'রোনাল্ডো হাব'-এ থাকবে তাঁর নানা কীর্তির ছবি। ভক্তরা প্রশ্নও করতে পারবেন নায়ককে।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

মাঠে ময়দানে

6 December, 2025 • Saturday • Page 15 || Website - www.jagobangla.in

১৫
৬ ডিসেম্বর ২০২৫
শনিবার

পূর্ণিমা যাদবের জোড়া গোলে মেয়েদের জুনিয়র হকি বিশ্বকাপে আয়ারল্যান্ডকে ৪-০ গোলে হারাল ভারত

ডায়মন্ডের সাফল্যে শুভেচ্ছা অভিষেকের

প্রতিবেদন : মাত্র কয়েকটা দিনের ব্যবধান। ভিন রাজ্যের মাটি থেকে আরও এক ট্রফি এসেছে ডায়মন্ড হারবার এফসি-র ট্রফি ক্যাবিনেটে। অসমে অয়েল ইন্ডিয়া গোল্ড কাপ এবং ওড়িশায় সর্বভারতীয় আমন্ত্রণমূলক টুর্নামেন্টে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর ফের অসম থেকেই আবার শিরোপা জিতেছে ডায়মন্ড হারবার। এবার নরহরি শ্রেষ্ঠারা জিতলেন বোডোউসা কাপ। গত বৃহস্পতিবার ডিগবয়ে ফাইনালে স্থানীয় দল বারেকুরি এফসি-কে ৫-০ গোলে উড়িয়ে চ্যাম্পিয়ন হয় ডায়মন্ড হারবার। ধারাবাহিক সাফল্যের জন্য গোটা দলকে অভিনন্দন জানিয়েছেন ডায়মন্ড হারবার এফসি-র চিফ প্যাট্রন তথা সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়।

সমাজমাধ্যমে অভিনন্দনবার্তায় অভিষেক লিখেছেন, খেলোয়াড়, কোচ এবং গোটা দলকে তাদের অসাধারণ পারফরম্যান্সের জন্য অভিনন্দন। অটল নিষ্ঠা এবং দায়বদ্ধতা দেখিয়েছে প্রত্যেকেই। এই জয় কঠোর পরিশ্রম, দলগত সংহতি এবং শ্রেষ্ঠত্বের নিরলস সাধনার প্রকৃত প্রমাণ।

অসমের এই প্রতিযোগিতায় ডায়মন্ড হারবারের মূলত জুনিয়র দল খেলে। নরহরি, বিক্রমজিৎ সিং, সুপ্রতীপ হাজরার মতো কয়েকজন সিনিয়র দলের ফুটবলাররা ছিলেন। তাতেও দাপটে খেতাব জয় আটকায়নি। আই লিগের জন্য যে প্রস্তুত কিবু ভিকুনার প্রশিক্ষণাধীন দল, তা ধারাবাহিক ট্রফি জয়েই স্পষ্ট।

জয়ের আবেগে বিরাট-আলিঙ্গন

রোহিতের মুখে কাপ জয়ের মুহূর্ত

মুম্বই, ৫ ডিসেম্বর : একটা আলিঙ্গন। তার পিছনে কী অপরিসীম আবেগ। কথা হচ্ছে রোহিত শর্মা ও বিরাট কোহলিকে নিয়ে। বার্বাডোজে দক্ষিণ আফ্রিকাকে হারিয়ে টি-২০ বিশ্বকাপ জেতার পর দুই মহাতারকা পরস্পরকে জড়িয়ে ধরেছিলেন। এতদিন বাদে সেই আবেগঘন মুহূর্তের কথা শোনা গেল তখনকার অধিনায়ক রোহিতের মুখে।

২০০৮ থেকে দু'জনে এসঙ্গে খেলছেন। কিন্তু ২০২৪-এর আগে কখনও দু'জনে একসঙ্গে বিশ্বকাপ জিততে পারেননি। ২০১৩-র চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি জয়ী দলে অবশ্য রোহিত-বিরাট একসঙ্গে ছিলেন। ওয়েস্ট ইন্ডিজের মাটিতে বিশ্বকাপ জেতার পর তাঁরা দু'জন পরম আবেগে পরস্পরকে জড়িয়ে ধরেছিলেন। এই বিয়ার-হাগ নিয়ে আইসিসিকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে রোহিত বলেছেন, আমাদের দু'জনের উপর কাপ জেতার প্রচুর প্রত্যাশা ছিল। বাকিরাও একইভাবে মুখিয়ে ছিল বিশ্বকাপ জিততে। কিন্তু ওই দলে সিনিয়র বলতে আমরা দু'জনই ছিলাম। সুতরাং অনেক দায়িত্ব ছিল আমাদের উপর।

এরপর প্রাক্তন অধিনায়ক আরও বলেছেন, আমরা একসঙ্গে অনেক খেলেছি। শুধু আইপিএলে কখনও একসঙ্গে খেলিনি। বিরাট যখন ভারতীয় দলে এল তার এক বছর আগে আমি জাতীয় দলে পা রেখেছি। ওই বিশ্বকাপের আগে আমরা দু'জনেই বিশ্বকাপে অনেক হতাশার সাক্ষী থেকেছি। আমরা জানতাম এটাই আমাদের শেষ টি-২০ বিশ্বকাপে নামা। রোহিত এসব বলে এটা বুঝিয়ে দিয়েছেন যে শেষবার নিল জার্সিতে টি-২০ বিশ্বকাপে নেমে কাপ জিতে কেন এমন আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েছিলেন। তাঁরা কাপ জিততে মরিয়া ছিলেন। তাই লক্ষ্যে পৌঁছে আর নিজেদের ধরে রাখতে পারেননি।

ফাইনালে আরও সমর্থন চান রশিদরা

আজ মোহনবাগানে যোগ দিচ্ছেন দিমিত্রি

তিন তারকা রশিদ-সিবিল্লে-সাউল।

প্রতিবেদন : সুপার কাপ পুনরুদ্ধারে মরিয়া ইস্টবেঙ্গল। রবিবার গোয়ার ফতোরদা স্টেডিয়ামে ফাইনালে গোয়া। সিভেরিও, ব্রাইসনরা ঘরের মাঠে সমর্থকদের সামনে খেলবেন। মশালবাহিনীর ডাগ আউটে আবার থাকবেন না কোচ অস্কার ব্রুজো। হেড কোচকে ছাড়া ফাইনালে কঠিন চ্যালেঞ্জ হলেও লাল-হলুদ শিবির চ্যাম্পিয়ন হওয়ার ব্যাপারে আশাবাশী। তারজন্য গোয়ার মাঠে গ্যালারিতে আরও সমর্থন চান সেমিফাইনালের তিন গোলদাতা মহম্মদ রশিদ, কেভিন সিবিল্লে এবং সাউল ক্রেসপো। তিনজনেরই সমবেত আবেদন, কলকাতা থেকে আরও সমর্থক গোয়ায় এসে সমর্থন করুন দলকে।

সেমিফাইনালে পাঞ্জাবের বিরুদ্ধে দুরন্ত জয়ের পর শুক্রবার বিশ্রামে ছিলেন ইস্টবেঙ্গল ফুটবলাররা। শনিবার ফাইনালের চূড়ান্ত প্রস্তুতিতে নামবে অস্কারবাহিনী। মরোক্কান স্ট্রাইকার হামিদ আহদাদ পেশির টানের কারণে সেমিফাইনালে খেলতে পারেননি। তাঁকে শনিবার অনুশীলনে দেখে সিদ্ধান্ত নেবেন ইস্টবেঙ্গল কোচ। রশিদ বলেছেন, শিল্ড ফাইনালে টাইব্রেকারে হেরে গিয়েছিলাম। এবার সুপার কাপ জিতে সমর্থকদের সঙ্গে উৎসব করতে চাই।

লাল-হলুদ জার্সি গায়ে প্রথম মরশুমেও সমর্থকদের মন জয় করে নিয়েছেন আর্জেন্টাইন ডিফেন্ডার সিবিল্লে। তিনি বলেন, ইস্টবেঙ্গলে প্রথম মরশুমেই দ্বিতীয় ফাইনাল খেলছি। সমর্থকদের অনেকে এখানে এসেছেন। তাঁদের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ। আমরা চাই, আরও সমর্থক ফাইনালে আমাদের সমর্থন করতে গোয়ায় আসুন।

ক্রেসপো বললেন, কলকাতা থেকে আরও সমর্থকদের এখানে এসে উচ্চস্বরে স্লোগান দিয়ে আমাদের অনুপ্রাণিত করার অনুরোধ করছি। এদিকে, শনিবার মোহনবাগানের জিম সেশনে যোগ দিচ্ছেন দিমিত্রি পেত্রোতোস।

ইন্ডিগো বিভ্রাটের কবলে শাহবাজ

প্রতিবেদন : সৈয়দ মুস্তাক আলি টি-২০ টুর্নামেন্টে শনিবার বাংলার সামনে পুদুচেরি। এই ম্যাচে শাহবাজ আহমেদের খেলার কথা থাকলেও শ্রীনগরে সদ্যোজাত কন্যাসন্তানকে দেখতে গিয়ে আটকে পড়েন তিনি। দেশে ইন্ডিগো বিমানসংস্থার পরিষেবা থমকে। তার জেরে ফ্লাইট বাতিল। শুক্রবার শ্রীনগর থেকে হায়দরাবাদে ফিরতে না পারায় শাহবাজ নেই পুদুচেরি ম্যাচেও।

ইপিএলের ধাঁচে আইএসএলের প্রস্তাব দিল ক্লাব-জোট

চিঠিতে সই করেনি ইস্টবেঙ্গল

প্রতিবেদন : গত ৩ ডিসেম্বরের মেগা বৈঠকে মোহনবাগান সুপার জায়ান্টের তরফে যে প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল, সেটাই লিখিত আকারে এবং জরুরি ভিত্তিতে দ্রুত কিছু পদক্ষেপ চেয়ে কেন্দ্রীয় ক্রীড়ামন্ত্রক ও সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশনকে জানাল ক্লাব জোট। কেন্দ্রীয় ক্রীড়ামন্ত্রকের রিপোর্ট সুপ্রিম কোর্টে জমা পড়ার আগেই ইস্টবেঙ্গল ছাড়া আইএসএলের ১৩টি ক্লাব একজোট হয়ে ১৪ পয়েন্টের চিঠিতে নতুন প্রস্তাব দিল। ক্লাব জোটের প্রস্তাব, বিকল্প ব্যবস্থা হিসেবে প্রিমিয়ার লিগের ধাঁচে তারা আইএসএল আয়োজন করতে চায়। জোটে নেই ইস্টবেঙ্গল। তারা চিঠিতে সই করেনি।

শুক্রবার সকালেই নিজেদের মধ্যে ভার্চুয়াল বৈঠক করেন আইএসএলের ১৩টি ক্লাবের কর্তারা। একমাত্র ইস্টবেঙ্গলের তরফে কেউ ছিলেন না বৈঠকে। তারা চায়, ফেডারেশনের হাতেই থাকুক আইএসএল চালানোর দায়িত্ব। কিন্তু মোহনবাগানের নেতৃত্বে বাকি ক্লাবদের কোনও আস্থা নেই কল্যাণ চৌবেদের উপর।

বৈঠকের পর মোট ১৪টি প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে কেন্দ্রীয় ক্রীড়ামন্ত্রক ও ফেডারেশন সভাপতিকে। ক্লাব জোটের তরফে প্রস্তাবে বলা হয়েছে, ৮ ডিসেম্বর এফএসডিএলের সঙ্গে ১৫ বছরের এমআরএ চুক্তি শেষ হচ্ছে। হাতে সময় নেই। যা করার দ্রুত করতে হবে। চরম অনিশ্চয়তায় ভারতীয় ফুটবল। বিপুল ক্ষতি স্বীকার করেও দীর্ঘ ১১ বছর ধরে কেন্দ্রীয় আয় এবং বাণিজ্যিক কাঠামোর উপর নির্ভর করে ফুটবলে বিনিয়োগ করে এসেছে ক্লাবগুলি। কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতিতে আয় বন্ধ

হয়ে যাওয়ায় ক্লাবগুলির পক্ষে ফুটবলার ও কর্মীদের বেতন দেওয়া এবং দল চালানো অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়েছে। চিঠিতে আরও জানানো হয়েছে, সংকট দূর করতে ক্লাবগুলি ইতিমধ্যেই সুপ্রিম কোর্টে আবেদন করেছে। ফেডারেশনের সংশোধিত গঠনতন্ত্রের ১.২১, ১.৫৪ এবং ৬৩ নম্বর ধারা টেন্ডার প্রক্রিয়াকে ব্যর্থ করেছে। এই কারণেই কোনও সংস্থা আইএসএল আয়োজনের জন্য দরপত্র জমা দেয়নি। তাই দ্রুত এই ধারাগুলিকে সংশোধনের মাধ্যমে নতুন টেন্ডার প্রকাশ করেও যদি লিগ চালানোর জন্য উপযুক্ত লগ্নিকারী না পাওয়া যায়, তাহলে প্রিমিয়ার লিগের ধাঁচে আইএসএল করা হোক। সেক্ষেত্রে ক্লাবগুলির হাতেই থাকবে মালিকানা। একটি 'কনসোর্টিয়াম' গড়ে লিগ পরিচালনার দায়িত্ব নেবে ক্লাবেরা। সহযোগিতা করবে এআইএফএফ এবং বাকি স্টেকহোল্ডাররা। ভারতীয় ফুটবলের ইকোসিস্টেমকে বাঁচাতেই বার্তা ক্লাবগুলির। বাকিটা এখন ক্রীড়ামন্ত্রক এবং সুপ্রিম কোর্টের হাতে।

অ্যাসেজে লাবুশেন জোফ্রার যে ক্যাচ নিলেন সেটাই কি সর্বকালের সেরা? চর্চায় পিছনে চলে গেল ম্যাকগ্রার সেই ক্যাচ

ফয়সালার ম্যাচে নিমেষে টিকিট শেষ বিরাটের জন্য

বিশাখাপত্তনম, ৫ নভেম্বর : ভারতীয় ক্রিকেটাররা শহরে আসছেন আর ক্রিকেটপ্রেমীরা বিমানবন্দরের বাইরে ভিড় করে আছেন, এটা কোনও নতুন ঘটনা নয়। কিন্তু অদ্ভুত তথ্য হল বন্দর শহরের ঝিমিয়ে থাকা ক্রিকেট উন্মাদনা মারাত্মক চেহারা নিয়েছে শুধুমাত্র রাঁচিতে বিরাট কোহলির সেঞ্চুরির পর। এখন স্টেডিয়ামের আর একটা আসনও খালি নেই।

শনিবার এখানে সিরিজের শেষ ম্যাচ। পরিস্থিতি ১-১। ফলে আজ যারা জিতবে তারাই একদিনের সিরিজ জিতবে। এই অবস্থায় জানা গেল তৃতীয় ম্যাচ নিয়ে এখানকার লোকেদের কোনও মাথাব্যথা ছিল না প্রথমদিকে। অন্ধ্র ক্রিকেট সংস্থার এক কর্তা বলছিলেন, ২৮ নভেম্বর থেকে প্রথম পর্যায়ের টিকিট বিক্রি শুরু হয়েছিল। কিন্তু তেমন সাড়া ছিল না। তবে দ্বিতীয় পর্যায়ের টিকিট বিক্রির ঠিক একদিন আগে বিরাট রাঁচিতে সেঞ্চুরি করল আর ছবিটা বদলে গেল। সবাই জানে বিশাখাপত্তনমে বিরাটের রেকর্ড দারুণ। তাই দ্বিতীয় ও তৃতীয় পর্যায়ের টিকিট বিক্রি অনলাইনে শুরু হতে না হতেই নিমেষে সব শেষ হয়ে গিয়েছে।

প্রথম দুই ম্যাচে হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের পর বিশাখাপত্তনমেও ভাল লড়াই হবে বলে মনে করা হচ্ছে। দক্ষিণ আফ্রিকার অধিনায়ক টেম্বা বাভুমা আগে থেকে 'সহজে ছাড়ছি না' গোছের হুমকি দিয়ে রেখেছেন। যা মনে হচ্ছে তাতে এই ম্যাচে গোটা দুয়েক পরিবর্তন হতে পারে ভারতীয় দলে। প্রথম দুই ম্যাচে বসে থাকা ঋষভ পন্থকে প্রথম এগারোয় নিয়ে আসা হতে পারে ওয়াশিংটন সুন্দরের জায়গায়। ওয়াশিংটন বল খুব বেশি পাননি। কিন্তু ব্যাট হাতে রাঁচি ও রায়পুরে চূড়ান্ত ব্যর্থ হয়েছেন। করেন যথাক্রমে ১৩ ও ১ রান। আরেকজনের উপর বাদের খাঁড়া ঝুলছে। পেসার প্রসিধ কৃষ্ণ। আগের ম্যাচে ৮.২ ওভারে ৮০ রান

প্রথম দুই ম্যাচে দুটি সেঞ্চুরি। বিশাখাপত্তনমে বিরাটের জন্যই আজ মাঠ ভরে যাবে।

দিয়েছেন। তাঁকে বাদ দিয়ে স্থানীয় ছেলে নীতীশ রেড্ডিকে খেলানো হতে পারে।

দক্ষিণ আফ্রিকার এখন সুসময় চলছে। টেস্ট সিরিজ ২-০-তে জেতার পর এবার একদিনের সিরিজ জেতার সুযোগ সামনে। কনরাড শুক্রির দল দারুণ খেলছে। রায়পুরে ৩৫৮ রান তাড়া করে তুলে দিয়েছে দক্ষিণ আফ্রিকা। মার্করাম সেঞ্চুরি করেন। এছাড়া ব্রিজকি, ব্রেভিস সবাই রান করেছেন। ভারতীয় বোলিংয়ে কোথায় যেন ভেদশক্তির অভাব লক্ষ্য করা যাচ্ছে। ঋষভকে বসিয়ে অলরাউন্ডার খেলানোর প্ল্যান কোনও কাজে আসছে না। পেসার প্রসিধও ব্যর্থ। শামির মতো ফর্মে থাকা বোলার মুস্তাক আলিতে খেলছেন আর তিনি নীল জার্সিতে লাগাতার ব্যর্থ হচ্ছেন, এটা ভারতীয় ক্রিকেটের জন্য ভাল বিজ্ঞাপন হতে পারে না।

চারিদিকে টিলা আর সবুজের সমারোহর মধ্যে এখানকার স্টেডিয়াম। কাছেই ঋষিকোন্ডা বিচ। যেখানে পর্যটকদের ঢল নামার এটাই মরশুম। খুব কাছে সমুদ্র থাকায় ম্যাচের উপর সামুদ্রিক হাওয়ার প্রভাব থাকবে। আগের দুই ভেনুর তুলনায় এখানে ঠান্ডা ও শিশিরের সমস্যা কম হতে পারে। তবে এই উইকেটে রান ভালই ওঠে। অন্তত আগের ম্যাচগুলি সেই ইঙ্গিত দিচ্ছে। এটা আবার রোহিত শর্মার মামার বাড়ির শহর। তিনি আর বিরাট একবার শুরু করে দিতে পারলে এনগিডি, জানসেন, কেশব মহারাজদের কপালে দুঃখ আছে। জনতা কিন্তু সেই আশায় মাঠে আসবে।

ওয়াশিংটনের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন দুশখাতেকে

বিশাখাপত্তনম, ৫ ডিসেম্বর : ওয়াশিংটন সুন্দর আসলে কি? বল করেন আবার ব্যাটের হাতও ভাল? নাকি উল্টোটা? তাঁকে ঘিরে এই প্রশ্নটা উঠছে কারণ, ওয়াশিংটন প্রথম দুটি একদিনের ম্যাচে স্রেফ ৭ ওভার বল করেছেন। যার অর্থ, বোলার ওয়াশিংটনের উপর তেমন ভরসা নেই দলের। তিনি অবশ্য ব্যাট হাতেও বিশেষ ছাপ ফেলতে পারেননি এই সিরিজে।

শুক্রবার বিশাখাপত্তনমে সাংবাদিক সম্মেলনে এই প্রশ্নের মুখে পড়তে হল সহকারী কোচ রায়ান টেন দুশখাতেকে। তিনি সাফ জানিয়ে দেন, ওয়াশিংটনকে এই সিরিজে ব্যাটিং অলরাউন্ডার হিসাবেই ভাবা হচ্ছে। তাঁর কথায়, ওয়াশিংটন হল ব্যাটার। যে বলও করতে পারে। দুশখাতে এরপর যোগ করেন, এরকম পরিস্থিতিতে স্পিনার ২০ ওভার বল করছে এটা একটু বাড়াবাড়ি ভাবনা। ওয়াশিংটন এখনও শিখছে। ও আত্মবিশ্বাসী। গত ১২ মাস খুব ভাল কেটেছে ওর। ও অনেক কিছু শিখছে। তার মধ্যে পাঁচজন ফিল্ডার সার্কেলের বাইরে থাকলে কীভাবে বল করতে হবে সেটাও।

ওয়াশিংটনকে নিয়ে প্রশ্ন উঠছে কারণ, তাঁর ব্যাটিং অর্ডারেরও ঠিক নেই। টেস্ট সিরিজে একদিন তিনি তিনে ব্যাট করেছেন, আবার একদিন নেমেছেন আটে। আর বোলার হিসাবেও দল তাঁর উপর খুব বেশি ভরসা রাখতে পারেনি। এদিকে দুশখাতে এটা মেনে নিয়েছেন যে, টেস্ট সিরিজে ব্যর্থতার পর দলের মধ্যে একদিনের সিরিজে ঘুরে দাঁড়ানোর জেদ তৈরি হয়েছে। তবে এটা একেক জনের কাছে একেক রকমভাবে। শুক্রবার জিতলে একদিনের সিরিজ ভারতের দখলে শুধু এসে যাবে না, টেস্ট হারের বদলাও হয়ে যাবে। এরপর অবশ্য পাঁচটি টি ২০ ম্যাচ রয়েছে।

শামি কেন ব্রাত্য? তোপ হরভজনের

নয়াদিল্লি, ৫ ডিসেম্বর : দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে দ্বিতীয় ওয়ান ডে-তে সাড়ে তিনশোর উপর রান তুলেও হেরেছে ভারত। তারপরই দলে পেসারদের পারফরম্যান্স নিয়ে প্রশ্ন তুলে তোপ দেগেছেন হরভজন সিং। তিনি মনে করেন, দেশে ম্যাচ জেতানোর মতো বোলার থাকলেও তাদের কোনও অজ্ঞাত কারণে সুযোগ দেওয়াই হচ্ছে না। হরভজন বলেছেন, মহম্মদ শামি কোথায়? জানি না, কেন ওকে খেলানো হচ্ছে না। ইংল্যান্ড সফরে বুমরাকে ছাড়াই ভারত ভাল খেলেছিল এবং টেস্ট জিতেছিল। সিরাজ দুর্দান্ত খেলেছিল। বুমরাকে ছাড়া ভারত সফরে যে ক'টা টেস্ট খেলেছিল, সবগুলোই জিতেছিল ভারত। জয়ের পিছনে বড় ভূমিকা ছিল সিরাজের। এমন বোলার আমাদের হাতে আছে। অথচ তাদের দূরে সরিয়ে রাখা হচ্ছে। 'টার্বুনেটর' আরও বলেন, প্রসিধ কৃষ্ণ ভাল বোলার। কিন্তু এখনও ওর অনেক কিছু শেখার আছে। বুমরা দলে থাকলে এক রকম। কিন্তু তাকে ছাড়া দলের বোলিং আক্রমণে ধার অনেকটাই কমে যায়। সাদা বলের ক্রিকেটেও বুমরাকে ছাড়া ম্যাচ জেতা শিখতে হবে ভারতকে। তাঁর কথায়, বরুণ কেন শুধু টি-২০ ফর্ম্যাটের বোলার হয়ে থাকবে! কুলদীপের পাশে বাকি স্পিনাররা ধারাবাহিক নয়।

কটকে বিশৃঙ্খলা

কটক, ৫ ডিসেম্বর : কটক ম্যাচের টিকিট কাটা নিয়ে ধুন্ধুমার পরিস্থিতি বরাবাটি স্টেডিয়ামে। লম্বা লাইন, টিকিট কাটার তাড়ায় প্রবল ভিড়ে ধাক্কাধাক্কি, লাইন ভেঙে দৌড়োদৌড়ি, সব মিলিয়ে স্টেডিয়ামের বাইরে চূড়ান্ত অব্যবস্থায় পদপিষ্টের মতো পরিস্থিতিও তৈরি হয়। সেই ভিডিও ভাইরালও হয়। কটকে ভারত শেষ ম্যাচ খেলেছিল চলতি বছরের ফেব্রুয়ারিতে। ৯ ডিসেম্বর দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে সিরিজের প্রথম টি-২০ খেলবেন সূর্যকুমার যাদবেরা। মঙ্গলবারের ম্যাচের জন্য অনলাইনে পর্যাপ্ত টিকিট ছাড়া হয়নি বলে অভিযোগ। বরাবাটির আসন সংখ্যা ৪৫ হাজার। কিন্তু মাত্র ২০ হাজার টিকিট বিক্রির জন্য ছাড়া হয়েছে বলে অভিযোগ। টিকিটের চাহিদা শুরু হয়েছে।

ব্রিজকির মুখে ব্রেভিস-জানসেনের প্রশংসা

আস্থা পাওয়ারহাউসেই

বিশাখাপত্তনম, ৫ নভেম্বর : ভারত যে শেষ ম্যাচ জিতে একদিনের সিরিজ পকেটে পুরে ফেলতে চাইবে সেটা বিলক্ষণ জানেন ম্যাথু ব্রিজকি। কিন্তু তিনি বলছেন, ভারতের চ্যালেঞ্জ রুখে দিতে তাঁরাও প্রস্তুত।

ব্রিজকির নাম এই সিরিজের আগে খুব একটা পরিচিত ছিল না। কিন্তু রাঁচি ও রায়পুরে তিনি অসাধারণ ব্যাটিং করেছেন। পুরো চাপ নিজের মধ্যে নিয়ে দক্ষিণ আফ্রিকাকে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছেন। শুক্রবার প্রি ম্যাচ কনফারেন্সে এসে ব্রিজকি বলেন, ভারত খুব ভাল দল। আমাদের সত্যিই ভাল খেলতে হবে। আমরা জানি এটা মাস্ট উইন গেম। ভারত যেভাবেই হোক জিততে চাইবে। আমার বিশ্বাস জমাটি ম্যাচ হবে এখানে। আর আমরা সেরা ক্রিকেট খেলার জন্য মাঠে নামব।

নিজের দলের উপর অগাধ আস্থা ব্রিজকির। তিনি বলছিলেন, কয়েকজন জেনুইন ব্যাটার আছে আমাদের দলে। এতে একটা খুব ভাল ব্যালান্স এসেছে। কারণ, এই দলে ব্রেভিস, জানসেন, করবিন বশের মতো পাওয়ার হাউস রয়েছে। যারা ম্যাচ ঘুরিয়ে দিতে পারে। এরপর দলের মিডল অর্ডার ব্যাটিং নিয়ে তাঁর বক্তব্য, টপ অর্ডারে কয়েকজন জেনুইন ব্যাটার রয়েছে। তারপর এই পাওয়ার হাউস। আমাদের দলকে এখন তাই ভীষণ ব্যালান্সড দেখাচ্ছে।

রাঁচি ও রায়পুরে শিশির মাচের উপর বিশাল প্রভাব ফেলেছে। এবার বিশাখাপত্তনমে কি হয় সেটাই দেখার। ব্রিজকি জানিয়েছেন, প্রথম দুই ম্যাচে শিশির পড়লেও তাঁরা পরে ব্যাট করায় সুবিধা পেয়েছিলেন। কিন্তু সমুদ্রের খুব কাছে থাকা বিশাখাপত্তনমে শিশির সমস্যা তৈরি করে কিনা সেটাই এখন দেখার।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

অর্ধেক আকাশ

6 December, 2025 • Saturday • Page 17 || Website - www.jagobangla.in

১৭
৬ ডিসেম্বর ২০২৫
শনিবার

সেকাল পেরিয়ে একালের বিয়ে

বিয়ের মরশুম শুরু। বাগদান, গায়ে হলুদ, আশীর্বাদ, শুভদৃষ্টি সম্প্রদান— সেকাল থেকে একাল বাঙালি বিয়ের রীতিনীতি, আচারে-অনুষ্ঠানে এসে গেছে অনেক বদল। সেই নিয়ে লিখলেন **তনুশ্রী কাঞ্জিলাল মাশ্চরক**

বউ ছত্তর আঁকতে পুরো পাঁচপো

চাল ভিজিয়ে দিয়েছেন নন্দরানি। বড় উঠোনটায় আলপনা আঁকতে গেলে একসের পাঁচপো চাল না ভিজোলে চলবে না—

'দুধে আলতার প্রকাণ্ড পাথর বসিয়ে তাকে কেন্দ্র করে আর ঘিরে ঘিরে দ্রুত হস্তে ফুল লতা শাঁখ পদ্ম এঁকে চলছেন নন্দরানী। বিয়েতে যজ্ঞের আয়োজন না করলেই নয়, দিকে দিকে লোক ছুটিয়ে দিয়েছেন, জনাইতে মনোহরার বায়না গেছে, বর্ধমানে মিহিদানার। তুষ্টু গোয়ালাকে ভার দেওয়া হয়েছে দৈ এর। আর ভীমে জেলেকে ডেকে পাঠিয়েছেন মাছের ব্যবস্থা করতে। কোন পুকুরে জাল ফেলবে ক মণ তোলা হবে সেই সব নির্দেশ দিচ্ছিলেন রামকালী।'

সেকালের বিবাহযাত্রা

সেকালের বিয়ে মানেই এইরকম চিত্র কমবেশি সব পরিবারেই দেখা যেত। বাঙালি বিয়ে চিরকালই এক আনন্দ ঐতিহ্যের অপূর্ব মেলবন্ধন। আচার অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শুধু দুটি মানুষ নয়, দুটি পরিবার, পাড়াপড়শিও এক হয়ে যেত। সাদামাটা শাড়ি, কলাপাতা সাজানো উঠোন পরিবারের লোকজনদের আমোদ আহ্লাদ একটা একত্রিত উৎসব, যা ছিল বিয়ের প্রাণ।

বিয়ের অন্যতম প্রধান অনুষ্ঠান গায়ে হলুদ। একসময় বাঙালি পরিবারের গভীর সংস্কৃতির ঐতিহ্য ছিল গায়ে হলুদ। পরিবারের সদস্যরাই নন, গায়ে হলুদ যা শুধু একটি আচার নয় পারিবারিক বন্ধনের প্রতীক ছিল।

মাটির ছোট পাত্রে রাখা হলুদ, একপাশে জ্বলত মাটির প্রদীপ আর কলাপাতার মঞ্চ তৈরি হত। সে এক অন্যরকমের আবহ। বিয়েতে থাকত লোকগান। ঠাকুমা-দিদিমারা গাইতেন 'ও ছুঁড়ি তোর বিয়া লেগেছে' অথবা 'লীলাবালী লীলাবালী ভর যুবতী সই মোর কি দিয়া সাজাইমু তোরে'...

সেকালে বিয়ের গান

দারুণ দারুণ সব গান। এই সমস্ত গান দিয়ে উৎসবের মেতে ওঠা সবাই মিলে যা ছিল আত্মিক আনন্দ আর পারিবারিক বন্ধনের প্রতীক এবং আমাদের ভারতীয় সংস্কৃতির ঐতিহ্যের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ।

আলপনা আশীর্বাদ ও পাটিপত্র

শুধু গায়ে হলুদ বা বিয়ের গানই নয়। নানারকম প্রথা ছিল সেই সময়। বাড়িতে বিয়ে লাগলেই বাড়ির মেয়ে-বউরা মিলে আলপনা দিতেন। সুন্দর সুচারু সব আলপনায় সেজে উঠত বিবাহ মণ্ডপ। আশীর্বাদেরও একটা বিরাট পর্ব থাকত সে-সময়।

ছেলের বাড়ির সমস্ত আত্মীয়-স্বজন মিলে মেয়ের বাড়ি আসত। মেয়ের বাড়িতে সাজ-সাজ রব পড়ে যেত। আত্মীয়-স্বজনের উপস্থিতিতে গমগম করত বাড়ি-ঘর। কোন কোন পরিবারে আশীর্বাদের দিনই অনুষ্ঠিত হত পাটিপত্রের অনুষ্ঠান। কত সহজ সরল বিশ্বাস, কোনও আইনি সিলমোহর নয়। কেবলমাত্র দু'পক্ষের গুরুজনদের উপস্থিতিতে আশীর্বাদ ও বিশ্বাস নিয়ে একটা খাতায় টাকা ও সিঁদুর দিয়ে ঠাকুরের পায়ে ছুঁইয়ে পাত্র-পাত্রীর নাম ও উভয়পক্ষের গুরুজনদের নাম, গোত্র-বিবাহের দিনক্ষণ লিখে রাখা হত। পাটিপত্রের আগের কালের কথা যদি ধরি সে সময়ে সমাজজনিত কারণে কোনও সই-সাবুদ নয়, মানুষের স্মরণ-সাক্ষ্যই ছিল দলিল। তা সেই স্মরণ সাক্ষ্যকে বিশেষ ভাবে ধরে রাখার জন্যই সেসময় তৎকালীন গ্রাম বা সমাজের মানুষজনকে একদিন ডেকে এনে খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থা থাকত।

তা ছাড়া বাঁড়ুয্যেদের মেয়ে যে চাটুয্যেদের পরিবারভুক্ত হল তার স্বীকৃতিটাও তো দিতে হবে। তাই বউভাতে যোগ দিতে নতুন বউয়ের হাত দিয়ে ভাত পরিবেশন করিয়ে, জ্ঞাতি-কুটুম্বের কাছ থেকে সেই স্বীকৃতি নেওয়া। অনেক পরিবারে এটাকে বলে জ্ঞাতি কুটুম্বদের ঘি-ভাত দেওয়া।

সেকালের পুরোহিত বনাম ঘটক

এ-ছাড়াও আগে গ্রামে গ্রামে মূলত পুরোহিতরা বা একটা সম্প্রদায় ঘটকালির কাজ করতেন। তাঁরা বিভিন্ন গ্রামে ঘুরতেন। পাত্র কিংবা পাত্রীর খোঁজ-খবর থাকত তাঁদের নখদর্পণে। পাত্রপক্ষ বা পাত্রীপক্ষের চাহিদা অনুযায়ী তারা জোগাড় করে দিতেন। নাপিতের ছড়া ছিল সেখানে বিয়ের একটা অপরিহার্য অঙ্গ। বিয়ের হাতবন্ধনের মালাবদল সিদ্ধান্ত এবং বিয়ের শেষে উভয় পক্ষের নাপিত বিবাহ আসরে মজার মজার ছড়া কাটত এবং শুধু মজার ছাড়াই নয়, সঙ্গে আদিরসাত্মক ছড়াও চলত। শুধু নিয়মরক্ষা নয়, বিনোদন হিসেবেও এইসব ছড়ার গুরুত্ব ছিল অপরিসীম। একটা সময় পর্যন্ত বিয়ে বাড়িতে বরযাত্রীরা এলে তাঁরা সকলে থেকে যেতেন এবং খুব উপভোগ করতেন বিয়ের এই সমস্ত রীতি অনুষ্ঠান।

শুনুন শুনুন মহাশয়,
শুনুন দিয়া মন
হর পার্বতীর বিবাহকথা
বহুল বচন
আদ্য ঋষি প্রাচীন গান্ধর্ব্য মতে
শকুন্তলার বিয়ে হয়েছিল
দুষ্মন্তের সঙ্গে।

বেশ কিছু বছর আগেও বাড়িতে বিয়ে কিংবা অনুষ্ঠান হলে মাসখানেক আগে থেকেই রীতিমতো পরিকল্পনা শুরু হয়ে যেত কোথায় খাওয়ানো হবে, কোথায় ছাঁদনাতলা বাঁধা হবে, নিমন্ত্রিতদের রাত্রিবাসের জন্য কোন প্রতিবেশীকে বলা হবে, বর কার বাড়িতে বসবে, এই নিয়ে দফায় দফায় কথা চলত বাড়ির আত্মীয়স্বজনদের সঙ্গে তো বটেই, পাড়া-প্রতিবেশীও বাদ যেত না সেই অন্তরঙ্গ আলোচনায়।

সিঁদুরদান

বিয়ের সব অনুষ্ঠানের মধ্যে মূল আকর্ষণ হল সিঁদুরদান পদ্ধতি। সনাতন ধর্ম অনুযায়ী সিঁদুর হল বিবাহিত মহিলার প্রতীক। মনে করা হয় যে স্ত্রীর সিঁদুর স্বামীকে যে কোনও বিপদের হাত থেকে রক্ষা করতে পারে। হরপ্পা সভ্যতার সময়কাল থেকেই বিয়ের সময় সিঁদুরদানের প্রচলন হয়। আর এই সিঁদুরদান প্রথা শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বহুবিবাহ প্রথা একেবারে বন্ধ হয়ে যায়। একবার সিঁদুরদান হয়ে গেলে কোনও মহিলা দ্বিতীয়বার বিয়েতে রাজি হতেন না। পৌরাণিক কাহিনি অনুযায়ী সিঁদুরদান আর আগুনকে সাক্ষী রেখেই সাত পাকে বাঁধা পড়েছিলেন রাম-সীতা।

ভিয়েন বনাম ক্যাটারার

তবে ইতিহাস সব সময় পরিবর্তনের কথাই বলে। সেই পরিবর্তনের হাত ধরেই বাঙালির বিয়েতে আমূল পরিবর্তন এসেছে। আগে ছোট করে হলেও যে যার সামর্থ্য অনুযায়ী বাড়িতেই বসাতেন ভিয়েন। এখন অর্থ ক্ষমতার গৌরব আর অণু-পরিবারের কৌলীন্যে বাঙালির জীবনের এসেছে ক্যাটারার। এটা সেকালে ভাবনার অতীত ছিল! 'যজ্ঞের জন্য ছানাবড়া ভাজা হচ্ছে, ভিয়েনের চালায় বড় বড় কাঠের অনুন জ্বেলে কারিগররা লেগে গেছে ভোর থেকে, প্রথমেই বোঁদে ভেজে স্তূপাকার করে রেখেছে কাঠের বারকোশে-বারকোশে, এখন শুরু হয়েছে ছানাবড়া। প্রচুর পরিমাণে না করলেও তো চলবে না। নিমন্ত্রিতদের পেট উপচে খাওয়ানোর পর আবার সরা ভর্তি ছাঁদা দিতে হবে তো।'

(এরপর ১৯ পাতায়)

অর্ধেক আকাশ
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল
6 December, 2025 • Saturday • Page 18 || Website - www.jagobangla.in

বিয়ে যখন সম্বন্ধের

বাংলায় একটা প্রবাদ রয়েছে, লাখ কথার পর বিয়ে হয় আর তা যদি হয় সম্বন্ধের বিয়ে বা অ্যারেঞ্জড ম্যারেজ তা হলে লাখ নয় বলতে হয় কোটি কথা! আসলে বিয়ে মানেই খোলা মনে দীর্ঘ আলোচনা এবং কিছু জরুরি শর্তপূরণ। কোন কোন দিকে খেয়াল রাখবেন? জানালেন **কাকলি পাল বিশ্বাস**

ঘটনা এক : অতনু আর রঞ্জনার সম্বন্ধ করে বিয়ের এক বছর পেরোতেই সমস্যার শুরু। রঞ্জনা বিয়ের আগেই একটি বেসরকারি স্কুলে চাকরি করত, আর সেই কাজই ছিল তার আত্মসম্মানের জায়গা। কিন্তু শ্বশুরবাড়িতে ঢোকার পরই শুনতে হয়— বউয়ের বেসরকারি চাকরি নাকি মানায় না। এই ধরনের কথাবার্তা রঞ্জনা একেবারেই মেনে নিতে পারে না। অতনু কিছু না বললেও বাবা-মায়ের মতের বিরুদ্ধে রুখেও দাঁড়ায় না, আর তাতেই রঞ্জনা আরও একা হয়ে যাচ্ছে। শেষ পর্যন্ত রঞ্জনা বুঝে যায়, নিজের স্বপ্ন থামিয়ে রাখা তার পক্ষে সম্ভব নয়। তাই সে সিদ্ধান্ত নিয়েছে স্পষ্টভাবে কথা বলেই নিজের জীবনকে নতুন করে, নিজের মতো করে গড়ে তুলবে।

ঘটনা দুই : পরিবারের চাপেই অলোককে বিয়ে করতে বাধ্য হয় তৃণা। বিয়ের আগে তার একটি গভীর পুরনো সম্পর্ক ছিল, আর সেই সম্পর্ক ভেঙে কিছুটা জোর করেই অলোকের সঙ্গে বিয়ে দেওয়া হয় তাকে। কিন্তু মন তো হঠাৎ বদলায় না। তাই অলোককে স্বামী হিসেবে মেনে নিতে তৃণার ভীষণ কষ্ট হচ্ছিল। তার হৃদয় বারবার ফিরে যাচ্ছিল সেই মানুষটার কাছে, যাকে সে সত্যিই ভালবাসত। তাই লুকিয়ে লুকিয়ে প্রাক্তনের সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ রেখেছিল সে। একদিন সত্যিটা ধরা পড়তেই বাড়িতে অশান্তি তুঙ্গে ওঠে। বিশ্বাস ভেঙে যায়, কথার আঘাত আরও গভীর হয়। এখন ওদের সম্পর্ক এমন জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছে, যেখানে ডিভোর্সের কথাও আর অস্বাভাবিক মনে হচ্ছে না।

ঘটনা তিন : সুমন আর রেখার বিয়ে হয়েছিল সম্বন্ধ করে, কোষ্ঠী মিলিয়ে, সমস্ত নিয়ম মেনে। সবাই ভেবেছিল ওদের ভবিষ্যৎ অত্যন্ত নিরাপদ। কিন্তু ওদের মেয়ের জন্মের পর জানা গেল যে সে থ্যালাসেমিয়া রোগে আক্রান্ত। হাসপাতালের দরজা, রক্ত বদলের চিন্তা, সব মিলিয়ে তখন সবাই বুঝল, কোষ্ঠীর পাতায় নয়, সত্য লুকিয়ে ছিল রক্তের ভেতরেই। বিয়ের আগে মাত্র একটা রক্ত পরীক্ষা করলেই ধরা পড়ত দু'জনেই রোগটির বাহক কি না। আর রক্ত পরীক্ষা করে তার পরে বিয়ে করলে আজ তাদের এই সমস্যার মুখোমুখি পড়তে হত না।

যুগ বদলে গেলেও দেখাশোনা করে বিয়ে বা অ্যারেঞ্জড ম্যারেজ এখনও আমাদের সমাজে সর্বজনগৃহীত। সম্বন্ধের বিয়ের জন্য ম্যাট্রিমনিয়াল সাইট ছিলই যেটা এখন আরও আকর্ষণীয়। সেই সব সাইটে শুধুমাত্র পাত্র-পাত্রীর ছবিই নেই রয়েছে পুরোদস্তুর প্রোফাইল। এক কথায় বলা যায় তাঁদের বায়োডেটা। সেখানে পাত্র বা পাত্রী কী খাবার খেতে পছন্দ করেন বা কী তার ভাল লাগার গান, কোন পোশাক পছন্দ— সবটা দেওয়া থাকে। যাঁদের মিলে যাবে ক্রাইটেরিয়া শুভস্য শীঘ্রম। এমন করেই সফল হচ্ছে অনেক বিয়ে কিন্তু তা সত্ত্বেও থেকে যাচ্ছে বেশ কিছু ফাঁকও। পছন্দ মিলে যাওয়াটাই তো সব নয়। তাই বেড়েছে বিবাহবিচ্ছেদও। আসলে একটা বিয়েকে সফল করতে চাই অনেকগুলো এক্স ফ্যাক্টর। দু'জন সম্পূর্ণ অচেনা মানুষের একসঙ্গে পথচলার অঙ্গীকারবদ্ধ হওয়া ফোনালাপ বা দু-চারটে ডিনার ডেটে গিয়েই কি পরস্পরকে চিনতে পারেন! সম্বন্ধের বিয়ে কি সবসময় সফল হয়? এমন ক্ষেত্রে কোন কোন দিকগুলোয় নজর দেবেন, কী কী দেখবেন—

প্রথম পরিচয়

সম্বন্ধ করে বিয়ের ক্ষেত্রে বর-কনের প্রথম দেখা বা পরিচয় পর্বটি বেশ গুরুত্বপূর্ণ। অনেকের জন্য এই ধাপটা আনন্দের, আবার কারও কাছে একটু অস্বস্তিকরও লাগে। পরিচয় যত এগোয়, দু'পক্ষই একে অপরকে বোঝার চেষ্টা করে। এই পর্বে সামনের মানুষটা অচেনা বলে নিজের ভিতরে কোনও সংকোচ রাখবেন না। একবার বিয়ের পিঁড়িতে বসলে ফেরা উপায় নেই তাই কিছু কথা স্পষ্টভাবে আলোচনা হয়ে গেলে পরের ঝামেলা অনেকটাই কমবে।

ছোট ছোট দিকে নজর দিন

সাধারণত সম্বন্ধ করে বিয়ের ক্ষেত্রে পরিবার, পেশা, আর্থিক অবস্থা—এই কয়েকটা বিষয়ই গুরুত্ব পায়। কিন্তু সম্পর্কের ভিত শক্ত রাখতে আরও কিছু ছোট কিন্তু জরুরি দিক আছে, যেগুলো নিয়ে আলোচনা জরুরি। যেমন ধরে নেওয়া যাক পাত্রের সারাবছর এসি লাগেই, ভরা শীতেও কিন্তু পাত্রী শীতকাতুরে! খুব সামান্য অথচ গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় পরবর্তীতে বড় সমস্যা তৈরি পারে। হবু বর হয়তো মোটেই বেড়ানো পছন্দ করেন না অথচ প্রোফাইলে পছন্দের জায়গায় পাহাড় লিখে রেখেছেন! পাহাড় আর সমুদ্রের চক্করে দেখা গেল হবু বর যে আসলেই ঘরকুনো বা বছরে চারবার বেড়াতে যান বন্ধুদের সঙ্গে বা ওয়র্কোহলিক, কাজ ছাড়া কিছুই বোঝেন না এটাই জানা হয়নি। তার ব্যক্তিগত রুচিটা হয়তো ভুল নয় কিন্তু আপনি হয়তো তার পছন্দে নিজেকে মেলাতে পারবেন না। তাই দরকার খোলামেলা কথা বলে নেওয়া।

অতীত কিন্তু অতীত নয়

আগের সম্পর্ক অতীত হলেও সেনসিটিভ তাই পরে যখন একজন অচেনা মানুষের সঙ্গে জীবন কাটাতে চলেছেন তাকে লুকোবেন না কিছুই। এমনকী লিভিং টুগেদার করলেও জানিয়ে দিন। আজকের যুগের উদার মানসিকতার প্রগতিশীল মানুষ হলে নিশ্চই তার সমস্যা হবে না আবার সমস্যা থাকলেও সেটা তার কোনও দোষ নয়। পরিবারের চাপে বিয়ে হয়ে যাওয়া নতুন ঘটনা নয়। সেই চাপের কাজে নতিস্বীকার করে পরে অনেক ভয়ঙ্কর ঘটনা ঘটিয়ে ফেলেছেন এমন দম্পতির উদাহরণ এখন ভূরি-ভূরি। জোর করে সম্পর্কের বোঝা নিজের ঘাড়ে চাপাবেন না। সম্পর্ক ভেঙেছে নিজেকে এবার সময় দিন আবার নতুন করে। বাড়ির লোকের তাড়াহুড়োয় সায় দেবেন না।

নিজের কেরিয়ারে আপস নয়

পড়াশোনা, নিজের কেরিয়ার নিয়ে মেয়েরা এখন আগের থেকে অনেক বেশি সচেতন। তাই যিনি চান না তাঁর স্ত্রী কেরিয়ার গড়ুক অযথা জোর করে সেই সম্পর্ককে বিয়ে পর্যন্ত নিয়ে যাবেন না। ভাবছেন পরে বুঝিয়ে নেবেন কিন্তু জানবেন মানুষের বেসিক চরিত্রের বদল হয় না। একটা সময় যেটা বিয়ে নামক আবেগ পরবর্তী সময় সেটাই কঠিন বাস্তব হয়ে সামনে আসবে। আজ থেকে দশ বছর পর নিজেরা নিজেকে কোথায় দেখতে চান, সেটা স্পষ্টভাবে বলাই ভাল। কেউ চাকরিতে প্রতিষ্ঠিত হতে চান, কেউ আবার ব্যবসা শুরু করার স্বপ্ন দেখেন। তাই হবু বর-কনে যেন পরস্পরের ভবিষ্যৎ-ভাবনা বুঝতে পারেন।

সেই সঙ্গে বিদেশে কাজ করতে যাওয়ার এবং ভবিষ্যতে বিদেশেই সেটল করার স্বপ্ন ওখন অনেকেরই থাকে। (এরপর ১৯ পাতায়)

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

অর্ধেক আকাশ

6 December, 2025 • Saturday • Page 19 || Website - www.jagobangla.in

১৯
৬ ডিসেম্বর ২০২৫
শনিবার

সেকাল পেরিয়ে একালের বিয়ে

(১৭ পাতার পর)

কন্যা সম্প্রদান নয়

খাওয়াদাওয়া বাদ দিলেও বিয়ের রীতিতেও নানারকম পরিবর্তন এসেছে। বিশ্বায়নের যুগে এখনের মেয়েরা আর কন্যাসম্প্রদান, সিঁদুর দান এগুলো মেনে নিতে চাইছেন না। সম্প্রদানকে অত্যন্ত হীন বলে মনে করছেন তাঁরা। কারণ সম্প্রদান প্রথার মধ্যে বরের হাঁটু ধরে কন্যার বাবা কন্যাকে দান করেন। সেই জন্য মেয়েদের বা অনেক ক্ষেত্রে পুরুষদেরও মনে হচ্ছে এই প্রথাটি নারীদের জন্য অত্যন্ত অবমাননাকর।

ব্যতিক্রমী অনেক নারী সিঁদুরদানেও প্রতিবাদ জানাচ্ছেন। বিশেষ হিন্দু ম্যারেজ অ্যাক্ট অনুযায়ী, সিঁদুরদান ছাড়াও বিয়ে করা যায়। বিবাহ প্রথায় এই ব্যবস্থায় কোনও বাধা নেই, এমনটাও নব্য নারীরা করে দেখিয়েছেন। এটা অবশ্য খুবই ব্যতিক্রম। তবু পরিবর্তন হয়েই চলেছে। প্রথাগত ধারণাকে রীতিমতো চ্যালেঞ্জ জানাচ্ছেন তাঁরা।

ভাবনার আমূল পরিবর্তন

এছাড়াও সেভাবে এখন যেহেতু মেয়েরা বেশিরভাগই কর্মরতা এবং কর্মসূত্রে ঘরের বাইরে দূর বিদেশেও থাকেন। তাই তাঁদের পক্ষে পাটিপত্র, আশীর্বাদ, কনে দেখা, পাকা কথা— এগুলো ভাগে ভাগে করার সময় বা ফুরসত কোনওটাই থাকে না। জেট যুগে তাঁরা হয়তো এক সপ্তাহে ছুটি নিয়ে বিয়ের আসরেই আশীর্বাদের ব্যবস্থা করে বিয়েটা সারেন। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই অধুনা প্রেমজ বিয়ে, এছাড়া পরিবার থেকে দেখাশোনা করে হলেও বেশির ভাগই ফোন মারফত ফটো দেখে পাত্র-পাত্রী নির্বাচিত করেন। সময়-সুযোগমতো তাঁরা দেখা-সাক্ষাৎ করেন।

ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট

ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট সংস্থা সুনিপুণ দক্ষতায় গোটা বিয়ের আয়োজন করে। খাওয়া দাওয়ার আমূল পরিবর্তন ঘটেছে কন্টিনেন্টাল থেকে দেশি— সবকিছুতেই একটা প্রতিযোগিতা চলে। দেখনদারির প্রতিযোগিতা চলে যে, কার বিয়ে কত উন্নত ও আধুনিক হতে পারে। সে কার্ড, বিয়ের আসর থেকে শুরু করে একেবারে কন্যা বিদায় অবধি।

আর এই গতির যুগে কোনও কিছুই অধরা নয়। সশরীরে উপস্থিত না থেকেও হয় পাত্র-পাত্রী দু'জনেই বাইরে চাকরি করেন তাই সবটাই অত্যাধুনিক প্রযুক্তির সাহায্যে সারা যায়।

আরও একটা কথা, যেটা না বললে এই লেখা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। সেটা হল, এখন শুধু কন্যারা যে বিদায় নিয়ে শ্বশুরবাড়ি যায় তেমনটা নয়। কারণ বেশিরভাগ ছেলেরা বা পাত্ররাই কর্মসূত্রে রাজ্য বা দেশের বাইরে থাকেন। তো তাঁরাও তো মায়ের কাছে আর থাকছেন না। তাঁরাও তো বাইরে চলে যাচ্ছেন। এবং অনেক ক্ষেত্রে এমনও দেখা যায় ছেলেটি হয়তো কলকাতা নিবাসী। বাবা-মা যেখানে থাকেন সেখানে আছেন। কিন্তু কন্যার অর্থাৎ পাত্রীর কর্মক্ষেত্র বাইরে। সুতরাং পাত্র স্ব-ইচ্ছে এবং সানন্দে বাইরে ট্রান্সফার নিয়ে চলে যাচ্ছেন পাত্রীর কর্মস্থলে। এমন আধুনিকতাও কিন্তু এখন দেখা যায়। এবং পরিবারের লোকেরা কিন্তু মেনে নিচ্ছে বিনা দ্বিধায়।

তাই এখন যে শুধুমাত্র মেয়েরাই শ্বশুরবাড়ি যায় এমন বস্তাপচা ধারণার বদল ঘটেছে এমন কথা নির্দ্বিধায় বলা যায়। মাঘ মাসে শীতের পিঠে পুলির সুবাসের সঙ্গে বাতাসে ভাসে সানাইয়ের সুর। তবে এখন শুধু যে তথাকথিত বিয়ের মাসেই বিয়ে হয় সেই একপেশে ধারণারও বদল ঘটেছে। এখন অনেক আধুনিক ও নব্য প্রজন্মের ছেলে-মেয়েরা নিজেদের কর্মক্ষেত্র, নিজেদের সুযোগ-সুবিধা দেখে যেকোনও মাসেই বিয়ের দিনক্ষণ ঠিক করেন। সেকালের বিয়ে এবং একালের বিয়ের মধ্যে বিস্তার ফারাক ঘটেছে এবং ঘটবে।

মহিলা পুরোহিত

পুরোহিতের ক্ষেত্রেও ঘটেছে বিস্ময়কর পরিবর্তন। আগে আমরা জানতাম বিয়ে, পৈতে, অন্নপ্রাশন বা যেকোনও শুভকাজে পুজো-পাঠে কেবলমাত্র পুরুষরাই অংশগ্রহণ করবেন। মহিলাদের সেই অধিকার একেবারেই ছিল না। বলা ভাল মহিলাদের এই পেশায় কোনও সময়ই দেখা যেত না।

কিন্তু বহু মহিলা পুরোহিত বিবাহ আসরে বসে স্ব-সম্মানে স্ব-মর্যাদায় বিয়ে দিচ্ছেন। আবহমান কালের এই ধ্যান-ধারণার ইতি ঘটেছে একালে। তাঁদের মতে, বৈদিক যুগে ঋষিদের সঙ্গে ঋষিকারাও পুজো করতেন। যজ্ঞের কাজও করতেন। বিয়ের বৈদিক মন্ত্রগুলো সূর্যা নামে এক নারীর রচনা। তাই এতে নারীর অধিকার নেই, এ কথা ঠিক নয়।

বৈদিক বিয়ের এই প্রথায় কন্যা সম্প্রদান হয় না। এছাড়া লজ্জাবস্ত্র, পানপাতা দিয়ে মুখ ঢাকা, গাঁটছড়া— এই নিয়মগুলো বিয়েতে পালন করা হয় না। এই সময়ের মহিলা পুরোহিতেরা সুন্দর বৈদিক মন্ত্র এবং রবীন্দ্রগানের সঙ্গে বিয়ের অনুষ্ঠান পালন করেন। এবং সংস্কৃতের পাশাপাশি বাংলায় প্রতিটি মন্ত্রের ব্যাখ্যা থাকে যাতে পাত্র-পাত্রী বিয়ের বিষয়টা অনুধাবন করতে পারে, অন্তরে নিতে পারে। ঐতিহ্যবাহী পুরনো রীতিনীতির বদলে আধুনিক ও প্রগতিশীল ব্যবস্থাপনা কালের হিসেবেই জনপ্রিয়তা পাচ্ছে।

বিয়ে যখন সম্বন্ধের

(১৮ পাতার পর) আবার কারও ইচ্ছে নিজের দেশেই থাকা। এক্ষেত্রে পরবর্তীতে ভুল বোঝাবুঝির অবকাশ যাতে না থাকে তাই দু'পক্ষের ইচ্ছে বুঝে নেওয়াটা খুব জরুরি।

পরিবারের দায়িত্ব

কোনও মেয়ে যদি বিয়ের পরেও তার বাবা-মায়ের খরচ বহন করতে চায় তা হলে হবু সঙ্গীকে আগে থেকেই বিষয়টা জানানো ভাল। এ ছাড়াও মেয়েটি যদি কাজ না করে তবুও বিয়ের পর আর্থিক দিক থেকে কতটা স্বাধীনতা চায় বা কীভাবে দায়িত্ব ভাগ হবে, এটা নিয়ে হবু সঙ্গীর সঙ্গে আলোচনা করে নেওয়া জরুরি। এই বিষয়গুলো স্পষ্ট থাকলে বিয়ের পর অনেক অপ্রয়োজনীয় চাপ ও ভুল বোঝাবুঝি এড়ানো যায়। এর পরেও মনের মিল সহজ নয় তাই জরুরি কিছু আগাম প্রস্তুতি।

যৌথ না সিঙ্গল পরিবার

এখন অনেকেই যৌথ পরিবারে মানিয়ে নিতে পারে না। তাই আগেভাগে দেখে নিন। বাবা-মায়ের একমাত্র সন্তান হলেও অনেক সমস্যা। তাঁরা অনেক সময়ই সেই দায়িত্ব সামলাতে গিয়ে স্ত্রীর প্রতি দায়িত্ব পালন করতে পারেন না বা সেকেন্ড প্রায়োরিটি হয়ে যায়। সেটা ভীষণ ভুল বোঝাবুঝির কারণ হয়ে দাঁড়ায় তাই এই বিষয়ে আগে থেকেই নিজেদের অবস্থানকে স্পষ্ট করুন।

কোষ্ঠী বিচার নয়, রক্ত পরীক্ষা

বিয়ের আগে কোষ্ঠী মেলানো নিয়ে অনেক পরিবারই খুব সচেতন, ১৬ গুণ মিললেই নাকি সব ভাল। কিন্তু যে পরীক্ষাটি সত্যিই ভবিষ্যতের দাম্পত্যকে নিরাপদ ও সুস্থ রাখতে পারে, তা নিয়ে অনীহা রয়েছে বেশির ভাগেরই। বিয়ের আগেই কিছু প্রয়োজনীয় পরীক্ষা করিয়ে নেওয়া জরুরি, যাতে পরবর্তী জীবনে বড় কোনও সমস্যায় না পড়তে হয় এবং ভবিষ্যৎ সন্তানের ঝুঁকি কমে।

বিয়ের আগে উভয়ের রক্তের গ্রুপ জানা অত্যন্ত জরুরি। সঙ্গে কমপ্লিট ব্লাড কাউন্ট, থাইরয়েড, ডায়াবেটিস— ইত্যাদি পরীক্ষা করালে শরীরে কোনও অস্বাভাবিকতা আছে কি না, তা আগেই বোঝা যায়।

এছাড়াও অনেক রোগের বীজ থাকে আমাদের জিনে। ডায়াবেটিস, উচ্চ রক্তচাপ, থ্যালাসেমিয়া, কিছু ধরনের ক্যানসার বা কিডনির সমস্যা আগে থেকেই জিনগতভাবে জানা থাকলে ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুতি নেওয়া সহজ হয়। তাই জেনেটিক স্ক্রিনিং আজকাল খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

এইচআইভি, হেপাটাইটিস বি ও সি আজীবন ভোগায় এবং চিকিৎসা দেরি হলে দাম্পত্যেও বড়সড় সমস্যা তৈরি হতে পারে। এছাড়া গনোরিয়া, সিফিলিস, ব্যাকটেরিয়াল ভ্যাজাইনোসিসের মতো সংক্রমণ আগে থেকে জানা গেলে চিকিৎসা করে সহজেই নিয়ন্ত্রণে আনা যায়।

আজকাল স্ট্রেস, কাজের চাপ আর অনিয়মিত জীবনযাপনের কারণে ইনফার্টিলিটি দ্রুত বাড়ছে। এই বিষয়টি শুধু শারীরিক নয়, মানসিক চাপও বাড়ায়। তাই বিয়ের আগে উভয়েরই ফার্টিলিটি পরীক্ষা করিয়ে সেটা জেনে নেওয়া খুবই দরকার।

সব মিলিয়ে, কোষ্ঠী মিলের থেকে অনেক বেশি জরুরি এই পরীক্ষাগুলো। এগুলো আগে করিয়ে নিলে বিবাহিত জীবন অনেকটাই নিরাপদ, নির্ভার ও সুস্থ হয়ে ওঠে।

বিয়ে মানে দু'জন মানুষের একসঙ্গে পথচলা, তাই পরিবারের মত যেমন জরুরি, তেমনই জরুরি দু'জনের নিজেদের ইচ্ছে আর ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা। বিয়ের আগে খোলাখুলি কথা হলে বোঝাপড়াও বাড়ে, আর পরে সম্পর্ক চলে আরও সহজভাবে, কম ভুল বোঝাবুঝিতে।

প্রাক্ বিবাহ কাউন্সেলিং

বিয়ের কয়েক মাস পেরোতেই অনেক সময় সম্পর্কের আসল ছবি সামনে আসে। রোজগার, খরচ, স্বাধীনতা, ব্যক্তিগত পছন্দ-অপছন্দ— এসব নিয়ে মতভেদ থেকেই অশান্তির শুরু। মনোবিদরা বলছেন, এমনই ছোট ছোট বিষয়ে ভুল বোঝাবুঝি জমতে জমতেই দাম্পত্যে দূরত্ব তৈরি হয়, আর অনেক দম্পতিই শেষমেশ সম্পর্ক ভেঙে ফেলার সিদ্ধান্তে পৌঁছে যান। আর এই কারণেই প্রাক্-বিবাহ কাউন্সেলিং একান্ত প্রয়োজন। তাই এখন অনেক তরুণ-তরুণীই বিয়ের সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে মনোবিদের সঙ্গে বসে নিজেদের মানসিকতা ও প্রত্যাশা মিলিয়ে নিচ্ছেন। চিকিৎসকরা খোলামেলা আলোচনায় এমন সব প্রশ্ন সামনে আনছেন, যেগুলো পরে হঠাৎ সামনে এলে সম্পর্কের ভাঙন ডেকে আনতে পারে। তাঁদের মতে, এই আলোচনা যত তাড়াতাড়ি হয়, সিদ্ধান্ত নেওয়াও তত সহজ। একসঙ্গে পথ চলবেন, নাকি পিছিয়ে আসবেন? মনোরোগ বিশেষজ্ঞদের মতে, এটা বিয়ে-ভাঙার প্রক্রিয়া নয় বরং বিয়েকে আরও নিশ্চিত ও প্রস্তুত করে তোলার উপায়। তাঁর মতে, সঙ্গীর চরিত্রের আসল দিকগুলো বিয়ের আগেই জানা গেলে পরের জীবন অনেকটাই সহজ হয়। আসলে প্রত্যেকের মধ্যেই কিছু না কিছু নেতিবাচক দিক থাকে আর সেইগুলো যদি আগে থেকে জানা যায় তাহলে সেটা মেনে নেওয়া খুবই সহজ হয়। আর নতুন সম্পর্কটাও বাস্তবভিত্তিক হয়।

অর্ধেক আকাশ
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল
6 December, 2025 • Saturday • Page 20 || Website - www.jagobangla.in

নতুন আমি নতুন তুমি

অসম্মানের সঙ্গে কোনওভাবেই আপস নয়। অসুখী-বিয়ে বা ভুল সম্পর্কে থাকার চেয়ে না থাকাই ভাল— আজকে নারী এটাই ভাবছেন। জীবনসঙ্গী যতই পছন্দের হোক, বিয়ে নিয়ে আর কোনও ছুঁতমার্গ নেই তাঁদের মনে। বিয়ে নিয়ে বদলেছে মন। বদল ঘটেছে দৃষ্টিভঙ্গির। তাই শেষমুহূর্তেও সিদ্ধান্ত বদলাতে পিছ-পা নন তাঁরা। লিখলেন **শর্মিষ্ঠা ঘোষ চক্রবর্তী**

এই মুহূর্তে সবচেয়ে চর্চিত সেলিব্রিটি কাপল ভারতীয় মহিলা দলের ক্রিকেটার স্মৃতি মান্ধানা এবং বলিউডের সুরকার পলাশ মুচ্ছলের বিয়ে আপাতত স্থগিত। পলাশ আর স্মৃতির বাগদান, গায়ে-হলুদ, সঙ্গীত— জোরদার চর্চা ছিল সোশ্যাল মিডিয়ায়। কিন্তু এত আয়োজনের পরে হঠাৎই সেই বিয়ে স্থগিত হয় তার কারণ স্মৃতির বাবা হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি।

তবে গুঞ্জন অন্য। পলাশ নাকি অন্য নারীর প্রেমে যদিও এর তেমন কোনও সত্যতা এখনও নেই কারণ যা-ই হোক, এত হাইপ্ড হওয়া একটি বিয়ে শেষমুহূর্তে স্থগিত হল! আর সেই সিদ্ধান্ত স্মৃতির।

এ তো গেল তারকাদের কথা। সাধারণ ঘরের মেয়েরাও এখন কিছু কম যান না। কয়েকটি ঘটনা তার প্রমাণ। 'ব্লিঙ্ক-ইট ওয়েডিং' শব্দটা এই মুহূর্তে গোটা সোশ্যাল মিডিয়া জুড়ে ঘুরছে। নেটিজেনদের দেওয়া খুব ভাইরাল একটা শব্দ। এই শব্দবন্ধটি আগামী দিনে অনেক কিছুর সাক্ষী হবে। ট্রেন্ডিংও হয়ে উঠলে কেউ অবাক হবে না। কারণটা হল 'ব্লিঙ্ক-ইট'-এ কোন জিনিস ডেলিভারি দিতে যতটা সময় লাগে তার চেয়েও কম সময়ে সম্প্রতি বিয়ে ভাঙল উত্তরপ্রদেশের কনে পূজার। বিয়ে ভেঙেছেন পূজা নিজেই। দেওরিয়ার বিশালের সঙ্গে ধুমধাম করে বিয়ে হয় সালেমপুরের পূজার। বিবাহ-পর্বের শেষে শ্বশুরবাড়িতে পৌঁছন তাঁরা। সেখানে নবদম্পতিকে ঘরে নিয়ে যাওয়ার ২০ মিনিটের মধ্যে পূজা ঘর থেকে বেরিয়ে এসে জানান, তিনি আর শ্বশুরবাড়িতে থাকতে চান না! প্রথমে আত্মীয়স্বজনেরা ভেবেছিলেন তিনি মজা করছেন। কিন্তু পূজা নাছোড়বান্দা। আইনি বিচ্ছেদ চান সদ্য বিবাহিত স্বামীর থেকে। পঞ্চায়েতকে সাক্ষী রেখে সেদিনই বিবাহ বিচ্ছেদের কাগজপত্রে সই করেন দম্পতি। এমন কাণ্ড ঘটানোর কারণ প্রথমে জানা না গেলেও পরে জানা গেছে, পূজার নাকি পাত্র এবং পরিবার পছন্দ না তাই তিনি থাকতে চাননি। এমন ঘটনায় নেটমহল তোলপাড়! আমাদের সমাজে কোনও মেয়ে পারে এমনটা করতে!

রাজস্থানের ঢোলপুরের বাসিন্দা গিরিশ কুমারের মেয়ে দীপিকার ঘটনাও একইরকম। দীপিকার সঙ্গে করৌলির যুবক প্রদীপের বিয়ে ঠিক হয়েছিল। বিয়েতে বিশাল আয়োজন করেছিলেন গিরিশ। ধুমধাম করে বিয়েও হল কিন্তু গন্ডগোলের শুরু ঠিক বিয়ে মিটে যাওয়ার পর। বিয়ের পর দিন সকালে বরের সঙ্গে গাড়িতে উঠতে নারাজ দীপিকা। কারণটা কী? দীপিকার উত্তর, প্রদীপ সুস্থ নয়! কনের দাবি, তাঁর সিঁথিতে সিঁদুর দেওয়ার সময় বরের হাত কাঁপছিল। তিনি সেটা ভাল করেই লক্ষ্য করেছেন। তাই দীপিকা নিশ্চিত যে, বরের নিশ্চয়ই কোনও শারীরিক সমস্যা রয়েছে। সকলকেই দীপিকা জানিয়ে দেন, 'দুর্বল' বরের সঙ্গে কিছুতেই তিনি সংসার করবেন না তিনি। সবাই হতবাক। অনেক বুঝিয়েও কাজ হয়নি। শেষমেশ নববধূকে না নিয়ে বাড়ি ফিরেছেন প্রদীপ।

বিয়ের আসরে এসি নেই তাই রাগে বিয়েই ভেঙে দিয়েছেন উত্তরপ্রদেশেরই আরও এক কনে! ঘটনাটি ঘটেছে উত্তরপ্রদেশের আগরায়। শামশাবাদ শহরে পাত্রপক্ষের তরফে ছিল বিয়ের অনুষ্ঠান। যেখানে আয়োজন করা হয় সেখানে শীতাতপনিয়ন্ত্রণের কোনও ব্যবস্থাই ছিল না। ফলে কনে এবং তাঁর পরিবারের লোকজনদের তীব্র গরমে দমবন্ধকর অবস্থা হয়। শুরু হয় বচসা। সেই সঙ্গে বরের পরিবারের বিরুদ্ধে যৌতুক নেওয়ারও অভিযোগ এনে পুলিশের কাছে নালিশ জানায় কনে। এবং মণ্ডপ ছেড়ে চলে যান। পরে কনে জানান, এ ধরনের পরিস্থিতিতে বিয়ে করলে সেটা হবে তাঁর জন্য অসম্মানের। স্থানীয় থানার ভারপ্রাপ্ত এক কর্মকর্তা সেই বিয়েটা যাতে ভেস্তে না গিয়ে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয় তার জন্য মধ্যস্থতাও করেন কিন্তু কনে নিজের সিদ্ধান্তে অটল ছিলেন। তিনি বিয়েটা নাকচই করেন।

ঘটনাটা উত্তরপ্রদেশের সাম্ভালা জেলার মূলহেতা গ্রামের খেসারিলালের ২০ বছরের মেয়ে শশীর। তাঁর বিয়ে ঠিক হয় আমরোহা জেলার নাগরিয়া গ্রামের বাসিন্দা অমিত রানার সঙ্গে। বাড়ি-ভর্তি লোকজন। সবাই সেজেগুজে তৈরি হঠাৎ মণ্ডপে এসে শশী বেঁকে বসলেন। তিনি বিয়ে করবেন না এই পাত্রকে। কেন? আসলে বন্ধুদের সঙ্গে বিয়ের দিন আকণ্ঠ মদ্যপান করেছিলেন অমিত! গাড়ি থেকে নেমে যখন মণ্ডপের দিকে এগোচ্ছিলেন তাঁর পা টলছিল। প্রকৃতিস্থ ছিলেন না পাত্র অমিত। খুব কষ্ট করে মণ্ডপে আসেন! ব্যস আর কী! শশী সিদ্ধান্ত নেন এরকম দায়িত্বজ্ঞানহীন মাতাল পুরুষকে তিনি বিয়ে করবেন না কিছুতেই। একা কনেই ভেঙে দিলেন সেই বিয়ে। বন্ধুদের দুর্বুদ্ধিতে বিয়েটাই ভেঙে গেল অমিতের।

'ব্লিঙ্ক-ইট ওয়েডিং' উত্তরপ্রদেশের কনে পূজা

এইসব ঘটনাই ২০২৫-এ নেটমাধ্যমে ভাইরাল। সবগুলোই সত্য ঘটনা। আজ থেকে কয়েক বছর আগে হলেও কোনও মেয়ে পারতেন তাঁর বিয়ের দিন বা বিয়ের আগের মুহূর্তে বা বিয়ে হয়ে যাওয়ার কুড়ি মিনিটের মধ্যে নির্দ্বিধায় বিয়ে ভেঙে বেরিয়ে যেতে! কনের পরিবার, কন্যাদায়গ্রস্ত বাবাও কি চুপচাপ সেই দৃশ্য উপভোগ করতেন? একেবারেই না।

আসলে বদলেছে সময় এবং বদলে গেছে বিয়ে নামক প্রতিষ্ঠানটির প্রতি এ-যুগের নারীর দৃষ্টিভঙ্গি। তাই আজ আর মেয়ের বাবারা কন্যাদায়গ্রস্ত পিতা নন। সমাজতত্ত্ববিদ বা মনোবিদদের মতে, নারীত্বের সঙ্গে বরাবরই নম্রতা, মেনে নেওয়া বা মানিয়ে নেওয়াটাকে এক করে দেখা হয়ে এসেছে। সবটাই তারা মানিয়ে নেবে। সেই মানিয়ে নেওয়ার মধ্যেই ছিল হাজার মেনে নেওয়া। এমনটা হওয়ার সবচেয়ে বড় কারণ ছিল মেয়েদের অর্থনৈতিক স্বাধীনতা না থাকা। তাই অসুখী বিয়েতেই থেকে যেতেন মেয়েরা। শারীরিক, মানসিক অত্যাচার সয়েও বিয়ে ভাঙতেন না লোকলজ্জার ভয়ে। আজ সেই প্রয়োজন ফুরিয়েছে। পায়ের তলায় উপার্জনের জমি এবং স্ব-চেতনা তাঁদের শেখাচ্ছে স্বাবলম্বী হয়ে একাও বাঁচতে বা কোনওরকম অন্যায়কে মেনে না নিতে। উল্টোদিকের মানুষটা চাইলেই ভালবাসা, রোম্যান্স, কমিটমেন্টের চিঁড়ে আর ভিজবে না সহজে। বিয়ের পিঁড়িতে তাঁরা বসবেন কি বসবেন না সেই সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণ মেয়েরাই ঠিক করবেন। পছন্দের পাত্রটি যোগ্য হলেও আদৌ সারাজীবনের সঙ্গী হওয়ার উপযুক্ত কি না তা নিক্তি দিয়ে মাপবেন তাঁরাই।

সাম্প্রতিক একটি সমীক্ষা অনুযায়ী এই মুহূর্তে ভারতবর্ষের মতো দেশে ২৮ বছরের ঊর্ধ্বে অধিকাংশ মেয়েই মনে করছেন ইচ্ছে হলে তবেই বিয়ে করব, না হলে নয়। বিয়ে এখন অপশনাল, সংসার করাটাও বাধ্যতামূলক নয়। পুরোটাই তাঁদের ইচ্ছের ওপর নির্ভরশীল। আবার সমীক্ষা বলছে, পঞ্চাশ শতাংশ নারী এটাও মনে করেন যদি বিয়ের এক মুহূর্ত আগেও মনে হয় পাত্রটি তার উপযুক্ত নয় তাহলে অনায়াসে সে এই বিয়ে ভেঙে দিতে পারে। তাতে সমাজের শ্যেনচক্ষু তাকে সইতে হলে হবে। এতে তার বিন্দুমাত্র মাথাব্যথা থাকবে না। নতুন প্রজন্মের এই মনোভাব স্পষ্ট করছে আধুনিক যুগে সম্পর্কের মানে বদলাচ্ছে আর বিয়ে সম্পর্কে মেয়েদের মনের আবেগ-উপলব্ধিও বদলাচ্ছে।

ইদানীং সারাজীবন সিঙ্গল থাকাটা অনেক মেয়েই বেছে নিচ্ছেন। অর্থনৈতিক স্বাধীনতা, শিক্ষা ছোট থেকে বেড়ে ওঠা, উদার পরিবেশ তাকে প্রতিবাদী হতে শিখিয়েছে। পায়ের তলায় উপার্জনের জমি এবং স্ব-চেতনা তাদের শেখাচ্ছে স্বাবলম্বী হয়ে একাও বাঁচা যায়। অনেক মেয়েরই মনে হচ্ছে, আমার জীবনটায় আমি আমার মতো করে চলব। সব কিছুই মেনে নেওয়ার, মানিয়ে নেওয়ার প্রয়োজন নেই। ইচ্ছে হলে বিয়ে বা সম্পর্কে না থেকে একাই কাটিয়ে দেওয়া যায়। তার একটা আনন্দ আছে, সেটা মেয়েরা পেতে চাইছে। তা ছাড়া, মাতৃত্বের স্বাদ পেতে বা বাচ্চাকে বড় করতেও এখন বিয়েতে থেকে যাওয়ার প্রয়োজন পড়ছে না তাদের। তাই বলে কি গার্হস্থ্য হিংসা নেই? অবশ্যই রয়েছে। পরিসংখ্যান বলছে, ভারতে প্রতি তিনজন মহিলার মধ্যে একজন গার্হস্থ্য হিংসার শিকার হন। যে-দেশে ঘরের কাজের জন্য গঞ্জনা সহ্য করা মেয়েদের প্রাত্যহিক কর্ম সেই দেশে তিরিশ শতাংশের অন্যায়ের প্রতিবাদ করা বা বিয়ের মতো জীবনে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত ভুল মনে হলে তা মুহূর্তে নাকচ করা নিঃসন্দেহে এক নতুন সূর্যের আশ্বাস। নারী এখন একাই আত্মবিশ্বাসী। নিজের প্রতি দৃঢ় আস্থা আর গভীর জীবনবোধ তাঁদের নতুন করে ভাবতে শিখিয়িছে। সেই কারণেই সিঁদুর দানের থেকে একমুহূর্ত আগে উঠে দাঁড়াতে তাঁরা দু'বার ভাবছেন না। অসুখী বিয়ে বা ভুল সম্পর্কে থাকার চেয়ে একা থাকা তাঁদের পছন্দের হয়ে উঠছে।